493/B/3G.T.Road, South Howrah, (033)2641 4514,9830086733/9433387953

www.facebook.com/alipur.barta.5

সাপ্তাহিক

আলিপুর বার্তা

ইন্টারনেট সংস্করণ ঃ http://www.alipurbarta.org

গিরীশ ট্রান্স অ্যান্ড ট্রাভেলস ৪৯৩/ বি /৩, জিটি রোড, দক্ষিণ হাওড়া ফোন (০৩৩) ২৬৪১-৪৫১৪, ৯৮৩০০৮৬৭৩৩/ ৯৪৩৩৩৮৭৯৫৩

কলকাতা ঃ ৪৮ বর্ষ ঃ ২৩ সংখ্যা ঃ ১৪ চৈত্র-২০ চৈত্র ,১৪২০ঃ ২৯ মার্চ-৪ এপ্রিল, ২০১৪,Kolkata : 48 year : Vol No.: 48, Issue No.23, March 29- 04 April, 2014 ১৬ পাতা মূল্য ৩টাকা

নরেন্দ্র মোদি আসলে পুরোপুরি আরএসএস'র লোক

হিমাংশু চট্টোপাধ্যায়

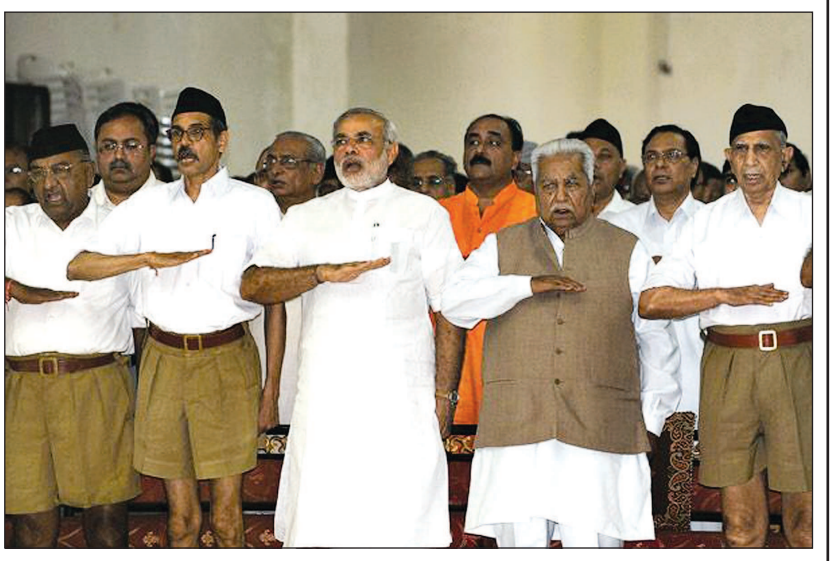

আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি'র মধ্যে যতই অন্তর্দ্বন্দ্ব থাকুক না কেন, আরএসএস (রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ) যে নরেন্দ্র মোদিকে দেশের প্রধানমন্ত্রী পদে বসানোর জন্য এককাট্টা হয়েছে, সেবিষয়ে কোনও সন্দেহই নেই বললেই চলে। সম্প্রতি গুজরাতের একজন বর্ষীয়ান রাজনীতিবিদ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন, নরেন্দ্র মোদি একশ শতাংশ আরএসএস। একসময় যখন আরএসএস তাঁকে বিজেপি'র পক্ষে প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী করার সিদ্ধান্ত নেয়, তখন তাঁর কোনও বিকল্প নাম প্রস্তাব করার অবকাশ ছিল না। জনৈক রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ বিষ্ণু পাণ্ডিয়া এ প্রসঙ্গে বলেছেন, নরেন্দ্র মোদির বিষয়টা একটা ওপেন সিক্রেট। মানুষ জানেন, মোদিজী বরাবরই আরএসএস-এর সাংস্কৃতিক-জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারায় বিশ্বাস করেন।

যখন আরএসএস-এর প্রচারকের ভূমিকা থেকে সরে এসে নরেন্দ্র মোদি বিজেপি'র কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত হন, তখন থেকেই তিনি নাগপুরে সঙ্ঘের প্রধান কার্যালয়ের সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ রাখতেন এবং এখনও রাখেন।

১৯৯৫ সালে বিজেপি যখন গুজরাতে কেশুভাই প্যাটেলের নেতৃত্বে ক্ষমতায় আসে, তখন থেকেই তিনি সেখানে সক্রিয়ভাবে দলের কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তখনই তিনি দেখেছিলেন, শঙ্কর সিং বাঘেলা কীভাবে কেশুভাই প্যাটেলের বিরোধিতা করেছেন। কিন্তু ২০০১ সালে মোদিজী যখন গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নেন, তখন থেকেই তিনি সঙ্ঘধ পরিবার ও বিজেপি'র সঙ্গে সরকারের দুরত্ব অনেক বাড়িয়ে দিতে সক্ষম হন। এমনকী বিশ্ব হিন্দু পরিষদের প্রথম সারির নেতা প্রবীন তোগারিয়ারেও প্রভাব ক্রমশ কমতে থাকে। তবে তিনি এই কাজগুলি এমনভাবে করেন যে, সঙ্ঘ পরিবার তাঁর ওপর কখনই বিরূপ হননি।

নরেন্দ্র মোদি'র সব কার্যকলাপের মধ্যেই আরএসএস-এর ছোঁয়া লেগে থাকে। যেমন, সঙ্ঘের প্রধান সারির নেতা পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় চাইতেন কৃষির উন্নতি, মহিলাদের উত্তোরণ। তিনি যখন মুখ্যমন্ত্রী হন, তখন তাঁর প্রশাসনিক বা রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা প্রায় কিছুই ছিল না। তবে জরুরি অবস্থায় সময় তিনি সঙ্ঘ পরিবার এবং তৎকালীন বিরোধী নেতৃবৃন্দের সঙ্গে যেভাবে সমন্বয় গড়ে তুলেছিলেন, তা এককথায় অনবদ্য বললেও কম বলা হবে। একইসঙ্গে তিনি খুব বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে সেই সময় দেশের প্রধানমন্ত্রী

এরপর তেরো পাতায়

কৃষ্ণা ও সুগত সঠিক পরিচয় দেননি

বিদেশি তথ্যচিত্রে নেতাজীর 'ভাইঝি' ও 'ভাইপো'

আজাদবাউল

চাল আর চাল কুমড়ো এক নয়। নেতাজীর ভাইঝি আর ভ্রাতুষ্পুত্র বধু কিংবা ভ্রাতুষ্পুত্র আর ভ্রাতুষ্পুত্রের ছেলে কখনই নৈকট্য কিংবা ভারে এক হতে পারে না। নেতাজীর ভাইঝি ইলা বসু, বেলা বসু কিংবা পরবর্তীকালে ললিতা বসু নেতাজীর গৃহত্যাগ ও ফৈজাবাদের অজ্ঞাত নামা সন্ন্যাসীর (ভগবানজি) জিনিসপত্র শনাক্ত এবং সংরক্ষণে ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন

সুগত সততা-১

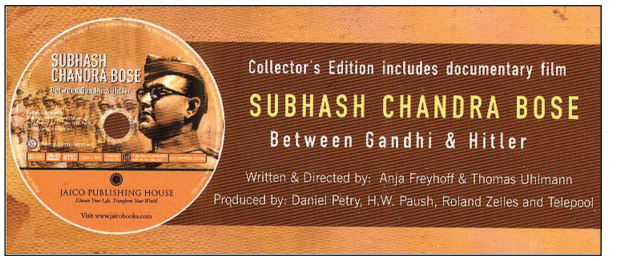

করেছিলেন। যদিও ইলা-বেলা কিংবা ললিতার নাম ইতিহাসে তেমনভাবে লেখা হয়নি যতটা ভাইপো শিশির বসুকে 'মহানিষ্ক্রমণের সঙ্গী' হিসেবে নানা গল্প ও সিনেমায় তুলে ধরা হয়েছে। নেতাজীর অন্যান্য ভাইপো রনজিৎ (কার্তিক) বসু, দ্বিজেন বসু কিংবা অরবিন্দ বসু'র ভূমিকাকে একতরফাভাবে উপেক্ষা করা হয়েছে। উল্লেখ্য বেলা বসু ছিলেন রাজ্যের বর্তমান অর্থমন্ত্রী অমিত মিত্রের মা। দেশে ও বিদেশে বিশেষ করে নেতাজীর কর্মকাণ্ড যে সমস্ত দেশে ছড়িয়ে আছে সেই সমস্ত দেশে নেতাজীর ঘনিষ্ঠ আত্মীয় কিংবা আত্মীয় পরিচয় অবশ্য মানে-ধনে অন্যরকম মান্যতা দেয়। একদা শিশুচিকিৎসক শিশির বসুর ব্যবহারে বিরক্ত হয়ে নেতাজীর অন্যান্য ভাইপো ভাইঝিরা নেতাজী রিসার্চ বুরোর (নেতাজী ভবন) সংশ্রব ত্যাগ করেন যদি ও নেতাজীর নানা ব্যবহৃত জিনিসপত্র, চিঠিপত্র ইত্যাদি সংগ্রহ এবং সংরক্ষণে তাঁদের বিশেষ অবদান ছিল।

এরপর পাঁচের পাতায়

চিতায় উঠেছে সিপিএম, সহমরণে যাবে কংগ্রেস

ওঙ্কার মিত্র

পরিবর্তনের বাতাস তখনও ঝড় হয়ে ওঠেনি। লড়াকু নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের লড়াই তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে। সেই সময় ২০০৯ সালের ২৩ মে আলিপুর বার্তার পাতায় সাংবাদিক গুহ লিখেছিলেন 'সিপিএম ক্যান্সার রোগাক্রান্ত, আয়ু বড় জোর দু'বছর। কাটা ছেঁড়া করে কি লাভ।' আর আজ এই লোকসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে পক্ককেশ বয়সের ভারে ন্যুব্জ সিপিএম নেতাদের ক্ষমতা আকড়ে থাকার প্রবণতা পোড় খাওয়া সিপিএম নেতাদের বহিস্কার ও ক্ষোভ উগরে দেওয়া, ইদানীং কর্মীসভা, মিছিলের ক্ষয়িষ্ণু অবস্থা দেখে নিঃসন্দেহে বলা যায় ক্যান্সার রোগীটা ইতিমধ্যে চিতায় উঠে পড়েছে। এখন শুধু সেই চিতায় আগুন দেবার পালা। যা ইতিমধ্যেই ধরিয়ে দিতে শুরু করেছেন রেজ্জাক মোল্লা, লক্ষণ শেঠরা। অবশ্য তার আগেই দলে দলে কমরেডরা তৃণমূলে যোগ দিয়ে চিতা সাজিয়ে রেখেছেন।

তবে রেজ্জাক মোল্লা, লক্ষণ শেঠরা বেরিয়ে আসার পর সিপিএম সম্পর্কে যা বলতে শুরু করেছেন তা মোটেই নতুন কিছু নয়। সত্তর দশকের সেই আগুন ঝরা দিনগুলোতে যারা মন প্রাণ দিয়ে এই বুদ্ধ বিমান জ্যোতিবাবুদের জন্য জীবন যৌবন সঁপে দিয়েছিল নতুন সমাজের আশায় তারা পরে হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছেন সিপিএম কাজ ফুরোলে শেষ করে দিতেও পিছপা হয় না। লক্ষণবাবু অনেক পরে বুঝেছেন বা

বামেদের শাসন ও কংগ্রেসের নিশ্চিন্ত ঘুম কি সর্বনাশ করতে পারে তা দেখেছে রাজ্যবাসী।

বুঝেও এতদিন চুপ করে বসেছিলেন। এর আগেও বহু সৎ, জনপ্রিয় মানুষকে দল থেকে বহিস্কার করেছে সিপিএম। তখন মোল্লা সাহেব, লক্ষণবাবুরা চুপ করে ছিলেন কেন? ক্ষমতা থাকতে থাকতে যদি এসব নিয়ে সরব হতেন তাহলে বোঝা যেত তারা প্রকৃতই সাহসী কমরেড। এখন মাথা চাপড়ে লাভ কি!

এসব অতীতের স্মৃতি মাত্র। এখন শুধুই ক্ষমতা আর তাকে ঘিরে মৌচাক তৈরি করা। না হলে ইদানীং বুদ্ধবাবু সেই পুরনো কাসুন্দি ঘেঁটে কংগ্রেসের সঙ্গে যাবার কথা বলতেন না। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা ও কাজের ধাক্কায় অবশ্য এখন খড়কুটো ধরা ছাড়া গতি নেই। তা সে যতই দুর্বল কুটো হোক না কেন। তবে বুদ্ধবাবু ঠিক চিনেছেন। সিপিএমের সঙ্গে সহমরণে যাবার জন্য কংগ্রেস ছাড়া এমন সঙ্গী আর কে আছে!

যে কংগ্রেসকে বুদ্ধ-বিমানরা ভবিষ্যতের বন্ধু হিসেবে চিহ্নিত করেছেন তার অবস্থা কি? জাতীয় ক্ষেত্রে মোদী ও রাজ্যের ক্ষেত্রে মমতা, এই দুই 'ম'-এর ধাক্কায় তারা দিশাহারা। রাজ্যের সভাপতি পাল্টেও অবস্থা সেই তথৈবচঃ। আর কেন্দ্রে সব হাতি, ঘোড়া আড়ালে গিয়ে বলির পাঁঠা করতে এগিয়ে দিয়েছে রাহুলকে। বার বার ব্যর্থ জেনেও রাহুলকে নিয়ে মাতামাতি, নাচানাচি মানে কংগ্রেসে দুর্নীতি, স্বজন-পোষণের যুগ কেটে গিয়ে এক নতুন যুগ আসতে চলেছে, এটা বোঝানো। যদিও যত নির্বাচন এগিয়ে আসছে কংগ্রেসকে ততই দিশাহারা দেখাচ্ছে। রাজ্যে সামান্য প্রার্থী বাছতে তারা হিমসিম। এবার শুরু হবে বাছাই প্রার্থী নিয়ে মনোমালিন্যের পালা। এই করতে করতে এগিয়ে আসবে নির্বাচন, যা হবার তাই হবে। শুধু আশা কংগ্রেস সেই প্রাচীন দল, তার একটা ভোট ব্যাঙ্ক আছে। সেই ব্যাঙ্কে যে ইতিমধ্যেই চুরি, ডাকাতি, লুঠ হয়ে গিয়েছে সে কথা বুঝে ফের কংগ্রেসকে সামনে থেকে নেতৃত্ব দেবার মতো ব্যক্তির বড়ই অভাব।

কংগ্রেসের তবু রাহুল আছে, সিপিএমের আছে কে? মোদী-মমতার সঙ্গে টক্কর দেবার

এরপর তেরো পাতায়

কাজের খবর

অল্প শিক্ষিতদের জন্য স্বনির্ভরতার প্রশিক্ষণ

নিজস্ব প্রতিনিধি: আমাদের আজকের লাইফ স্টাইলে ফাস্টফুডের চাহিদা ক্রমশ বাড়ছে। পাশাপাশি নগরায়ণের ফলে ছোট রেস্তোরাঁ, ধাবা, হোম ডেলিভারি, ক্যাটারিংয়ের ব্যবসাও বেড়ে চলেছে। তার ফলে খাদ্যপ্রক্রিয়াকরণ শিল্পের ভবিষ্যৎ এখন উজ্জ্বল। গোটা ভারতেই এই শিল্পকে সবচেয়ে সম্ভাবনাময় শিল্প বলে ধরা হচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকারের চলতি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় দেশ জুড়ে অজস্র ফুটপার্ক তৈরির পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

সরকারি ও বিভিন্ন এনজিও'র উদ্যোগে পশ্চিমবঙ্গ বিশেষ করে দক্ষিণ ২৪ পরগনায় বেশকিছু ট্রেনিং সেন্টার তৈরি হয়েছে, এই শিল্পের প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য। এর মধ্যে রয়েছে- ১) অ্যাডাল্ট কন্টিনিউইং এডুকেশন, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা-৩২। এখানে মুখরোচক খাদ্য তৈরির ৬ মাসের ট্রেনিং দেওয়া হয়। যোগ্যতা - ক্লাস এইট পাশ। ২) প্রণবানন্দ ইন্সটিটিউট অফ টেকনোলজি অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট, ডায়মন্ড হারবার। ফোন- ৯৩৩১২৫৬৯৩৪। বিনা ফিজে ৩ মাস ও ৬ মাসের ট্রেনিং দেওয়া হয়। যোগ্যতা - ক্লাস এইট পাশ। ৩) রামকৃষ্ণ মিশন লোকশিক্ষা পরিষদ, নরেন্দ্রপুর, কলকাতা-১০৩। এখানে ফল প্রক্রিয়াকরণের প্রশিক্ষণ নিতে পারেন। যোগ্যতা -উচ্চমাধ্যমিক পাশ।

কীভাবে ব্যবসা করতে পারেন: সমবায় সমিতি বা স্বনির্ভর গোষ্ঠী ছাড়াও একক উদ্যোগী হলেও রাজ্য সরকারের আর্থিক সহায়তা পাবেন ডাইরেক্টর অফ ফুড প্রসেসিং ইন্ডাস্ট্রিজ থেকে। শিল্পের প্ল্যান্ট, মেশিনারী পরিকাঠামো গড়ার জন্য খরচের ২৫ শতাংশ আর্থিক অনুদান পেতে পারেন। এর সর্বোচ্চ পরিমাণ ৫০ লক্ষ টাকা।

উদ্যানজাত পণ্য ছাড়া যে কোনও ধরনের খাদ্য পণ্যের সংরক্ষণ ও হিমঘরের পরিকাঠামো গড়ে তুলতে আপনার প্রকল্প যদি ব্যাঙ্ক অনুমোদিত হয় তাহলে মোট খরচের ৩৫ শতাংশ অনুদান পেতে পারেন। খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের জন্য ওয়ার্কশপ বা প্রদর্শনী করতে গেলে অথবা খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র তৈরি বা দোকানের আধুনিকিকরণের জন্য মোট প্রকল্পের ৫০ শতাংশ পর্যন্ত অনুদান পেতে পারেন।

যোগাযোগ করুন এই ঠিকানায় - ডাইরেক্টরেট অফ ফুড প্রসেসিং ইন্ডাস্ট্রিজ, ময়ূখ ভবন, চতুর্থ তল, সল্ট লেক, সেক্টর-১, কলকাতা-৯১। ওয়েবসাইট দেখুন - www.wbfpihgov.in.

বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য অনুযায়ী দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় পাউরুটি, কেক, বিস্কুট প্রভৃতি বেকারী জাতীয় খাবার, ফল ও সবজি সংরক্ষণ, মাছ-মাংস, দুগ্ধজাত খাবার, ময়দা ও মশলা প্রক্রিয়াকরণ এবং কলকাতায় বিভিন্ন ফাস্টফুড, প্যাকেজড খাবার, বেকারী দ্রব্য, দুগ্ধজাত খাবার ও মশলা তৈরি এবং মধু প্রক্রিয়াকরণের বাজার উজ্জ্বল।

মাধ্যমিক পাশেদের জন্য ডিপ্লোমা কোর্স

ফুড টেকনোলজি বিষয়ে এই ৪টি পলিটেকনিকে পড়ার সুযোগ আছে -

১) এ.পি.সি. রায় পলিটেকনিক, কলকাতা। ২) ফালাকাটা পলিটেকনিক, জলপাইগুড়ি। ৩) মালদা পলিটেকনিক, মালদহ। ৪) শেখপাড়া আব্দুর রহমান মেমোরিয়াল পলিটেকনিক। ভর্তির জন্য যোগ্যতা দরকার মাধ্যমিক পাশ। ভর্তি নেওয়া হয় জয়েন্টের মাধ্যমে।

খাদ্য প্রক্রিয়াকরণের

বারুইপুর-দমদমে পুরুষদের স্বনির্ভরতার প্রশিক্ষণ

বারুইপুরে সেন্ট পিটার্স ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টার থেকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে ১) ইলেক্ট্রিশিয়ন, ২) কার্পেন্টি ট্র, ৩) মোটর মেকানিক্স। এই বিভাগে বাইক ও চার চাকার গাড়ি মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণের প্রশিক্ষণ সঙ্গে ড্রাইভিং লাইসেন্সও দেওয়া হবে। ঠিকানা- সেন্ট পিটার্স ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টার, গোলপুকুর, বারুইপুর, কলকাতা-১৪৪। ফোন-২৪৩৩-৫০১৬ অথবা ২৪৩৩-৮৯১৬। ওয়েবসাইট - www.holistic-child.org

অপরদিকে দমদমে সেন্ট স্টিফেন্স ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টারে রেডিও, টিভি, মোবাইল মেরামতি, কম্পিউটার মেকানিক, ফিটার ও ওয়েল্ডিং ট্রেড এবং টেলারিং বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। ঠিকানা - সেন্ট স্টিফেন্স ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টার, ১১ আরবিসি রোড দমদম, কলকাতা-২৮। ফোন - ২৫৫০-৫৪১৬।

উভয় প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে যোগ্যতা ক্লাস এইট থেকে মাধ্যমিক পাশ। বয়স ১৫-২২ বছরের মধ্যে। আরও তথ্য: ২ বছরের ট্রেনিং। হস্টেলে থাকলে ফিজ মাসে ৩০০ টাকা।

আবেদন পদ্ধতি: ১৫ টাকার বিনিময়ে প্রতিষ্ঠানের অফিস থেকে আবেদন ফর্ম পাবেন ২ এপ্রিল থেকে। জমা দেবার শেষ তারিখ ১৪ জুন। ক্লাস শুরু হবে জুলাই মাসে।

কৃষি ও পশুপালনের ট্রেনিং

বেলুড়ের রামকৃষ্ণ মিশন ও নাবার্ড'র যৌথ উদ্যোগে কৃষি, খাদ্য সংরক্ষণ, রঙিন মাছ চাষ ও পশুপালনের ১০ মাসের প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। প্রশিক্ষণ শেষে সফল প্রার্থীদের ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ পাওয়ার সুযোগ আছে। যোগ্যতা - মাধ্যমিক পাশ শুধুমাত্র অবিবাহিত পুরুষেরা ১৮-৩৫এর মধ্যে বয়স হলে আবেদন করতে পারেন। আবেদনপত্র পাবেন এই ওয়েবসাইটে - www.rkmission.org/redp

বেহাল বারুইপুর

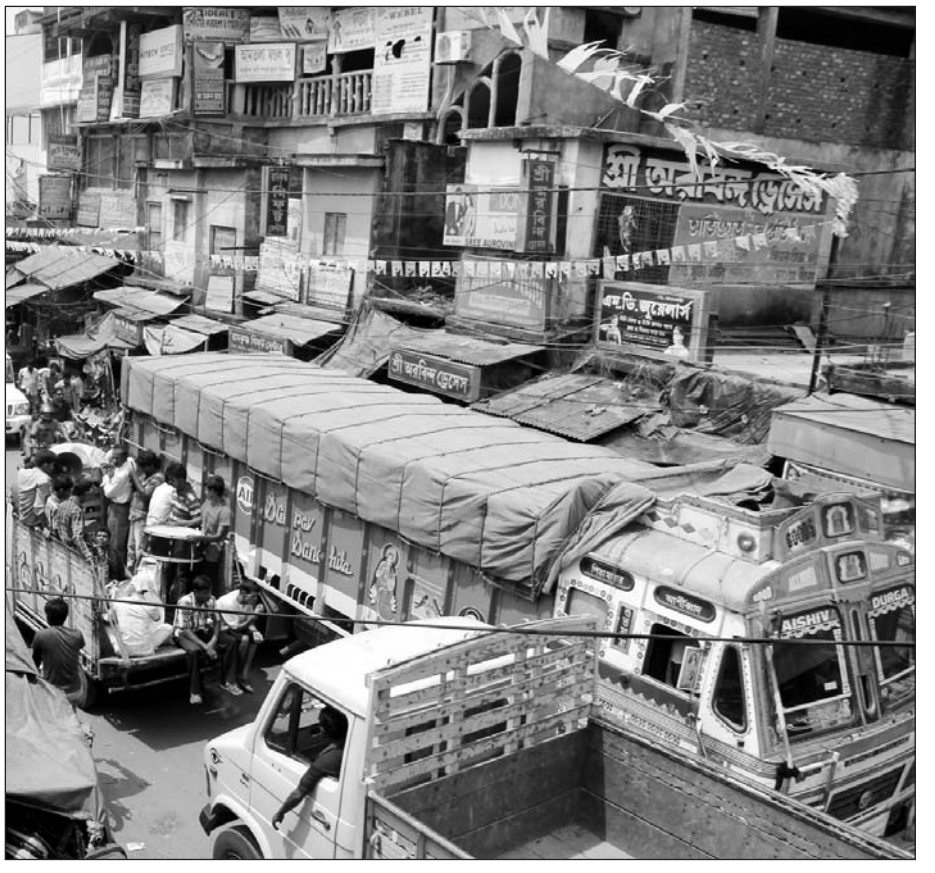

কিছুদিনের মধ্যেই বারুইপুর দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার জেলা শহর হতে চলেছে। শুরু হয়েছে নানান প্রশাসনিক নির্বাচনের কাজও। শহরের পাশ দিয়ে তৈরি হয়েছে বাইপাসও, যা সরাসরি যুক্ত হচ্ছে কলকাতার ইস্টার্ন মেট্রো বাইপাসের সঙ্গে। অথচ শহরের ভিতরে যানজটে কি জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি হচ্ছে তা দেখা যাচ্ছে শহরের নির্বাণ দত্ত রোডে দিনের অন্যতম ব্যস্ত সময়ে তোলা এই চিত্রে। *ছবি: অরুণ লোধ*

দক্ষিণ ২৪ পরগনায় তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের কারণে বাড়তে পারে রাজনৈতিক সংঘর্ষ

কুনাল মালিক

দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় লোকসভা নির্বাচনের আগে এবং ফলাফল ঘোষনার পরে বিভিন্ন এলাকায় রাজনৈতিক সংঘর্ষ এবং প্রাণহানীর ঘটনা ঘটতে পারে বলে আশঙ্কা করছে গোয়েন্দা বিভাগ। ইতিমধ্যেই বিভিন্ন লোকসভা এলাকার বিভিন্ন রাজনৈতিক তথ্য সংগ্রহে নেমেছে জেলার গোয়েন্দা বিভাগ। সূত্র মারফৎ জানা যাচ্ছে, এবার সিপিএম এবং তৃণমূলের মধ্যে রাজনৈতিক সংঘর্ষের চেয়ে শাসক তৃণমূলের বিভিন্ন গোষ্ঠী কোন্দলের জেরে নিজেদের মধ্যেই সংঘর্ষ লাগার সম্ভাবনা বেশি। জেলার পুলিশ প্রশাসনের উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের কাছে সে মর্মে রিপোর্টও দেওয়া হচ্ছে। গ্রাম পঞ্চায়েত নির্বাচনের পর জেলার অধিকাংশ এলাকাতেই তৃণমূলের দাপট বেড়েছে। একদা সিপিএম-আরএসপি'র দোর্দন্ড 'কমরেড'রা এখন তৃণমূলের সর্বজনবিদিত নেতা বনে গিয়েছেন। বাম আমলে তাদের যেমন 'মানি' ও 'মাশলম্যান' ছিল এখনও তা অমলিন রয়েছে তৃণমূলের জমানাতেও, শুধু জার্সি বদলের জন্য তৃণমূলের বড়, মেজো, সেজ নেতাদের উপঢৌকনের বিনিময়ে সন্তুষ্ট করতে হয়েছে। কিছুদিন আগে পর্যন্ত যে লালপার্টির কমরেড কিংবা জাতীয় কংগ্রেসের 'হাত' চিহ্নের নেতারা তৃণমূলের বাপ বাপান্ত

করত, তারাও রাতারাতি ভোল পাল্টে নতুন করে ক্ষমতা ও সাম্রাজ্য ধরে রাখতে বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমের কাছে 'বাইট' দিচ্ছেন - মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নের শরিক হওয়ার জন্যই আমরা তৃণমূলে যোগদান করলাম। আর দুর্দিনে সিপিএমের যারা অত্যাচার সহ্য করেও তৃণমূলের জন্য বনে জঙ্গলে রাত কাটিয়েছেন, তারা দিন দিন দলছুট হয়ে পড়ছেন। নব্য তৃণমূলীদের দাপটে পুরনোরা অন্ধকারে হারিয়ে যাচ্ছে। কেউ কেউ বসে যাচ্ছেন। আবার অনেক এলাকায় বিবাদমান গোষ্ঠী কোন্দল শুরু হয়েছে। সূত্রের খবর ভাঙ্গড়, ক্যানিং, বাসন্তী, গোসাবা, ডায়মণ্ড হারবার, বজবজ এলাকায় দিন দিন গোষ্ঠীকোন্দল তীব্র হচ্ছে। তৃণমূলের এক শ্রেণির নেতারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বিভিন্ন সিন্ডিকেট ব্যবসায় জড়িয়ে পড়ছেন। নিজেদের ক্ষমতা ধরে রাখতে বড় নেতাদের লবি করতে গিয়ে একই দলের মধ্যে উপদল তৈরি হচ্ছে। বাড়ছে নিজেদের মধ্যে হিংসা, ঈর্ষা। এর পরিণতি আগামী দিনে ভয়ঙ্কর হতে পারে বলে মনে করছে গোয়েন্দা সূত্র। বেশকিছু অঞ্চলে যেমন পাথরপ্রতিমা, মথুরাপুর, রায়দিঘি, সাতগাছিয়া ও বিষ্ণুপুরের কিছু অঞ্চলে সিপিএম ও তৃণমূলের মধ্যে এবং গোসাবা, বাসন্তী, কুলতলী এলাকায় তৃণমূল-এসইউসি,আই-আরএসপি'র মধ্যে রাজনৈতিক সংঘর্ষ লাগার সম্ভাবনা আছে। তাতে করে প্রাণহানীকর ঘটনাও ঘটতে পারে। পুলিশ ইতিমধ্যেই জেলার বিভিন্ন এলাকায় অবৈধ অস্ত্র-শস্ত্র উদ্ধারে নেমেছে। দাগী অপরাধীদের গ্রেফতার করতেও তৎপর হয়েছে। এখন দেখার আগামী ১২ মে এই জেলায় কতটা নির্বিঘ্নে ভোট হয়।

কালবৈশাখীতে ক্ষতিগ্রস্থ সুন্দরবন

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং: মঙ্গলবার রাতের কালবৈশাখীর ঝড়ে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ১২টি ব্লকে প্রায় ২০ হাজার ঘর-বাড়ির ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এছাড়া কয়েক লক্ষ টাকার বোরো ধান চাষের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। শয়ে শয়ে গাছ উপড়ে গিয়েছে। বিশাল অঞ্চল জুড়ে ১৮ ঘণ্টা বিদ্যুৎ চলাচল বন্ধ ছিল। মাটির দেওয়াল চাপা পরে জখম হয় দু'জন। প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে ক্যানি-১ ব্লকের ৯টি পঞ্চায়েতের ১০৯৮টি বাড়ি সম্পূর্ণভাবে ও আংশিকভাবে ১২৯২টি বাড়ি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। বাসন্তী ব্লকে এর সংখ্যা যথাক্রমে-৫৬ ও ৬৭। গোসাবা ব্লকেও ৮০০টি বাড়ির আংশিক ক্ষতি হয়। বোরো চাষে ক্ষতি হওয়ায় কৃষকরা হতাশ হয়ে পড়েছেন। জেলা পরিষদের সহ-সভাধিপতি শৈবাল লাহিড়ী জানান, যেহেতু লোকসভা নির্বাচন ঘোষিত হয়েছে তাই ক্ষতিপূরণ ও পুনর্নির্মানের কাজ প্রশাসনের দায়িত্বে হবে, আমরা সরাসরি অংশ নিতে পারব না। ক্যানিং মহাকুমা শাসক প্রদীপ আচার্য বলেন, ত্রাণের বিষয়টি ক্ষতিয়ে দেখা হচ্ছে।

তরুণ মণ্ডলের রোড শো

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং: মঙ্গলবার সারাদিন জয়নগর (তপঃ) লোকসভা কেন্দ্রের বিদায়ী সাংসদ ও এবারের এসইউসি(আই) প্রার্থী ডাঃ তরুণ মণ্ডল ক্যানিং (পশ্চিম) বিধানসভা কেন্দ্রের মাতলা ১ ও ২, দিঘিরপাড় প্রভৃতি পঞ্চায়েতগুলির বিভিন্ন অঞ্চলে কয়েক হাজার কর্মী সমর্থকদের সঙ্গে নিয়ে ঘুরে ঘুরে প্রচার চালালেন। তিনি গত পাঁচ বছরে সাংসদ হিসেবে তাঁর কাজের খতিয়ান তুলে ধরলেন। তাঁর বক্তব্য, যে উন্নয়নমূলক কাজ তিনি করেছেন তাতে এই কেন্দ্র থেকে জয়ের ব্যাপারে তিনি আশাবাদী। তিনি আরও বলেন জয়নগর কেন্দ্রটি অত্যন্ত পিছিয়ে পড়া অঞ্চল। তাই তিনি পানীয় জল, রাস্তাঘাট, বিদ্যুৎ, সেচ, জলনিকাশী সমস্যার দিকে নজর দিতে চান।

লুটেরা ধৃত

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং: একদল দুষ্কৃতী কুলপী থানা অঞ্চলে নোঙর করা এম ডি আসরফি-২ জাহাজ থেকে বেশকিছু পরিমাণ তৈজসপত্র লুট করে বলে জাহাজের ক্যাপ্টেন থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। মোফাজ্জেল নামে একজনকে কুলপী থানার আধিকারিক পার্থসারথি ঘোষের নেতৃত্বে গ্রেফতার করা হয়। এরপর কালিপদ সর্দার ও নারায়ণ ভক্তকে নামে দুই ব্যক্তিকে পুলিশ গ্রেফতার করে। আদালতে ধৃতদের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেন।

প্রচারে নৌকা ও বেলুনে অভিনবত্ব আনলেও আসল চ্যালেঞ্জ উন্নয়ন

বিশ্বজিৎ পাল

জয়নগর কেন্দ্রে এবার চতুর্মুখী লড়াই। গতবারের কংগ্রেস-তৃণমূল-এসইউসি জোট ভেঙে প্রত্যেকে আলাদা প্রার্থী দাঁড় করিয়েছে। লড়াইয়ে রয়েছে আরএসপি ও বিজেপিও। সবকটি দলই জলপথে নৌকা ও আকাশপথে বেলুন ছেড়ে প্রচারে চমক সৃষ্টি করতে চায়। কংগ্রেস প্রার্থী অর্ণব রায় জানান, এই কেন্দ্রে ৫টি বিধানসভা অঞ্চল নদীবহুল। তাই কয়েক'শো নৌকা ব্যবহার করে গতখালি থেকে গোসাবা অঞ্চলে প্রচার চালাবেন তাঁরা। ছাড়া হবে কয়েক'শো গ্যাস বেলুনও। একই পথের পথিক তাঁরাও বলে জানালেন এসইউসি জেলা সম্পাদক ইয়াকুব পৈলান। তিনি জানালেন, গত ৫ বছরে এই কেন্দ্রে উন্নয়নের জন্য ১০৫৪টি প্রকল্পে তাঁরা অর্থ বরাদ্দ আনতে পেরেছেন ২৬৯.৮৩ লক্ষ টাকা। ক্যানিং (পূর্ব) বিধানসভা কেন্দ্রে সাংসদ তহবিল থেকে ১৭১টি প্রকল্পে বরাদ্দ অর্থ ৩০২৮৪ লক্ষ টাকা। এই উন্নয়নই তাঁদের হাতিয়ার।

বিজেপি জেলা (পূর্ব) সভাপতি দেবতোষ আচার্য জানান, তাঁরাও নৌকা ও বেলুনকেই অস্ত্র করছেন। তবে বিজেপি প্রার্থী অধিকাংশ অঞ্চলেই সারপ্রাইজ ভিজিট দেবেন। পিছিয়ে থাকছে না শাসক দল তৃণমূলও। ক্যানিং মহকুমা তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারম্যান শৈবাল লাহিড়ী এখনই তাদের প্রচারের অভিনবত্ব ফাঁস করতে চান না। তবে জানা গিয়েছে, তাঁরাও বাসন্তী, গোসাবা, কুলতলির প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলিতে পৌঁছানোর জন্য নদী পথে প্রচার চালাবেন। ইতিমধ্যেই তৃণমূল প্রার্থী প্রতিমা নস্কর ও মথুরাপুর কেন্দ্রের বিদায়ী সাংসদ এবারেরও প্রার্থী চৌধুরী মোহন জাটুয়া পায়ে হেঁটে গ্রামে গ্রামে ভোটারদের কাছে পৌঁছতে শুরু করেছেন।

আরএসপি জেলা সম্পাদক চন্দ্রশেখর দেবনাথ জানান, তাঁরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোট চাওয়াকেই গুরুত্ব দিচ্ছেন। তাঁদের প্রার্থী প্রাক্তন সেচ ও জলপথ মন্ত্রী সুভাষ নস্কর বাসন্তী কেন্দ্রের বহু বছরের বিধায়ক। কাজের মানুষ বলেই তাকে এলাকায় সবাই চেনেন। বাম মহলের বক্তব্য এসইউসি'র নিজস্ব ভোট আছে ৮০-৯০ হাজার। এবার সেটা একটু বাড়বে। কিন্তু লড়াই হবে বামফ্রন্ট প্রার্থী'র সঙ্গে তৃণমূলের। এই কেন্দ্রে বিজেপি'র ৪-৬ শতাংশ ভোট আছে ঠিকই তবে মোদি হওয়া এখানে কোনও

ফ্যাক্টর নয়। মানুষের কাছে মুখ্য ইস্যু উন্নয়ন।

সত্যি কথা বলতে কি, এই জয়নগর কেন্দ্রটির বড় অংশ নোনা জলে নদীতে ঘেরা। জমি এক ফসলী। প্রায় ৫০ লক্ষ জনসংখ্যাধারী এই অঞ্চলের নাগরীকদের বড় সমস্যা হল চিকিৎসার অব্যবস্থা। বিদ্যুৎ ও বিশুদ্ধ পানীয় জলও দুর্লব বহু অঞ্চলে। মানুষ চান ভাল হাসপাতাল, শিক্ষার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়, ঝড়খালি পর্যন্ত রেল সম্প্রসারণ, নদীগুলিতে উন্নতমানের নদী বাধ, গ্রামগুলিতে পাকা ও ঢালাই রাস্তা। তবে দলগুলি এলাকায় ইকো-ট্যুরিজম গড়ে উন্নয়নের জিগিড় তুলে ভোট চাইছে।

সরকারি হোর্ডিংয়ও নামাতে হচ্ছে

বরুণ মণ্ডল

নির্বাচন কমিশনের নির্দেশে মহানগরীর বিভিন্ন বাসস্ট্যান্ড এবং রাস্তা থেকে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি দেওয়া সরকারি হোর্ডিং কলকাতা পুরসভা খুলতে শুরু করল। ইতিমধ্যেই শহরের অধিকাংশ এলাকা থেকে এ ধরনের হোর্ডিং খুলে নেওয়া হয়েছে। পুর আধিকারিকরা জানান, শহরের সমস্ত সরকারি হোর্ডিং খুলতে লাগাতার অভিযান চলবে। তবে বাসস্ট্যান্ড ও রাস্তার সরকারি হোর্ডিং খোলা শুরু হলেও নবান্নসহ জেলা পরিষদ, বিভিন্ন সরকারি ভবনে মন্ত্রী থেকে সভাধিপতিদের ঘর থেকেও এখনও পর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রীর ছবি সরানো হয়নি। কেন্দ্রীয় পুরভবনে মহানাগরিক এবং তাঁর পারিষদদের ঘরে আগের মতোই তৃণমূল সুপ্রিমোর অতীব সুন্দর ছবিটি টাঙানো রয়েছে। গত ৫ মার্চ ষোড়শ লোকসভা নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণার পরেও কলকাতার বিভিন্ন বাসস্ট্যাণ্ডে মুখ্যমন্ত্রীর ছবি দেওয়া সরকারি হোর্ডিং ও গ্লোসাইন রয়ে গিয়েছিল।

এ ঘটনা ঘটার পরই প্রশাসনিক কর্তাদের সঙ্গে বৈঠকে কমিশনের তরফে পরিষ্কার জানিয়ে দেওয়া হয়, শহরের বিভিন্ন বাসস্ট্যান্ড এবং রাস্তা থেকে যাবতীয় সরকারি হোর্ডিং সরিয়ে ফেলতে হবে। সে মতো তড়িঘড়ি করে হোর্ডিং-গ্লোসাইন খোলার কাজ পুরকর্তারা করেন। কিন্তু প্রশ্ন উঠছে, সরকারি হোর্ডিং খোলার ব্যাপারে কমিশন বাড়তি তৎপরতা দেখালেও মন্ত্রী, মহানাগরিক, তাঁর পারিষদ ও সভাধিপতিদের দফতর থেকে তৃণমূল সুপ্রিমোর ছবি খোলার জন্য প্রশাসন উদ্যোগী হচ্ছে না কেন? কমিশনের এক মুখপাত্র এ প্রসঙ্গে জানান, সরকারি ভবন থেকে নেতা-মন্ত্রীদের ছবি খোলার জন্য অনেক আগেই চিঠি দেওয়া হয়েছে। তা সত্ত্বেও যদি প্রশাসন কোনও ব্যবস্থা না নেয়, তা হলে কমিশনকেই এ বিষয়ে সক্রিয় হতে হবে। এদিকে সরকারি কর্তারা অবশ্য এ ব্যাপারে মুখে কুলুপ এঁটেছেন। বিতর্কে জড়িয়ে পড়ার ভয়ে কেউ-ই মুখ্যমন্ত্রীর ছবি খোলার সাহস দেখাচ্ছেন না। এবিষয়ে পুরভবনে খোঁজ নেওয়া হলে পুর মহাধ্যক্ষ জনাব খলিল আহমেদ জানান, মুখ্যমন্ত্রীর ছবি খোলার ব্যাপারে কমিশনের নির্দেশের কথা তিনি জানেন না। সকলেই জানেন নির্বাচন বিধি বলবৎ হওয়ার পর সমগ্র ভারতেই সরকারি সম্পত্তির ওপর ভোটের হোর্ডিং লাগানো নিষিদ্ধ হওয়াটা বিধিবদ্ধ ব্যাপার। তা সত্ত্বেও কংগ্রেস ও শাসক তৃণমূল শহরের বিভিন্ন রাস্তায় এবং ফুটপাথে হোর্ডিং লাগিয়েছে। কমিশনের কঠোরতম নির্দেশ, সে সব হোর্ডিং খুলতেই হবে। কিন্তু সেটা করতে গিয়েই পুরকর্মীদের 'শাঁখের করাতে'র মতো অবস্থা। হোর্ডিংয়ে হাত দিলেই নেতারা চটে লাল। শাসকদলের নেতারা অফিসে এসে ধমকে গিয়েছেন। এক পুরকর্মীর কথায়, আমরা এখন 'শাঁখের করাতে' দাঁড়িয়ে আছি। কমিশনের নির্দেশ না মানলে চাকরি নিয়ে টানাটানি, আবার নেতাদের নির্দেশ না মানলে ভোটের পর তাঁরাও ছেড়ে কথা বলবেন না।

সাউথ বাওয়ালীতে তৃণমূলের কর্মী সম্মেলন

অভিষেক আমার সন্তান সম: সোনালী

নিজস্ব প্রতিনিধি, দক্ষিণ ২৪ পরগনা ঃ দক্ষিণ শহরতলীর বজবজ-২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতি এলাকার বাওয়ালী বিপ্লব সংঘের মাঠে গত ২৩ মার্চ সাউথ বাওয়ালী অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের দ্বাদশ রাজনৈতিক কর্মী সম্মেলন হল। প্রকৃত পক্ষে এদিন কর্মী সম্মেলন ডায়মণ্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জনসভায় পর্যবসিত হয়। এক ঝাঁক তৃণমূলের মন্ত্রী নেতা জনপ্রতিনিধি সহ হাজার হাজার তৃণমূল কর্মী সমর্থকদের উপস্থিতি কর্মী সম্মেলনকে পূর্ণতা দেয়। সাতগাছিয়ার বিধায়ক তথা ডেপুটি স্পিকার সোনালী গুহ বলেন, অভিষেক আমার সন্তান সম। ও শিক্ষিত, তরুণ। ওকে এই কেন্দ্র থেকে ২ লক্ষ ভোটের মার্জিনে আমরা জেতাব। পরিষদীয় মন্ত্রী পার্থ চ্যাটার্জি, সংখ্যালঘু উন্নয়ন মন্ত্রী গিয়াসউদ্দিন মোল্লা, বিধায়ক অশোক দেব, জেলার কর্মাধ্যক্ষ ডাঃ তরুণ রায়, ভক্তরাম মণ্ডল, বজবজ পুরসভার চেয়ারপার্সন ফুলু দে, ভাইস চেয়ারম্যান গৌতম দাশগুপ্তসহ একাধিক জনপ্রতিনিধি সভায় বক্তব্য রাখেন ডায়মণ্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় উপস্থিত হলে মানুষের উচ্ছ্বাস উপচে পড়ে। সকলেই তাঁকে ছুঁতে চান। তিনি তাঁর বক্তব্যে বলেন, সভায় এত মহিলার উপস্থিতি জানান দিচ্ছে নারী শক্তি ঐক্যবদ্ধ হলে অশুভ শক্তির বিনাশ হবেই। আমি নিশ্চিৎভাবেই জয় লাভ করব।

এই সফল কর্মী সম্মেলনের যুগ্ম আহ্বায়ক ছিলেন

সেখ বাপী ও তপন মাল। কর্মী সম্মেলনের অভ্যর্থনা কমিটির চেয়ারম্যান কানাই সাঁতরা অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে সভা পরিচালনা করেন।

যন্ত্রের আক্রমণে বিপন্ন সুন্দরবনের তাঁত শিল্পীরা

অভিজিৎ ঘোষ দস্তিদার

মথুরাপুর: সুন্দরবনবাসীদের পেশা বলতেই মানুষ জানেন মাছ ধরা ও মধু সংগ্রহ করা। কিন্তু প্রাচীনকাল থেকেই এই অঞ্চলে যে অত্যন্ত উন্নতমানের তাঁত শিল্পের এখানকার অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করায় বড় ভূমিকা নেয় তা অন্য জেলার অধিকাংশ মানুষই জানেন না। মথুরাপুর, জনার্দনপুর, রামবাটি, রামনগর, তাজপুর, গোবিন্দপুর, বাসুদেবপুর, নিশ্চিন্দপুরের ঘরামী পাড়ায় বহু বছর ধরে চাকা ঘুরছে তাঁত শিল্পের। এখানকার শিল্পীদের হাতে তৈরি গামছা ও কাপড় রাজ্য জুড়ে বিক্রি হত। কিন্তু ইদানীং নাইলন ও টেরিকটের চাহিদা বেড়ে যাওয়ার ফলে তাঁত শিল্পের বাজার ম্রিয়মান। টেরিকটের গামছা অত্যাধুনিক মেশিনে তৈরি হালকা, দ্রুত শুকিয়ে যায় এবং দামেও কম। নিশ্চিন্দপুরের দুই তাঁত শিল্পী বললেন, কয়েক পুরুষ থেকে এই গামছা তৈরি ছিল আমাদের প্রধান জীবিকা। এরজন্য বাজার থেকে সুতো কিনতে হয় ১০০ টাকা কেজি দরে। ১ নম্বর বান্ডিল ১৭৫ টাকা কেজি। বর্তমান বাজার দরে চালু গামছা তৈরি করতে গেলে খরচ পরে ২৫ টাকা ও ভাল গামছায় ৭৫ টাকা। উৎপাদন মূল্য বেড়ে যাওয়ায় বর্তমানে গামছার যে দর তাতে শিল্পীদের কোনও লাভ হচ্ছে না। উপরন্তু তৈরির ব্যয় বহন করতেই অসমর্থ হয়ে পড়ছেন। তাঁত শিল্পী শ্যামল গায়েন, মন্টু গায়েন, অনাথ গায়েন, তাজপুরের সঞ্জয় হালদার জানালেন, এই অঞ্চলের ৪০০'র বেশি পরিবার এই শিল্পের সঙ্গে যুক্ত। সরকারের কাছ থেকে শিল্পীরা কোনও অনুদান পান না। তার ফলে মহাজনের কাছ থেকে টাকা নিয়ে উৎপাদন চালু রাখতে হচ্ছে। বর্তমানে উঠতি প্রজন্ম এই শিল্পে না এসে অন্য পেশার দিকে ঝুঁকতে চাইছে। এই বিষয়ে বিধায়ক জয়দেব হালদারকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, আমি বিভাগীয় মন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলে সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করব।

বাখরাহাটে তৃণমূল কংগ্রেসের রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি: গত ২৩ মার্চ দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বাখরাহাট অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেস ও তৃণমূল যুব কংগ্রেসের উদ্যোগে নেতাজী সুভাষ ক্লাব মাঠে রক্তদান শিবির ও অঞ্চলের প্রবীণ নাগরিকদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়। ৮৭ জন পুরুষ মহিলা রক্তদান করেন। ৬০ জন প্রবীণকে নাগরিক সংবর্ধনা দেওয়া হয়। রক্তদান শিবিরে উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি স্পীকার সোনালী গুহ, পরিষদীয় মন্ত্রী পার্থ চ্যাটার্জি, জেলা সভাধিপতি সামিমা সেখ, ডায়মণ্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, রমজান সেখ, শ্যামল মণ্ডল, মজনু সেখ প্রমুখ। সাতগাছিয়া তৃণমূল যুবার ২৫ জন কর্মী অয়ন দত্তের নেতৃত্বে রক্তদান করেন। উদ্যোক্তাদের মধ্যে অপূর্ব পাল, গোপাল মিত্র, মতিকুর রহমান, কাজল দত্ত, দেবনাথ ঘোষ সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

সমাজবিরোধী মৃত

নিজস্ব প্রতিনিধি, ডায়মন্ড হারবারে : বুধবার রাত ১০টায় উস্তি রঙ্গিলাবাদ পঞ্চায়েতের আলমপুর গ্রামে এনতাজুল নস্কর (২৫) নামে সমাজবিরোধী বলে এলাকায় পরিচিত একব্যক্তির গণপিটুনিতে মৃত্যু হয়। তার সঙ্গে নাকি দীর্ঘদিন ধরেই মহসিন লস্কর নামে এক ব্যক্তির জমি নিয়ে বিরোধ চলছিল। ওই দিন রাতে মহসিন যখন বাড়ি ফিরছিল তখন তার চিৎকারে অজস্র মানুষ এসে জড়ো হন এবং তাঁদের গণপিটুনিতেই জখম হয় এনতাজুল।

নবম-দশম শ্রেণির পাঠ্যক্রমে বদল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা: বিদ্যালয় স্তরের প্রথম থেকে অষ্টম (২০১৩ ও ২০১৪) এবং একাদশ (২০১৩) ও দ্বাদশ শ্রেণির (২০১৪) পর বাকি থাকা নবম ও দশম শ্রেণির পাঠক্রমের আমূল পরিবর্তনের কাজ পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ শুরু করে দিল। ২০১৫'র শিক্ষাবর্ষে নবম শ্রেণির এবং ২০১৬'র শিক্ষাবর্ষে দশম শ্রেণির পাঠ্যসূচির আমূল বদল হয়ে সম্পূর্ণ নতুন চেহারা বই ছাত্রছাত্রীদের কাছে হাজির হবে। পর্ষদের লক্ষ্য মাধ্যমিক স্তরের পাঠক্রমকে আকর্ষণীয়, সময়োপযোগী ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরের পাঠক্রমের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ করে তোলার প্রচেষ্টা চালানো হবে।।

২০১১-য় বিদ্যালয় শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি 'বিশেষজ্ঞ কমিটি' (সিলেবাস কমিটি) গঠিত হয়। কমিটির সভাপতি অভীক মজুমদার জানান, নবম ও দশম শ্রেণির পাঠক্রমের বিষয়ে আমরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সঙ্গে প্রাথমিক আলোচনা হয়েছে। আপাতত পাঠক্রম তৈরি করে দেওয়ার কাজটাই আমরা করব। এদিকে গত ১২ মার্চ থেকে একাদশ শ্রেণির যে 'বার্ষিক পরীক্ষা-২০১৪' শুরু হয়েছে তা একাদশ শ্রেণির নয়া পাঠক্রম ও প্রশ্নপত্রের নতুন নম্বর বিভাজনের ভিত্তিতে পরীক্ষাগুলি ২৯ মার্চ পর্যন্ত চলবে।

অন্যদিকে দ্বাদশ শ্রেণির যে 'উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা ২০১৪' হচ্ছে তা সম্পূর্ণরূপে পুরাতন নিয়মরীতি মেনে হচ্ছে, যা এবারই শেষ বার। এদিকে আরেকটি নতুন সমস্যা উদ্ভূত হতে শুরু করেছে, মার্চ মাসের মধ্যেই একাদশ শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষা শেষ হচ্ছে। ফলস্বরূপ, এই ন'লক্ষের অধিক শিক্ষার্থী আগামী এপ্রিল মাস থেকে যে দ্বাদশ শ্রেণির পড়া শুরু করে দেবে তা কিন্তু ছাত্রছাত্রীরা করতে পারছে না কারণ, সংসদের মোট ৪৫টি বিষয়ের মধ্যে 'ল্যাঙ্গুয়েজ গ্রুপে'র ইংরেজি (ইএনজি-বি) ও সংস্কৃত (এসএসএসকে) এবং কমপালসরি অ্যান্ড অপশনাল ইলেকটিভ সাবজেক্ট মাত্র একটি 'পরিবেশ শিক্ষা' (ইএনভিএস) ছাড়া এই গ্রুপের ২৭টি বিষয়ের মধ্যে ২৬টি বিষয়ের দ্বাদশ শ্রেণির বই বাজারে প্রকাশ পায়নি এবং কবে বাজারে পাওয়া যাবে তারও কোনও দিনক্ষণ ঠিক নেই। বিক্রেতাদের বক্তব্য, প্রকাশিত হলে পাওয়া যাবে।

মহানগরীর পরিবেশ

দক্ষিণ শহরতলীর টালিগঞ্জ বেহালার নিকটবর্তী কবরডাঙা অঞ্চলের মাছ বাজারে জল নিকাশের কোনো নালা নেই। যেখানে বিক্রেতারা বসেন, তার পাশে ছোটো ছোটো সান ভাঙা নালি দিয়ে ঝাড়হাতে কোনোক্রমে বাজারের জল নিষ্কাশন করেন, অপরদিকে বাজার কালীতলা হাউসিং-এর নোংরা জল বিভিন্ন পাইপ লাইন বেয়ে আদি গঙ্গায় পড়ে দূষিত করে তুলছে সমগ্র অঞ্চল। যখন মহানগরী সাজানোর নানাপ্রকল্প নিচ্ছে, রাজ্য সরকার তখন শহরতলী মানুষের এই অসহায় অবস্থার চিত্র ধরা পড়েছে অরুণ লোধের ক্যামেরায়।

ক্ষতি মেটাবে রিলায়্যান্স

পুর সংবাদদাতা, কলকাতা: রিলায়্যান্স টেলিকম সংস্থার পোর-জি প্রকল্পের ভূগর্ভস্থ কেবল লাইন পাতার কাজ চলাকালীন অন্য কোনও সংস্থার কোনওরকম ক্ষয়ক্ষতি হলে তা মেটানোর দায়দায়িত্ব বর্তাবে ওই বেসরকারি মোবাইল সংস্থার ওপর। মেয়র পারিষদ অতীন ঘোষ জানিয়েছেন, কলকাতা পুরসভার সঙ্গে রিলায়্যান্স টেলিকম সংস্থার চুক্তিতেই বলা হয়েছে কেবল লাইন বসানোর সময় কোনও ক্ষয়ক্ষতি মেরামতির ব্যয় ওই টেলিকম সংস্থাই দেবে। প্রসঙ্গত, 'মাইক্রো টানেলিং' পদ্ধতিতে এই কেবল পাতা হচ্ছে।

বাওয়ালীতে চ্যালেঞ্জ ট্রফি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আলিপুর: গত ২ মার্চ নোদাখালী থানার অন্তর্গত বাওয়ালী ভারতী সংঘের মাঠে মানিকচন্দ্র বাড়ুই চ্যালেঞ্জ ট্রফির চূড়ান্ত পর্যায়ের ফুটবল খেলা হয। চূড়ান্ত পর্যায়ে অংশগ্রহণ করে বজবজ ফুটবল অ্যাকাডেমি ও আহ্বান সংঘ (বাটানগর)। বজবজ ফুটবল অ্যাকাডেমি ২-০ গোলে জয়লাভ করে। পুরস্কার বিতরণি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক অশোক দেব, মোহনবাগান জুনিয়র দলের কোচ অমিয় ঘোষ, জেলার জনস্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ ডাঃ তরুণ রায়, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি স্বপন রায়, ক্রীড়াপ্রেমী সুশীল বাড়ুই প্রমুখ। টুর্নামেন্ট সফল করার জন্য সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ভারতী সংঘের সভাপতি ও সম্পাদক যথাক্রমে হলধর দাস ও রবীন্দ্রনাথ রায়।

আগমনেই কলকাতাকে জয় করে নিলেন অনির্বাণ

ছবিঃ অভিমন্যু দাস

নিজস্ব প্রতিনিধি: গত ২৪ মার্চ কলকাতার জিডি বিড়লা সভাঘরে রিদম ইন্টারন্যাল সংস্থার উদ্যোগে প্রয়াত অখিল রায়চৌধুরীর স্মরণে তাঁর সুযোগ্য পুত্র প্রবাসী তবলা শিল্পী অনির্বাণ রায়চৌধুরী এক শাস্ত্রীয় সঙ্গীত জলসার আয়োজন করেন। পাঞ্জাব ঘরানার শিল্পী অনির্বাণ বর্তমানে আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়া শহরের বাসিন্দা। সেদিনই কলকাতায় প্রথম একক তবলা বাদ্য'র অনুষ্ঠান করেন অনির্বাণ। মুম্বাইয়ের ওস্তাদ আল্লারাখা খান ইন্সটিটিউটের প্রাক্তন ছাত্র অনির্বাণ একক অনুষ্ঠানে সেদিনের সভায় উপস্থিত সমস্ত দর্শককে মুগ্ধ করে দেয়। অনুষ্ঠানের সূচনা করেন বিলম্বত লয় তিনতাল দিয়ে। তাঁর প্রতিটি স্ট্রোকের মধ্যে ওস্তাদ জাকির হুসেনের ছোঁয়া অনুভব করা যায়। প্রসঙ্গত, উল্লেখ্য তবলা সম্রাট জাকির হুসেনের অন্যতম প্রিয় ছাত্র অনির্বাণ। তাই তাঁর বাজনায় সেই প্রভাব বার বার ধরা পড়েছে। তবে তা কখনই অনুকরণ মনে হয়নি। বরং একটা নিজস্ব স্টাইল ফুটে উঠেছে। অনুষ্ঠানে বেগম চক্রধরসহ তাঁর গুরু আল্লারাখার বেশকিছু অসাধারণ কম্পোজিশন পেশ করেন। অনুষ্ঠান শুনতে আসা আর এক বিখ্যাত তবলা শিল্পী পণ্ডিত সমর সাহাও অনির্বাণের বাজনায় মুগ্ধ হয়ে যান। সেদিন অনির্বাণকে সারেঙ্গীতে অসাধারণ সঙ্গত করেন আর এক তরুণ শিল্পী ওস্তাদ সাবির খান। তবলা ও সারেঙ্গীর যুগলবন্দী অনুষ্ঠানটিকে অন্যমাত্রা এনে দেয়।

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে প্রখ্যাত গায়িকা হৈমন্তী শুক্লা তাঁর অসামান্য গায়কী কণ্ঠে ঠুংরী, খেয়াল এবং পণ্ডিত রবিশঙ্করের সুরে দুটি রাগপ্রধান গান পরিবেশন করেন। শিল্পীকে হারমোনিয়ামে সঙ্গত দেন হিরন্ময় মিত্র, আর তবলায় সঙ্গত করেন অনির্বাণ।

অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে মাইহার ঘারানার শিল্পী পার্থসারথি'র সারদ বাদ্য দিয়ে শেষ হয়। পণ্ডিত রবিশঙ্করের সুযোগ্য শিষ্য পার্থসারথির রাগ ঝিনঝটি'র সুর সবাই মুগ্ধ করে দেয়।

তাঁকে তবলায় সঙ্গত দেন পণ্ডিত শুভঙ্কর ব্যানার্জি। সমগ্র অনুষ্ঠানটি অটিজম আক্রান্ত শিশুদের জন্য উৎসর্গ করা হয়।

লক্ষণ বহিষ্কারে বিপাকে তাঁর শিবিরের নেতৃবৃন্দ

নিজস্ব প্রতিনিধি: বৃহস্পতিবার রাত্রে প্রাক্তন সাংসদ তথা হলদিয়ার একদা মুকুটহীন সম্রাট ও ৪৪ বছরের পার্টি সদস্য লক্ষণ শেঠকে দল থেকে বহিষ্কার করল সিপিআই(এম) দলের রাজ্য নেতৃত্ব। তাদের বক্তব্য অনুযায়ী সিপিএমের গঠনতন্ত্রের ১৯ নম্বর ধারার ১৩ নম্বর উপধারা অনুযায়ী যেভাবে শ্রী শেঠকে বহিষ্কার করা হল তাতে আত্মপক্ষ সমর্থনের কোনও সুযোগ নেই। বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত শোনার পর লক্ষণ শেঠ প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন, তিনি পার্টির সদস্য পদ নবীকরণ না করিয়ে পার্টি ছেড়ে দিয়েছেন। এরপরে আর বহিষ্কারের কোনও মানে নেই। অপরদিকে উত্তরবঙ্গ সফররত সিপিএম রাজ্য সম্পাদক বিমান বসু বলেন, ব্যক্তি যখন নিজেকে দলের উর্ধ্বে ভাবতে শুরু করেছেন, তখন দলকে ছোট মনে করে ওই ব্যক্তি অনেক বিভ্রান্তিমূলক কথা বলে থাকে।

তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে বোঝাপড়ার ভিত্তিতে ইদানীং শ্রী শেঠ মুখ্যমন্ত্রীর প্রশংসা শুরু করেছিলেন কিনা এ বিষয়ে বিমান বসু কিছু বলতে অস্বীকার করেন। দলের রাজ্য সম্পাদক মণ্ডলীর তরফে যিনি পুর্ব মেদিনীপুরের দায়িত্বে রয়েছেন সেই রবীন দেবের বিরুদ্ধে বারবার দলের ওপর মহলে নালিশ করেছিলেন লক্ষণবাবু। এ বিষয়ে রবীন দেব এদিন কর্মী সভায় বলেছেন, দলীয় নেতৃত্বকে বিভিন্নভাবে আক্রমণ করার পরে তৃণমূল সরকারের মুখ্যমন্ত্রীকে নিয়ে যেসব মন্তব্য শ্রী শেঠ করেছেন তাতে পার্টির এতবড় রাজনৈতিক সংগ্রাম তুচ্ছ হয়ে যায়। অপরদিকে এই বহিষ্কার সম্পর্কে সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মণ্ডলীর তরফে বলা হয়েছে, পুর্ব মেদিনীপুরের পার্টি সংগঠনকে সুশৃঙ্খল ও সুসংগঠিত করার লক্ষ্যে রাজ্য কমিটি যখন সক্রিয় উদ্যোগ নিয়েছে সেই সময় গুরুতর পার্টি বিরোধী কার্যকলাপ ও পার্টি ভাবমূর্তিকে জনসমক্ষে হেয় করার কাজে লিপ্ত হয়েছেন ওই জেলার জেলা কমিটি ও জেলা সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য লক্ষণ শেঠ। এই অভিযোগে তাঁকে বহিষ্কার করা হল।

অপরদিকে লক্ষণ বহিষ্কারের ফলে উদ্ভুত পরিস্থিতিতে বিপাকে পড়ে একদা লক্ষণ শিবিরের নেতারা অনেকেই পিঠ বাঁচাতে তাঁর বিরুদ্ধে বিবৃতি দিতে শুরু করেছেন। সিপিএমের সর্বভারতীয় পর্যায়ে বাঙালি নেতাদের বক্তব্য সিপিএম থেকে কাউকে বহিষ্কারের পরে সেই নেতা দলের সমালোচনা করছেন বলে সংবাদমাধ্যমে কয়েকদিন গুরুত্ব পান। কিন্তু এরপরে তাঁর কথার আর কোনও গুরুত্ব থাকে না।

বিদেশি তথ্যচিত্রে নেতাজীর 'ভাইঝি' ও 'ভাইপো'

একের পাতার পর

কয়েকবছর আগে জার্মানীতে দুই জার্মান তথ্যচিত্র পরিচালক-অ্যানজা ফ্রেহফ ও থমাস উলম্যান নেতাজীর সমসাময়িক ও সংশ্লিষ্ট নানা ব্যক্তির সাক্ষাৎকার নিয়েছেন। নির্মাণ করেছেন 'সুভাষচন্দ্র বোস-বিটুইন গান্ধী অ্যান্ড হিটলার'। জার্মান ও ইংরাজী ভাষায় ছবিটিতে প্রাক্তন তৃণমূল সাংসদ কৃষ্ণাবসু ও যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী সুগত বসুর সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে। তাঁদের ছবির তলায় তাঁদের পরিচয় দেওয়া হয়েছে যথাক্রমে নিস্ অর্থাৎ ভাইঝি, ও নেফেউ অর্থাৎ ভাইপো। ছবির কৃতজ্ঞতা স্বীকারে নেতাজী রিসার্চ ব্যুরোসহ অ্যানিটা পাফ প্রমুখের নাম আছে। তথ্যচিত্রটি ইউরোপ ব্রিটেনে সীমাবদ্ধ থাকলে হয়ত মিথ্যাচারটি প্রচারে আসত না। যদি না এ দেশের এক ইংরাজি বই প্রকাশন সংস্থা 'জয়কো পাবলিশিং হাউস' ব্রিটিশ লেখক হিউটয়ের বিখ্যাত বই 'সুভাষ বোস দ্য স্প্রিংগিং টাইগার' বইটির সঙ্গে জার্মান তথ্যচিত্রের সিডি ফ্রি-তে দিত। তথ্যচিত্রে একাধিক জার্মান সেনার সাক্ষাৎকার রয়েছে। অ্যানিটা পাফ, কৃষ্ণা বসু ও সুগত বসু নেতাজী সম্পর্কে যে ধরনের প্রচার করে থাকেন সেই গতানুগতিক ধারাতেই বক্তব্য রেখে গিয়েছেন।

ভারতের বাজারে ওই বই ও তথচিত্র ছড়িয়ে গিয়েছে। আজ পর্যন্ত মাননীয় প্রাক্তন সাংসদ কিংবা তাঁর পুত্র তাঁদের মিথ্যা পরিচয় নিয়ে সরব হয়েছেন বলে জানা যায় না। জানা যায় না ওই ছবিটি ভারতে সেনসর সার্টিফিকেট পেয়েছে কিনা। অতীতে গ্রানাডা টেলিভিশন কোম্পানী নেতাজী রিসার্চ ব্যুরোর সহযোগিতায় একটি বিতর্কিত নেতাজী তথ্যচিত্র তৈরি করেছিলেন। সেই সময় ওই ছবিটি নিয়ে বসু বাড়িতে আপত্তির ঝড় উঠেছিল এবং দেশজুড়ে প্রতিবাদ হয়েছিল। বিপাকে পড়ে তৎকালীন নেতাজী রিসার্চ ব্যুরোর ডিরেক্টর শিশির বসু ও তাঁর স্ত্রী কৃষ্ণা বসু গ্রানাডা টেলিভিশন কোম্পানীর ঘাড়ে দোষ চাপান যদিও তথ্যচিত্রটির পরিচালক জানিয়ে ছিলেন যে, তারা সম্পূর্ণ স্ক্রিপ্ট শিশির বসুদের দেখিয়ে নিয়েছিলেন।

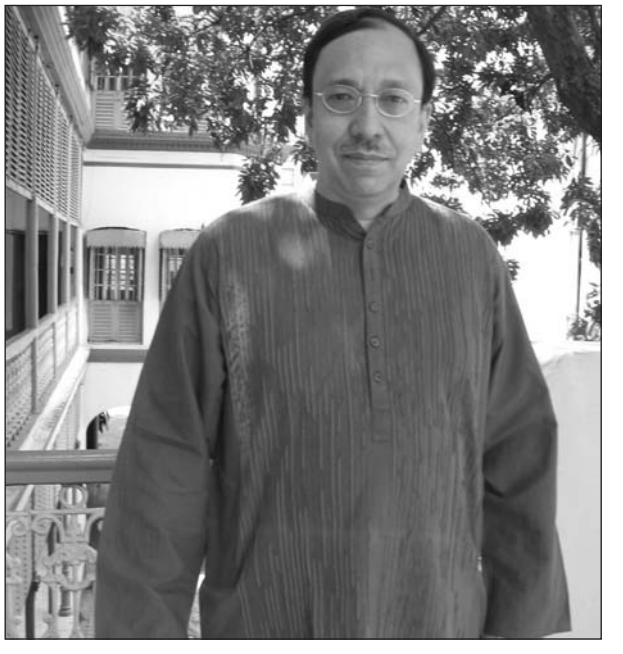

যাদবপুর কেন্দ্রে তৃণমূল প্রার্থী হওয়ার পর আর প্রেসিডেন্সি কলেজের মেন্টর থাকতে পারবেন কিনা নৈতিকতার এই প্রশ্নে ২৮ মার্চ কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের গণভোটে সুগত বসু পরাজিত হয়েছেন প্রায় ৯০০ ভোটে।

এবছর রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী রাজ্য রাজধানী শহর কলকাতার বুক থেকে ঐতিহ্যবাহী সর্বদলীয় নেতাজীর জন্মদিনের অনুষ্ঠান তুলে নিয়ে চলে গেলেন দার্জিলিং-এর ম্যালে। সঙ্গে টলিউডের একঝাঁক শিল্পী আর সুগত বসু ও তার ভাই সুমন্ত বসু। নেতাজী জয়ন্তীর বক্তৃতার শুরুতেই মুখ্যমন্ত্রী সুগত ও সুমন্ত'র পরিচয় দিলেন নেতাজীর ভ্রাতুষ্পুত্র বলে। রাজ্যের মানুষ সরাসরি যে অনুষ্ঠান দেখেছেন। এখনও ইন্টারনেটের ইউটিউবে সে বক্তৃতা ধরা আছে। সৌজন্যের খাতিরে সেদিনও সুগত তাঁর সঠিক আত্মপরিচয়টি দেননি কিংবা মুখ্যমন্ত্রী এই সরকারি অনুষ্ঠানের কোনও সংশোধনীমূলক বক্তব্য সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইটে দেননি।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা ঃ ৪৮ বর্ষ, ২৩ সংখ্যা, ২৯ মার্চ-৪ এপ্রিল, ২০১৪

‘নক্ষত্র’রা সাধারণ মানুষের পাশে থাকবেন ?

ভোট ময়দানে এবার নক্ষত্রের রমরমা। প্রত্যেক বছরই অবশ্য শিল্পী, শিল্পপতি, নায়ক, গায়ক, কোটিপতিরা দেশসেবার সুযোগ নিতে আসরে নামেন। বলা ভাল রাজনৈতিক দলগুলি বহুসময়ই নিজেদের গোষ্ঠী রাজনীতি আটকাতে কিংবা নক্ষত্রদের অর্থ অথবা জনপ্রিয়তাকে মূলধন করে আসন সংখ্যা বাড়াতে চায়। বহু ক্ষেত্রে অনেকসময় সফল হন কিংবা হরিয়ে যান তাঁরা। অতীতে রাজনীতিবিদ বহুগুণাকে হারিয়ে ছিলেন রাজীব সুহৃদ অমিতাভ বচ্চন। আজ বচ্চন পরিবারের অবস্থান সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুতে।

গণতান্ত্রিক ভারতে জনপ্রতিনিধি হওয়া কিংবা না হওয়া এক দিকে যেমন নির্বাচক মণ্ডলী অন্যদিকে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ওপর নির্ভর করে। সফল জনপ্রতিনিধি হওয়াটা নির্ভর করে মানুষের সময়ে-অসময়ে সুখে-দুঃখে তিনি কতটা ভরসা দিতে পারেন কিংবা উন্নয়নমূলক কাজের খতিয়ান-এর ওপর। বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে ভোটে জেতা নক্ষত্র প্রার্থীরা বাস্তব কারণেই সরাসরি জনসংযোগ হারিয়ে ফেলেন। রাজনৈতিক কর্মীরাই ক্ষমতার ভরকেন্দ্র হয়ে দাঁড়ান। দলতন্ত্রের চাপে জনগণ বহুক্ষেত্রেই বঞ্চিত হন। পরের বারে নক্ষত্র প্রার্থীর প্রচার দেখতে ভিড় জমালেও পুনরায় জয়ী করার ব্যাপারে নির্বাচকমণ্ডলী আর রাজি হয় না। নক্ষত্রদের ভোটারদের পাশে আমৃত্যু থাকার প্রতিশ্রুতি হাওয়ায় মিলিয়ে যায়। বহু কোটিপতি প্রার্থী নক্ষত্রের মতোই আমআদমি জনতার কাছাকাছি আসেন ভোটের তাগিদে। এবারে এইসব কোটিপতি প্রার্থীদের এবং তাঁদের পরিবারের ধনদৌলত, দামি গাড়ি, দামি ঘড়ির সংখ্যা রীতিমতো চর্চার বিষয় হয়েছে। নির্বাচন কমিশনের কাছে পেশ করা সরকারি তথ্য প্রার্থীদের বিপুল সম্পত্তির হদিশ দেয়। তখন মনে হয় ভারতবর্ষ ধনীদের দেশ। অশিক্ষা, বুভুক্ষ, বেকারত্বের ভারতবর্ষ সেখানে অধরা। অন্যদিকে গুণী অভিনেতা, খেলোয়াড় প্রবাসী অধ্যাপক, তাঁরা স্বক্ষেত্রে পারদর্শীতা দেখালেও মানুষের সুখ-দুঃখের পাশে কতটা বাস্তবভাবে থাকতে পারবেন ? সিনেমায় নাটকে ডায়লগ বলা কিংবা অভিনয় করা নিশ্চয়ই শক্ত কাজ, ফুটবল-ক্রিকেট কিংবা সাঁতারে পদক পাবার মতোই। বিদেশে লেখাপড়া, বিদেশে চাকরি, বিদেশে পরিবার নিয়ে চরম আর্থিক স্বচ্ছলতা ও বিদেশি ভাবধারায় পুষ্ট কোনও ব্যক্তি বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচডি নিলেই ভারতবর্ষের তৃণমূল স্তরের মানুষের সুখ-দুঃখের সঙ্গী হতে পারবেন এমনটা অতিবড় সমর্থকও মনে করেন না।

অন্যদিকে যে কোনও রাজনৈতিক দলের রাজনৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তির পক্ষে জনসেবা, জনসংযোগ, জনগণের মন বোঝার ক্ষমতা অনেক বেশি। জনপ্রতিনিধি হলে তাঁর দায়িত্ব অনেক বেড়ে যায়। তিনি তখন শুধু তাঁর দলের নন, সবার। এই ভাব ভাবনা নিয়েই প্রার্থী ও জনপ্রতিনিধি নির্বাচন করা উচিৎ নইলে নির্বাচনের পর দিনের আলোর গভীরে নক্ষত্রদের আর দেখা পাওয়া সম্ভব হয় না।

অমৃতকথা

২০৫। মাখন তৈরি করে জলের হাঁড়িতে রাখলে ভাল থাকবে, কিন্তু দইয়ের হাঁড়িতে রাখলে ভ্যাস ভ্যাস করবে। সিদ্ধ হয়ে সংসারের ভেতর থাকলে কিছু ময়লা লাগতে পারে, কিন্তু বাইরে থাকলে নির্মল থাকবে।

২০৬। ‘কজ্জল কি ঘরমে যেত্তা সেয়ান হোয়ে,
থোড়া বুঁদ লাগে পর লাগে।
যুবতী কি সাতমে যেত্তা সিয়ান হোয়ে,
থোড়া কাম জাকে পর জাগে।’
কালীর ঘরে যতো সাবধানে থাকো না কেন গায়ে দাগ লাগবেই লাগবে। যুবতীর কাছে অতি সাবধান হয়ে থাকলেও কিছু না কিছু কাম জাগবেই জাগবে।

২০৭। এক সন্ন্যাসীর সঙ্গে এক ব্রাহ্মণের দেখা হয়। সংসার ও ধর্ম সম্বন্ধে নানা কথার পর সন্ন্যাসী ব্রাহ্মণকে বললেন, ‘দেখ বাবা! কেউ কারো নয়’ ব্রাহ্মণ কিছুতেই বিশ্বাস করবে না। যে স্ত্রী, ছেলে, বাপ, মার জন্য সে দিনরাত খেটে মরছে, তারা যে কেউ নয় সে কেমন করে বিশ্বাস করে। ব্রাহ্মণ বললে, ‘ঠাকুর আমার সামান্য মাথা ধরলে যে মা অস্থির হয়ে পড়ে আমাকে বিপদ থেকে রক্ষা করবার জন্য, আমাকে সুখে রাখবার জন্যে যারা প্রাণ দিতে রাজি, তারা কি আমার কেউ নয় ?’

শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণপরমহংসদেব

পশ্চিমবাংলায় বিজেপি’র মৃদু-মন্দ বাতাস বইতে শুরু করেছে

হিমাংশু চট্টোপাধ্যায়

নির্বাচনী প্রচারে পি সি সরকার (জুনিয়র) সঙ্গে কন্যা মুমতাজ।

লোকসভা নির্বাচন যতই এগিয়ে আসছে রাজ্যে বিজেপি’র মৃদুমন্দ হাওয়া ততই বইতে শুরু করেছে। বিজেপি’র প্রভাব এ-রাজ্যে ৩-৪ শতাংশের বেশি নয়। তার কারণ, নির্বাচনের সময় ছাড়া পশ্চিমবঙ্গে তাদের সভা-সমাবেশ চোখে পড়ে না বললেই চলে। একসময় এই রাজ্যে বিজেপি’র দায়িত্বে যখন তপন শিকদার ছিলেন, তখন দলের বেশ কিছু বাড়বাড়ন্ত হয়েছিল। এমনকী এ-রাজ্য থেকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় দু’জন প্রতিনিধিত্বও করেছিলেন। সেই সময় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হিসেবে তপন শিকদার অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজও করেছিলেন ও দমদমে তাঁর লোকসভার কেন্দ্রে অনেক উন্নয়নমূলক কাজে নিজেকে সামিল করেছিলেন। কিন্তু তারপর বিজেপি’র তেমন কোনও কার্যকলাপ চোখে পড়েনি। মাস পাঁচেক আগে দিল্লি যাওয়ার সময় বিমানে পাশের আসনে বসে থাকা রাহুল সিনহার (বর্তমান বিজেপি’র রাজ্য সভাপতি) সঙ্গে রাজনীতি নিয়ে কিছু কথা হয়। তখনও পর্যন্ত রাহুল সিনহা সঠিকভাবে বলতে পারেননি, এবারের লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি’র নেতৃত্বের ব্যাটন কার হাতে থাকবে। পাশাপাশি লক্ষ্য করা গিয়েছে, পঞ্চায়েত বা পৌরসভাগুলির নির্বাচনগুলিতে বিজেপিকে সর্বশক্তি দিয়ে লড়াই করতে, কিন্তু ফল তাদের পক্ষে তেমন আশানুরূপ হয়নি। এমনকী হাওড়া লোকসভার উপনির্বাচনে প্রার্থী ঘোষণা করার পরেও বিজেপি নির্বাচনী যুদ্ধের আসর থেকে নিজেদের বিরত রাখে।

কিন্তু সমস্যা হয়েছে, দিল্লির বিজেপি’র মতো এ-রাজ্যের সর্বত্র তাদের অন্তর্দ্বন্দ্ব বিশেষভাবে চোখে পড়ছে। যেমন, ধরা যাক বারাসত কেন্দ্রের কথা। এবার সেখানে বিজেপি’র প্রার্থী হয়েছে প্রখ্যাত জাদুকর পি.সি. সরকার (জুনিয়র)। গত রবিবার তিনি তাঁর কেন্দ্রের একাংশে অর্থাৎ লেকটাউন এলাকায় যখন প্রচারে গিয়েছিলেন তখনই বিজেপি’র গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব বিশেষভাবে চোখে পড়েছে। খোঁজ নিয়ে জানা গিয়েছে, যাঁরা এই মুহূর্তে বিজেপি’র হয়ে নির্বাচনী কাজ করছেন তাঁদের অনেকেরই এই দলের সঙ্গে এত দিন কোনও সম্পর্ক ছিল না। কিছুটা হাওয়ায় হাওয়ায়, আবার কিছু পাওয়ার লোভে তাঁরা বিজেপি’র সঙ্গ নিয়েছেন। অর্থাৎ এঁদের দীর্ঘদিনের কোনও রাজনৈতিক পরিচিতি নেই। সেই অর্থে দেখলে বিচার করতে অসুবিধা হয় না যে, লোকসভা নির্বাচনের মতো এত বড় রাজনৈতিক ক্রীড়াঙ্গণে জয়ী হওয়ার মতো সংগতি তাঁদের কোনও কেন্দ্রেই নেই। কারণ, একই। মজবুত সংগঠনের অভাব অর্থাৎ বছরভর মানুষের সঙ্গে সংগঠনের পক্ষে কোনও যোগাযোগের সূত্র তৈরি না করা।

পক্ষান্তরে, তৃণমূল কংগ্রেস লোকসভা নির্বাচনের প্রস্তুতি হিসেবে প্রতিনিয়ত কার্যকলাপ জারি রেখেছে। একসময় মনে হয়েছিল, আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের পরে তৃণমূল কংগ্রেস হয়ত বিজেপি’র সঙ্গ নিতে পারে। কিন্তু তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিজেপি-কংগ্রেস-সিপিআই(এম)-এর সঙ্গে সমদূরত্ব বজায় রাখার কথা নির্দ্বিধায় ঘোষণা করেছেন।

প্রচারের প্রভাবে মানুষ বুঝতে পেরেছেন, কংগ্রেস তাদের গ্রহণযোগ্যতা অনেকটাই হারিয়ে ফেলেছে। সেই জন্যই হয়ত নরেন্দ্র মোদি’র নেতৃত্বে কেন্দ্রে বিজেপিই ক্ষমতায় আসবে। সেই সুবাদে পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি’র কোনও সংগঠন প্রায় না থাকা সত্ত্বেও লোকসভার বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদের পক্ষে মৃদু মন্দ বাতাস বইতে শুরু করেছে। তৃণমূল কংগ্রেসের স্টাইলে তারাও অনেকগুলি কেন্দ্রে জাদুকর পি.সি. সরকার (জুনিয়র), গায়ক বাপী লাহিড়ি ও বাবুল সুপ্রিয়’র মতো অতি পরিচিত তারকাকে প্রার্থী করে কিছুটা লড়াই জমিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছেন। একদা পূর্ববাংলা থেকে আসা অনেক মানুষদের ক্ষোভ রয়েছে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর। তারা বিভিন্ন নির্বাচনের সময় সুযোগ পেলেই সংখ্যালঘু প্রার্থী বা তাদের সমর্থকদের ভোট দেননি। কিন্তু তার প্রতিফলন এ-রাজ্যের তেমনভাবে চোখে পড়েনি। এবারে কিন্তু প্রেক্ষিতটা কিছুটা ভিন্ন বলেই মনে হচ্ছে। একথাও সত্যি, আসন্ন নির্বাচনে সিপিআই(এম) এবং কংগ্রেসকে অনেক কেন্দ্রে প্রায় খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। সেক্ষেত্রে প্রধান প্রতিপক্ষ হয়ে উঠতে পারে বিজেপি। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে নির্বাচনী বৈতরণী পার হতে হলে চাই মজবুত সংগঠন, যা এই মুহূর্তে একমাত্র রয়েছে তৃণমূল কংগ্রেসের। তা সত্ত্বেও তৃণমূল কংগ্রেসের বিকল্প হিসেবে বিজেপি’র প্রাধান্যই চোখে পড়ছে। যে পশ্চিমবঙ্গ একসময় ধর্মনিরপেক্ষ মানসিকতায় বিশ্বাস করত, তারা রাতারাতি দক্ষিণপন্থী রাজনীতির প্রতি আকৃষ্ট হবেন, এ-কথা ভাবা বোধ হয় পুরোপুরি সঙ্গত হবে না। তা সত্ত্বেও মোদি হাওয়ার মৃদুমন্দ বাতাস পশ্চিমবঙ্গের কোনও কোনও প্রান্তে যে বইতে শুরু করেছে তা হলপ করে বলা যায়। তবে তা থেকে যে কালবৈশাখী হবে না, একথাও দায়িত্ব নিয়ে বলা যেতেই পারে।

মোদি হাওয়ার মৃদুমন্দ বাতাস পশ্চিমবঙ্গের কোনও কোনও প্রান্তে যে বইতে শুরু করেছে তা হলপ করে বলা যায়। তবে তা থেকে যে কালবৈশাখী হবে না, একথাও দায়িত্ব নিয়ে বলা যেতেই পারে।

ছবির টানে পথের পানে

শ্রী তাপস: ভাল পেইন্টিং দেখবার জন্য একশ্রেণী ছবিপ্রেমী মানুষ প্রায়ই ভিড় করেন শহরে কোন না কোন প্রদর্শনী কক্ষে। কিন্তু একেবারে শহরে ব্যস্ত মোড়ে সবধরনের চিত্রপ্রিয় মানুষের জন্য একটি খোলা হাওয়ার প্রদর্শনী করার সাহস দেখার বুঝি একমাত্র ‘অচিন পটুয়া’। না হলে কালিঘাট মেট্রো স্টেশনের চারটি সাবওয়ে গেটে এত পথচলতি মানুষ খুঁজে পেত না তার মনের মতো ছবিগুলির খোঁজ। প্রতিবছর শীত পড়তেই বেশকিছু মানুষ তাই অপেক্ষা করে শিল্পী ও শিল্পের চলন্ত পদাবলীর জন্য।

দক্ষিণ ২৪ পরগণায় পোলিও দিবস

নিজস্ব প্রতিনিধি: আগামী ৬ এপ্রিল ২০১৪ তারিখে জাতীয় পালস পোলিও দিবস উপলক্ষ্যে জেলা সমাহর্তার পক্ষ থেকে সমস্ত শিশু সন্তানের বাবা-মায়েদের অনুরোধ করা হচ্ছে, তারা যেন সদ্যজাত থেকে পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত সমস্ত শিশুকে পোলিও টিকা খাওয়ানোর জন্য স্টেশন সংলগ্ন পোলিও বুথে ৬ এপ্রিল ২০১৪ থেকে ৯ এপ্রিলের মধ্যে টীকাকরণের জন্য নিয়ে আসেন।

গ্রাহক হোন

আলিপুর বার্তার গ্রাহক হতে ইচ্ছুক ব্যক্তিরা সত্বর যোগাযোগ করুন আলিপুর বার্তা দপ্তরে।

৮০১৩৫২৩০৯৫

আপনিই রিপোর্টার

পাঠকেরা আপনাদের অঞ্চলের বিভিন্ন সমস্যা, সামাজিক উন্নতি-অবনতির খবর ও উল্লেখযোগ্য দর্শনীয় স্থানের কথা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের খবর আমাদের জানান। প্রয়োজনে আমাদের রিপোর্টার আপনাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে ওই অঞ্চল বা ওই সমস্যার ওপরে আলোকপাত করবেন। যোগাযোগ করুন - ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা- ২৭। ইমেলও করতে পারেন alipur_barta@yahoo.co.in, alipurbarta1966@gmail.com আমাদের ফেসবুকেও মেসেজ পাঠাতে পারেন।

রাজ্য রাজনীতি

রাহুলকে বসন্তের কোকিল বললেন মমতা

উত্তরবঙ্গের কর্মিসভায় নাম না করে রাহুল গান্ধীকে 'বসন্তের কোকিল' বললেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার তৃণমূলনেত্রীর সভার কয়েক ঘণ্টা আগে ডুয়ার্সের জুরান্তিতে সভা করেন রাহুল গান্ধী। তিনি বলেন, রাস্তা, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসহ বিভিন্নখাতে রাজ্যকে পরিষেবা দেওয়া হলেও সাধারণ মানুষ পরিষেবা পাচ্ছেন না। এর কিছুক্ষণ পরে নকশাল বাড়ির জনসভায় চাঁচাছোলা ভাষায় রাহুল গান্ধীর উদ্দেশে তৃণমূল সুপ্রিমো বলেন, অযোগ্য কারও নাম মুখে আনতেও লজ্জা হয়। এরা সব লাট সাহেব। বসন্তের কোকিল ভোটের বসন্তকাল এলেই কুহু কুহু করে ডাকে। জমিদার ঘরের ছেলেমেয়ে। দুঃখ কাকে বলে জানে না। গরিবের কথা এরা ভাবতেও পারে না। কোনওদিন মানুষের হয়ে কাজ করেনি। কোন খাতে টাকা দেওয়া হয় জানে না। কীভাবে সেই টাকা খরচ করা হয় তাও জানে না। এখন এইসব ভুঁইফোঁড়রা ভোটের বাজার গরম করার জন্য মিথ্যে ভাষণ দিচ্ছে। রাহুল গান্ধীকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়ে মমতা বলেন, ওঁর সব অভিযোগ মিথ্যে। কেন্দ্র আমাদের ৮৭, ২৮৩ কোটি টাকা কেটে নিয়েছে। বঞ্চিত করছে বাংলাকে। কেন্দ্রের অধীনে রয়েছে জাতীয় সড়ক। তার জন্য টেন্ডার করা হয়েছে, অথচ কেন্দ্র কোনও টাকা দেয়নি। খাদ্য সুরক্ষা বিল পাশ করা হয়েছে। অথচ এইখাতে কোনও টাকা বরাদ্দ হয়নি।

নীল জিন্সের প্যান্ট আর সাদা কুর্তি পরে মঙ্গলবার বেলা বারোটা নাগাদ রাহুল গান্ধী পৌঁছে যান সভাস্থলে তিনি দাবি করেন, কংগ্রেসই পশ্চিমবঙ্গে প্রকৃত পরিবর্তন আনতে পারে। কেন্দ্রের উন্নয়নমূলক প্রকল্পের টাকা মানুষের কাছে পৌঁছায় না। এই অভিযোগ করে রাহুল দাবি করেন, মনে রাখবেন ওটা মানুষের টাকা। বাংলার বিধায়ক বা মন্ত্রীদের নয়। সেই টাকা যাতে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছায়, তা নিশ্চিত করার জন্য কেন্দ্রে কংগ্রেস সরকারের প্রয়োজন। কিন্তু ঝড়বৃষ্টিতে লণ্ডভণ্ড হয়ে যায় ময়দান। জল থইথই সভাস্থলে ঘেরা সামিয়ানা ছিঁড়ে ফর্দাফাই হয়ে যায়। মঞ্চের কাঠামো ভেঙে ঝুলছিল। সেই কাদা জল ঠেলেই মঙ্গলবার বিকেলে কংগ্রেস কর্মীসমর্থকদের সঙ্গে হাত মেলান রাহুল গান্ধী। ঘটনাচক্রে এদিন শহিদ মিনার ময়দানের সভাস্থলে বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। মাইক চালু হলে তা থেকে বিদুৎপৃষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়। তাই রাহুলকে ভাষণ দেওয়ার অনুমতি দেয়নি এসপিজি। শহীদ মিনার ময়দানে তাঁর থাকার কথা ছিল ঘণ্টাখানেক। কিন্তু তিনি সর্বসাকুল্যে ছিলেন পাঁচ মিনিট। জানা গিয়েছে, নির্বাচনের আগে আর একবার কলকাতায় সভা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন জাতীয় কংগ্রেসের সহ-সভাপতি রাহুল গান্ধী।

প্রতিপক্ষের বাড়ি গিয়ে দেবের সন্তোষ

একটা সময় মনে হয়েছিল, তিনি বোধহয় আর এলেন না। মঙ্গলবার

ঘাটাল কেন্দ্রের সিপিআই(এম) প্রার্থী সন্তোষ রানার বাড়িতে গিয়ে চা খাওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী দীপক অধিকারী ওরফে দেব। একসময় তিনি ফোন করে এবং এসএমএস-এর মাধ্যমে সন্তোষবাবুকে জানান, তিনি বোধহয় কাজের চাপে তাঁর বাড়িতে আসতে পারবেন না। কিন্তু রাত পৌনে এগারোটা নাগাদ দেব পৌঁছে যান সন্তোষ রানার বাড়িতে। আগে থেকেই সন্তোষবাবু'র স্ত্রী ভারতীদেবী প্রিয় নায়কের জন্য বিস্কুট, ভুজিয়া, নোনতাসহ বিভিন্ন ধরনের মিষ্টির ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। সন্তোষ রানার বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে দেব বলেন, শ্যুটিংয়ের প্রচণ্ড ব্যস্ততা ছিল। তাই একসময় মনে হয়েছিল যেতে পারব না। কিন্তু মনটা খচখচ করছিল। তাই রাত হলেও এসেছি। সন্তোষবাবু দেবকে বলেন, তুমি যুব সমাজের প্রতিনিধি। কেশপুরের অবস্থার দিকে একটু নজর রেখো। রাবড়ি, হালুয়া কয়েকধরনের মিষ্টি ও চা খাওয়ার পর দেব বলেন, ওঁদের সঙ্গে কথা বলে আমার খুব ভাল লেগেছে। সারা রাজ্যে যখন একজন নেতা বা নেত্রী, একে অপরের বিরুদ্ধে কাদা ছোঁড়াছুড়ি করছেন, তখন দুই প্রতিপক্ষ দলের পঁয়ত্রিশ মিনিটের এই সৌজন্য সাক্ষাৎকার অবশ্যই বিরল দৃষ্টান্ত হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে।

''রাজ্যে লড়াই হবে তৃণমূল ও বিজেপির মধ্যে''

গতিপ্রকৃতি দেখে মনে হচ্ছে, আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে রাজ্যে মূলত লড়াই হবে তৃণমূল কংগ্রেস এবং বিজেপি'র মধ্যে - কথাগুলি বলেছেন পশ্চিমবঙ্গের জনতা দল (ইউনাইটেড)-এর সভাপতি অমিতাভ দত্ত। তিনি বলেছেন, তাদের দল এই রাজ্যের ছ'টি লোকসভা কেন্দ্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। কেন্দ্রগুলি হল - আসানসোল, বীরভূম, মালদহ উত্তর, ব্যারাকপুর, হাওড়া এবং উত্তর কলকাতা। এর মধ্যে অনেকগুলি ক্ষেত্রে তাদের দলের প্রার্থীদের ভোট, ওই কেন্দ্রের নির্ণায়ক শক্তি হিসেবে গণ্য হতে পারে।

এন ডি এ থেকে তাদের দলের বেরিয়ে আসার

বিষয়ে কোনও ব্যক্তি 'ফ্যাক্টর' কাজ করেনি। এর কারণ হল, এগিয়ে চলার পদ্ধতি। একসময় যখন কেন্দ্রে বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন তখন বিজেপি সমর্থন করেছিল। গত ৭ বছর বিহারে জনতা দল (ইউনাইটেড)-এর সরকারকে সমর্থন দেওয়ার পর যখন বিজেপি ও আমাদের মধ্যে বিচ্ছেদ হয়ে যায়, তখনই আশ্চর্যজনকভাবে সেখানে একটি স্কুলে মিড-ডে মিলের খাবার খেয়ে অনেক শিশুর মৃত্যু ঘটে। বুদ্ধগয়ায় নাশকতামূলক কার্যকলাপ চোখে পড়ে। বলাবাহুল্য, অনেকে এই ধরনের ঘটনাকে চক্রান্ত হিসেবে চিহ্নিত করেন। তাই হয়ত সেই পুরনো বন্ধুত্বে এখন অনেকটাই চিড় ধরেছে।

নরেন্দ্র মোদি প্রধানমন্ত্রী হলে দেশের অর্থনীতি কোন দিকে যেতে পারে এ প্রশ্নের উত্তরে অমিতাভবাবু বলেন, গতিপ্রকৃতি দেখে মনে হয়, পুরো অর্থনীতিটাই ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার আওতায় চলে আসতে পারে। তাই বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ কুমার এবং আমাদের দল বাধ্য হয়েই এনডিএ থেকে সরে আসার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আমরা সবাই জয়প্রকাশ নারায়ণের মতাদর্শে বিশ্বাস করি। তাই নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদেই দল এই পদক্ষেপ গ্রহণ

করেছে। পশ্চিমবাংলায় অবশ্যই সুবিধেজনক অবস্থায় রয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। তাদের মধ্যে আবেগ আছে। কিন্তু রূঢ় বাস্তবকে তারা এখনও বুঝতে পারছে না। তাছাড়া ভোট কাটাকাটি হলে তৃণমূল কংগ্রেস যে কিছুটা সমস্যার সম্মুখীন হবে, একথা হলপ করে বলা যায়। এখনও পর্যন্ত সামগ্রিক পরিস্থিতি বিচার করে বলা যায়, রাজ্যের অনেক কেন্দ্রেই লড়াই হবে তৃণমূল কংগ্রেস ও বিজেপি'র মধ্যে। তৃতীয় বা চতুর্থ স্থানে চলে যেতে পারে সিপিআই(এম) ও কংগ্রেস। ■*নারদ গায়েন*

বুদ্ধদেব-রেজ্জাকের বিবৃতির লড়াই

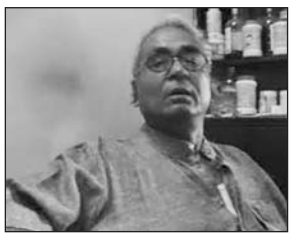

রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য এক সাক্ষাৎকারে সংবাদ সংস্থা পিটিআইকে বলেছেন, রেজ্জাক মোল্লাকে দল থেকে বহিষ্কার করার পর তার কোনও প্রভাব পড়বে না। কারণ, দলে এখন শুদ্ধিকরণ চলছে। তিনি আরও বলেছেন, শাসক দলের জনপ্রিয়তার সঙ্গে আমাদের ফারাক ক্রমেই কমছে। কারণ, গত তিন বছরে এ-রাজ্যে কোনও শিল্প আসেনি। অন্যদিকে রেজ্জাক মোল্লা বলেছেন, হলদিয়ার প্রাক্তন সাংসদ লক্ষণ শেঠের কাছে দলের অনেক নেতা টাকা নিয়েছেন বলেই তাঁকে তাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে না।

এই ধরনের বাদানুবাদে সিপিআই(এম)-এর বর্তমান এবং প্রাক্তন নেতারা জড়িয়ে পড়ায় এক অভূতপূর্ব পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে।

রাস্তায় সাইকেল বন্ধ কমানো নিয়ে বিতর্ক

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা: কলকাতা পুলিশের তরফে লালাবাজারের কর্তারা অনেকদিন আগেই কলকাতার বেশকিছু রাস্তা সঙ্কীর্ণ হওয়ায় ১৭৪টি রাস্তায় সাইকেল, সাইকেল ভ্যান, রিকশা ও ঠেলাগাড়ি চলাচল নিষিদ্ধ করেছিল। কিন্তু সম্প্রতি কলকাতা পুলিশ এক নির্দেশিকা জারি করে জানায় ১৭৪টি রাস্তায় কেবল রিকশা সাইকেল-ভ্যান ও ঠেলাগাড়ি চলাচল বন্ধ থাকবে। কিন্তু সাইকেল চালানো বন্ধ থাকবে ৬২টি রাস্তায়। এদিকে পরিবেশকর্মী সুভাষ দত্ত কলকাতার রাজপথে সাইকেল চলাচলের বিরুদ্ধে। তাঁর বক্তব্য রাজপথে সাইকেল চলছে মোটরগাড়ি আস্তে চলবে, ফলে গাড়ি থেকে ধোঁয়া নিঃসরণ বেশি হবে।

জেল হেফাজত

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং: গত ২০ মার্চ ডায়মণ্ড হারবার থানার নারায়ণথানা গ্রামে এক গৃহবধূকে বাজারে যাওয়ার সময় তিন মদ্যপ দুষ্কৃতী তুলে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণের চেষ্টা করে। ওই বধূর দায়ের করা অভিযোগের ভিত্তিতে প্রথম জলিলউদ্দিন দফতরী পরে আতিয়ার রহমান ও আজগার দফতরীকে গ্রেফতার করে পুলিশ মহকুমা আদালতে তোলে। জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আবারু রবীন্দ্রনাথ বলেন, শ্লীলতাহানি ও ধর্ষণের অভিযোগে তিনজন গ্রেপ্তার হয়। এদের ৫ দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

মামী-ভাগ্নির মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, গোসাবা: সম্প্রতি দয়াপুর গ্রামে স্থানীয় পুকুর থেকে সরস্বতী সরকার (২০) ও সুষমা মণ্ডল (৫) নামে দুই ব্যক্তির মৃত দেহ উদ্ধার করা হয়। ১৫ দিন আগেই স্থানীয় বাসিন্দা রাজু সরকারের সঙ্গে উড়িষ্যার সরস্বতীর বিয়ে হয়েছিল। বালিকা সুষমা তাদের ভাগ্নি। সুষমা স্নান করতে গিয়ে জলে তলিয়ে যেতে তাঁকে বাঁচাতে সরস্বতী ঝাঁপ দিলে সে নিজেও তলিয়ে যায়। ময়না তদন্তের জন্য দেহ দুটি মর্গে পাঠানো হয়েছে।

মিছিলে অভিষেক

কাকলী পাল, ডায়মণ্ড হারবার: সোমবার বিকেলে ডায়মন্ড হারবার কপাট ঘাট থেকে প্রশাসনিক ভবন ও স্টেশন সংলগ্ন অঞ্চলে তৃণমূলের নির্বাচনী মিছিলে হাটলেন প্রার্থী অভিষেক ব্যানার্জি। তিনি বলেন, এই কেন্দ্রের সার্বিক উন্নয়ন তার লক্ষ্য। মিছিলে বিধায়ক দীপক হালদারসহ কুড়ি হাজার কর্মী সমর্থক ছিলেন।

মহাদেবের জটার সন্ধানে গঙ্গোত্রী হয়ে গোমুখের প্রাঙ্গণে

সী মা না ছা ড়ি য়ে

সুজিত চক্রবর্তী

গাড়োয়াল হিমালয় যেন সৌন্দর্যের খনি। এর অসাধারণ পটভূমিতে পায়ে পায়ে ছড়িয়ে রয়েছে মনিমুক্তোর মতো অসংখ্য জায়গা। এতে রহস্যও যেমন আছে তেমনই এক নাম না জানার সম্মোহনী শক্তি। এরই টানে নাকি ঘর ছাড়া হন পর্যটকরা।

সেই ডাক, টান, ভাল লাগার স্রোতে আমাদের যাত্রা মাতা গঙ্গার উৎস গঙ্গোত্রী হয়ে গোমুখ। চারশো বছর আগে রাজা অজয় পাল সমগ্র ব্রহ্মপুরার বাহান্নটি দুর্গ একত্র করে এর নামকরণ করেছিলেন 'গড়বাল'। অর্থাৎ দুর্গপ্রধান। গঙ্গোত্রী যেতে হলে আদর্শ সময় মে থেকে অক্টোবরের (অক্ষয় তৃতীয়া থেকে দীপাবলি) মধ্যে। হাওড়া থেকে ট্রেনে দু-রাত কাটিয়ে এক সকালে এসে পৌঁছানো গেল হরিদ্বার। হিমালয়ের কোল ছেড়ে পতিত পাবনী গঙ্গার সমতলে সুদীর্ঘ যাত্রাপথের সূচনা স্থল বা সিংহ দরজা হল হরিদ্বার। হরিদ্বার থেকে ২৫ কি.মি দূরে হৃষিকেশ পৌঁছেই পরের দিন ভোরের বাসে গঙ্গোত্রীর উদ্দেশে অগ্রিম টিকিট কেটে ফেললাম। ভোরে গঙ্গোত্রীর উদ্দেশে যাত্রা হল শুরু। শান্ত হাওয়ার আবেশে মন মেতে উঠল। চারদিকে উদার বিশাল হিমালয়, সবুজ আর সবুজ। পাহাড় বেয়ে নর্তকীর মতো ঝরনা নেমে অবিরত বয়ে চলেছে গঙ্গায়। তার মধ্যে দিয়ে বাসটা কখনও চড়াই ভাঙছে কখনও বাগড়ানো পাথরের মতো বেপরোয়াভাবে উতরাই-এর পথে নামছে। প্রতি মুহূর্তে নতুন ছবি। নরেন্দ্রনগর, কুঞ্জাপুর, ছাড়িয়ে বাস পৌঁছাল টি হরি। গঙ্গা, তিল গঙ্গা, ঘৃত এই তিনটি নদী মিলিত পাহাড় ঘেরা ছবির মতো সুন্দর শহর। এখান থেকে কিছুটা সমতলের ওপর দিয়ে চলার পর বাস আবার উঠতে শুরু করল পাক খেয়ে। ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছে কত জল রং দিয়ে আঁকা পাহাড়ি গ্রাম শহর। ভলদিয়ান ছানিয়ে ছাম, নাগুন পেরিয়ে বাস এসে পৌঁছাল ধরাসুতে। একপাশে অতলস্পর্শী খাদ, অন্যদিকে খাড়া পাহাড়। পথের সঙ্গী সর্বদা গঙ্গামাতা। সূর্য মাঝ আকাশে দেখতে দেখতে এসে গেল উত্তর কাশী। চারিদিকে পর্বতের সমারোহ। গাড়োয়াল হিমালয়ে উত্তর কাশীর গুরুত্ব অনেক। শহর থেকে ৫ কিমি দূরে রয়েছে পর্বত আরোহণ শিক্ষাকেন্দ্র 'নেহেরু মাউন্টেনিয়ারিং ইনস্টিটিউট (নিম)'। দুপাশ দিয়ে বয়ে চলেছে অসি ও বরুণ নদী। হরিদ্বার থেকে উত্তর কাশীর দূরত্ব ১৭৪ কি.মি. উচ্চতা ১১৫৮ মিটার। বেশ গরম। ইচ্ছে হলে উত্তরকাশীতে এক রাত থেকে যাওয়া যায়। রয়েছে কালী, পরশুরাম, বিশ্বনাথ ও একাদশ রুদ্রের মন্দিরগুলি পাশাপাশি। পাহাড়ে সন্ধ্যার হাত ধরে রাত্রি নেমে আসে ঝুপ করে। শুধু পাহাড় আর পাহাড় ভেদ করে হিমালয়ের বুক চিরে ছুটে চলেছে বাস। প্রাকৃতিক পরিবেশ ক্রমশই পরিবর্তন হচ্ছে। মানালি থেকে মাল্লা হয়ে বাস পৌঁছে গিয়েছে ভাটওয়ারি। বেশ বড় জায়গা। চির জাতীয় লম্বা লম্বা গাছ রাস্তার দু'পাশে পাহাড়ের গায়ে হেলার দিয়ে আমাদের অভ্যর্থনা ও ভালবাসা জানাচ্ছে। দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়ে গেল গাংননি, সুখি, হরশিল পেরিয়ে বাস ছুটছে লঙ্কা হয়ে ভৈরব ঘাঁটির পথে। এখানে রয়েছে বিখ্যাত ভৈরবনাথের মন্দির। আর মাত্র ১০ কি.মি. পথ। গঙ্গোত্রী-হরিদ্বার থেকে ২৭৩ কি.মি. দূরত্ব। উচ্চতায় ৩১৪০ মিটার। ব্রিজ পেরিয়ে চলছে গন্তব্যের দিকে। যাত্রীরা সকলেই ক্লান্ত-বিধ্বস্ত। কারণ, সমতল থেকে প্রায় ৩০০০ মিটার উচ্চতায় উঠে এসেছে সবাই। বিকেলের পর ঝুপ করে নেমে এল সন্ধ্যা। বাইরে অন্ধকার সঙ্গে ঠাণ্ডার কামড়। দূরে দেখা যাচ্ছে পাহাড়ের বুকে ছোট ছোট আলোর ফুলকি। হঠাৎ যেন কাছে এসে গেল সব দূরত্বের অবসান নিয়ে গঙ্গোত্রী। প্রায় ১০-১২ ঘণ্টা বাস জার্নি করে দেহ আর চলে না। আর দেরি নয়। মন্দিরকে বাঁ হাতে রেখে পুল পেরিয়ে ডান হাতে বাঁক কিনতেই ডান্ডি বাবার আশ্রম। এখানেই আমাদের আশ্রয়ের স্থান। সময় নষ্ট না করে গরম গরম খিচুড়ি, আলু ভাজা খেয়ে একেবারে দ্রুত কম্বলের দলায়। হারিয়ে গেলাম ঘুমের দেশে এক নিমেষেই। পরদিন ঘুম ভাঙল চায়ের লোভে। বাইরে বেরিয়ে দেখি দূরের উঁচু বরফাবৃত পাহাড়গুলের চূড়ায় যেন রংয়ের খেলা চলছে বিচিত্র ভাবে। মনে হয় যেন দিগন্তপ্রসারী ঢেউ খেলানো এক মহা সমুদ্রের তীরে দাঁড়িয়ে। চারদিকে শুধুই প্রশান্তি। পাহাড়ের বুক চিলে প্রচণ্ড গর্জনে গঙ্গার বাঁধন হারা যাত্রা স্বর্গ থেকে মর্তের দিকে। গঙ্গাকে নিয়েই গঙ্গোত্রী। কথিত আছে, সগর রাজার ৬০ হাজার সন্তানের নশ্বর দেহে প্রাণদানের জন্য ভগীরথ গঙ্গাকে পশ্চিমবঙ্গের সাগরদ্বীপের কপিল মুনির আশ্রম পর্যন্ত নিয়ে আসেন। এই দীর্ঘপথ পরিক্রমার পর উদ্দেশ্য সাধন করে গঙ্গা নিজেকে বিনীল করেছেন সাগরের বুকে। গঙ্গোত্রীর নৈসর্গিক দৃশ্য খুবই নয়নাভিরাম ও পবিত্র তীর্থস্থান সব ধর্মের মানুষের। গঙ্গোত্রীতে এখন অনেক থাকার স্বাচ্ছন্দ্য। গাছপালা কমছে। সঙ্গে কমছে মোহময় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য।

পৌঁছে গেলাম গঙ্গা মায়ের মন্দিরে। দুধ সাদা মন্দির। আঠারো শতকে মন্দিরটি তৈরি করেন নেপালে সেনাধ্যক্ষ অমর সিং থাপা। গোমুখের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে মন্দির। ভিতরে পাথরের সুবৃহৎ গঙ্গামাতা মূর্তি। দেবী গঙ্গার ডানদিকে যমুনা, বাঁ দিকে সরস্বতী। আর রয়েছে সামনে জোড় হাতে ভগীরথ ও শঙ্করাচার্যের মূর্তি। ছোট ছোট দুটো লোহার পুল। একটির নিচ দিয়ে গঙ্গা বয়ে চলেছে অন্য পুলের নিচ দিয়ে কেদার গঙ্গার বরফগলা জল নেমে এসে ভগীরথ গঙ্গায় মিশে যাচ্ছে। সামনেই ভগীরথ শিলা। সুউচ্চ এক প্রস্তর খণ্ড থেকে জল ধারা সগর্জনে নিচে পড়ে সাদা ফেনা হয়ে ভেসে বেড়াচ্ছে। কিছু দোকান নিয়ে মন্দির লাগোয়া গঙ্গোত্রী বাজার। ভ্রমণার্থী আর শ-খানেক কুলি নিয়ে চলে এখানকার দৈনন্দিন জীবনের দিনলিপি। মন্দিরে পুজো দিয়ে সারাদিন পায়ে পায়ে দেখে চলুন এখানকার রূপসুধা। চারিদিকে সবুজ বিশাল বনস্পতি। হাঁটা পথে কাছেই দেখে নেওয়া যায় পাণ্ডব গুহা। এখানকার পথ-ঘাট, ধর্ম শালা, হোস্টেল, মন্দির, আশ্রম সবই পাথরের তৈরি। সারাদিন দেবদারু পাইন, চিরের ছায়ায় কেবল মুক্ত মনে ঘুড়ে বেড়ানো। তার ফাঁকেই রয়েছে এদিক ওদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে সাধুদের ছোট ছোট কুটির। সন্ধ্যে হতেই আবার মন্দির প্রাঙ্গণে হাজির হলাম সন্ধ্যারতির আসরে নিজেকে বিলিয়ে দিতে। গঙ্গা নদীর তীরে দাঁড়িয়ে মশাল জ্বালিয়ে কাসর ঘণ্টা ও ঢোলের তালে তালে প্রধান পুরোহিতের আরতি দেখতে দেখতে কখন নিজেকে এক অন্য জগতের মানসিকতায় আবদ্ধ করে ফেললাম তা জানতেই পারলাম না। কারণ আরতির শেষে যখন নিজের আশ্রয়ে ফিরে এলাম তখনও কানে বাজছে 'গঙ্গা মাঈকি জয়'। *এরপর আগামী সংখ্যায়*

শ রী র নি য়ে ক থা

মহিলাদের হৃদরোগ বাড়ছে কেন

সবশ্রেণির মানুষের মধ্যেই হৃদরোগে আক্রান্তের পরিমাণ বাড়ছে। তবে শহরের এমনকী গ্রামের উচ্চমধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত মহিলাদের মধ্যেও হৃদরোগের পরিমাণ ইদানীংকালে অতিরিক্ত পরিমাণে বেড়ে চলেছে। পুরুষ ও মহিলাদের ক্ষেত্রে সাধারণত একই কারণ হলেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে মহিলাদের মধ্যে বিশেষ কিছু পৃথক লক্ষণ দেখা যায়। বিশেষজ্ঞের সঙ্গে কথা বলে এই বিষয়ে আলোকপাত করছেন আমাদের প্রতিনিধি।

লক্ষণ

মহিলাদের হার্টের অ্যাটাক দেখা দিতে পারে নানা উপসর্গের মাধ্যমে। কিছু কিছু লক্ষণ পুরুষদের সঙ্গে মিলে গেলেও বেশ কয়েকটি লক্ষণ আছে যা শুধুমাত্র মেয়েদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। নীচের লক্ষণগুলির মধ্যে কয়েকটা হলেই সচেতন হন:

গা বমি কার কিংবা বমি হওয়া অথবা বারে বারে পেট খারাপ হওয়া

বদহজম বা অম্বল হওয়া

বুকে ব্যথা (হতেও পারে, নাও পারে) কিংবা চাপ অনুভব করা

হাতে (বিশেষত বাঁ হাতে) যন্ত্রণা বা বশভাব

বুকে বা হাতে তের ব্যর্থ যা চোয়ালে ছড়ায়

গলা, পিঠ বা পেটেও অস্বস্তি বোধ হতে পারে

হাঁফ ধরা বা নিশ্বাসের কষ্ট

মাথা ঘোরা বা ঘাম ঝরা

দুর্বলতা ও ক্লান্তি বোধ হ্যয়া, পরিশ্রম করায় অক্ষমতা

রক্তে সি-রিয়্যাক্টিভ প্রোটিন মাত্রায় বেড়ে যাওয়া। এর অর্থ রঠ ধমনি বা শিরাগুলো ফুলে থাকা, যা হার্ট-এর সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে।

অনেকসময় গোড়ালি, পা, চোখ, পেট ও বুকের ভিতরকার লাইনিং-এ ফোলাভাব দেখা দিতে পারে। কোষে লিম্ফ ফ্লুইড বা জল জমে এমন হয়।

কারণ

সাধারণত ৫৫ উর্ধ্ব মহিলারাই হৃদয়জনিত সমস্যার শিকার হন। ভয় আরও বেশি যদি হৃদরোগের পারিবারিক ইতিহাস থেকে থাকে। তবে ব্যতিক্রম ঘটতেই পারে। যে কোনও বয়সের মহিলাদের ক্ষেত্রে হৃদরোগের জন দায়ী হতে পারে একাধিক শারীরিক, মানসিক কিংবা পারিপার্শ্বিক বিষয়। এর মধ্যে কয়েকটিকে প্রধান কারণ হিসেবে তালিকাভুক্ত করা যেতে পারে -

ডায়াবেটিস: ডায়াবেটিসে আক্রান্ত রোগীরা অধিকাংশই হার্ট সংক্রান্ত কোনও না কোনও সমস্যর সম্মুখীন হন। কারণ, মেয়েদের ব্লাডসুগার বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে হার্টের লাইনিং পুরু হতে থাকে। ফলে রক্ত সঞ্চালন ব্যহত হয়। পুরুষদের তুলনায় মহিলাদের ক্ষেত্রে সুগারের সমস্যা হৃদরোগের সম্ভাবনা ছয়গুণ বাড়িয়ে দিতে পারে।

ওজন বাড়া: মেদ যদি স্বাভাবিকত্বের মাত্রা ছাপিয়ে ওবিসিটিতে পরিণত হয় তাহলে বিপদের সম্ভাবনা থাকে। আপনার ওজনকে (কিলোগ্রামে), আপনার উচ্চতা মিটার দিয়ে ভাগ করে নেন তাহলে আপনার 'বডি মাস ইনডেক্স' (বিএমআই) নির্ধারণ করা যাবে। যদি এর

গর্ভনিরোধক বড়ি খাওয়া মহিলাদের হৃদরোগের প্রবণতা বেড়ে যায়।

পরিমাণ ৩০'র উর্ধে হয় তাহলে বুঝতে পারবেন আপনি ওবিসিটিতে আক্রান্ত।

গর্ভাবস্থা: প্রেগনেন্সির সময় শরীরে হরমোন সংক্রান্ত নানাবিধ পরিবর্তন ঘটে খুব দ্রুত। ফলে বেশকিছু সমস্যা দানা বাঁধতে পারে যা সাময়িক হলেও ফল মারাত্মক হতে পারে। হৃদয়জনিত সমস্যাও দেখা দিতে পারে। যেমন,

১। 'প্রি এলক্যাম্পশিয়া', যা গর্ভের ২০ সপ্তাহের পর হতে পারে। রক্তচাপ বাড়ার পাশাপাশি ইউরিনে প্রোটিনের পরিমাণও বেড়ে যায়। অবশ্য এমনটা হওয়ার পিছনেও নানা কারণ কাজ করে। সম্ভাবনা বাড়ে যদি –

মহিলাটি গর্ভধারণের আগে থেকেই মোটা হন বা রক্তচাপে ভোগেন

বয়স ২০'র কম বা ৪-'র বেশি হয়

কিডনির সমস্যা বা রিউমেটয়েড আর্থারাইটিস থাকে।

'জেস্টেশনাল ডায়াবেটিস' এ সময়ের খুব পরিচিত সমস্যা। গর্ভকালীন শারীরিক পরিবর্তনের জন্য তাৎক্ষনিকভাবে ব্লাড সুগার বেড়ে যেতে পারে। সাধারণত শিশুর জন্মের পর মায়ের এই সমস্যা নিজে নিজেই সেরে যায়। তবে সমস্যা থাকাকালীন সাবধান থাকতেই হয়।

২। জন্মের সময় শিশুর শারীরিক ওজন স্বাভাবিকের চেয়ে কম হওয়া।

যাঁদের ক্ষেত্রে উপরোক্ত লক্ষণগুলো বিদ্যামান থাকে, তাঁদের জন্য পরবর্তী সময়ে হার্টের বিশেষ যত্ন নেওয়া একান্ত আবশ্যক।

গর্ভনিরোধক সাধারণত ৫০ বছর বয়সের কম মহিলাদের হার্টে রোগ বা স্ট্রোকের সম্ভাবনা খুবই কম থাকে। তবে গবেষণা করে দেখা গিয়েছে নিয়মিত কন্ট্রাসেপটিভ পিল বা গর্ভনিরোধক বড়ি খাওয়া মহিলাদের হৃদরোগের প্রবণতা বেড়ে যায়। অনেক বাড়িতে নানা অনুপাতে মহিলা হরমোন 'ইস্ট্রোজেন' ও'প্রোজেস্টিন'-এর মিশ্রণ থাকে আবার অনেকগুলোতে শুধুই 'প্রোজেস্টিন' থাকে। যে বাড়িতে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণের (৫ মাইক্রোগরাম) বেশি ইস্ট্রোজোন থাকে, তা এই সম্বাবনাকে প্রায় ৬০-৭৫ শতাংশ বাড়িয়ে তোলে। যে মহিলাদের ক্ষেত্রে হৃদরোগের পারিবারিক ইতিহাস আছে, যাঁরা ধূমপান করেন, যাঁরা ওবিস-এর আওতায় পড়েন, তাঁদের পক্ষে গর্ভনিরোধক হিসেবে পিল-এর বিকল্প্ ব্যবস্থা নেওয়াই বাঞ্ছনীয়।

মেনোপোজ: রজোনিবৃত্তির পর শরীরে ইস্ট্রোজেন ও প্রোজেস্টেরন নামের স্ত্রী হরমোন কমে যায়। ফলে এমন কিছু কিছু সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে যা পরবর্তী সময়ে হৃদয়কে প্রভাবিত করে। যেমন, রক্তে কোলেস্টেরল (বিশেষত 'ব্যাড কোলোস্টেরল) এবং ট্রাইগ্লিসেরয়ডের পরিমাণ বেড়ে যায়া, বা গুড কোলেস্টরেল'র মাত্রা হ্রাস প্যায়া, রক্তচাপ বাড়ার প্রবণতা এবং শরীরের মধ্যস্থলে চর্বি জমে রক্ত জমাট বাঁধার ও ডায়াবেটিসের সম্ভাবনা বাড়া। হরমোন রিপ্লেসমেন্ট থেরাপি এই অবস্থায় বেশ লাভজনক বলে অনেকেই মনে কেরন। কারণ মেনোপজের পর নারী শরীর ও হৃদয়কে রক্ষা করার যে হরমোনগুলো হ্রাস পায়, হরমোন রিপ্লেসমেন্ট'র মাধ্যমে তা আবার আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনা যায়। ফলে হৃদয় অনেকাংশেই সুস্থ থাকতে পারে বলে তাঁদের দাবি।

কোলেস্টেরল: নারীশরীরে স্বাভাবিকভাবে তৈরি হওয়া ইস্ট্রোজেন কিন্তু কোলেস্টেরলের পরিমাণ ঠিখ রাখতে সাহায্য করে। মেনোপজের পর যেহেতু নারী হরমোন ইস্ট্রোজেন ক্ষরণের মাত্রা কমে যায়, সেহেতু কোলেস্টরলের মাত্রা বৃদ্ধি পেতে থাকে। আর কোলেস্টেরল বাড়লে যে হৃদরোগের সম্ভাবনা বাড়ে তা বলা নিস্প্রয়োজন।

নেশা: ইদানীংকালে শহরের মহিলা বিশেষত তরুণীদের মধ্যে ধূমপান ও মদ্য পানের নেশা অতিরিক্ত বেড়ে গিয়েছে। নিকটিনের প্রভাবে হৃদস্পন্দন দ্রুত হয়ে রক্তচাপ বাড়িয়ে দেয় এবং রক্ত জমাট বাধতেও সাহায্য করে। অতিরিক্ত মদ্য পানও হৃদযন্ত্র দুর্বল করে এবং কিডনির সমস্যা সৃষ্টি করে হার্টবিট অনিয়মিত করে দেয়।

অবসাদ: সাম্প্রতিককালে সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে উচ্চমধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত মহিলাদের মধ্যে অবসাদের পরিমাণ বাড়ছে। অবসাদের সময় শরীরে কর্টিসল নামক স্ট্রেস হরমোন বেশি মাত্রায় ক্ষয়িত হয়। যা হার্টের রেট কমায় এবং হৃদরোগকে স্বাগত জানায়।

পরিশ্রমের অভাব: উচ্চমধ্যবিত্ত থেকে উচ্চবিত্ত মহিলাদের ক্ষেত্রে বেশিরভাগই দেখা যায় কায়িক শ্রম নেই বললেই চলে। যার ফলে শরীরে নানা রোগ বাসা বাঁধে।

স্ট্রোক ছাড়া অন্য কিছু সমস্যা

১। প্যালপিটেশন অর্থাৎ বুক ধড়ফড়: এই ক্ষেত্রে সঙ্গে সঙ্গে কোনও প্যাথোলজি সেন্টারে গিয়ে ইসিজি করান।

এরপর পনেরো পাতায়

অর্থনীতি

মোদির মোহে মুগ্ধ হলে বিপদ ছোট বিনিয়োগকারীদের

অনিমেষ সাহা

মূল্যবৃদ্ধি ও শিল্পবৃদ্ধির হারে স্বস্তি আসলেও বিনিয়োগে সাবধান। কিছুটা আশার আলো অনেকদিন পর দেখা গেল। কিন্তু তা সত্ত্বেও বিভিন্ন মহলে কানাঘুঁষো চলছে যে, কতটা স্বস্তিদায়ক এই মূল্যবৃদ্ধি ও শিল্পবৃদ্ধির হার। তাই বাজারে (শেয়ার বাজার ও অন্যান্য) বিনিয়োগের ক্ষেত্রেও তাই থাকতে হবে সাবধান। পাইকারি মূল্যবৃদ্ধির হার জানুয়ারিতে ৫.৫ শতাংশ থেকে ফেব্রুয়ারি ৪.৬৮তে চলে আসা আর খাদ্য মূল্যবৃদ্ধির হার ৮.৮০ থেকে ৮.১২ শতাংশে নেমে আসা কিছুটা স্বস্তিদায়ক। তার সঙ্গে তাল রেখে শিল্পবৃদ্ধির হার -০.২ শতাংশ থেকে ০.১ শতাংশে উঠে আসা শিল্পক্ষেত্রে পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিচ্ছে। তবে এই শিল্পবৃদ্ধি ও মূল্যবৃদ্ধি একটু ঠিকঠাক হয়ে ওঠার পিছনে কিছু কারণতো কাজ করছে।

তবে লক্ষ্যনীয় যে, ভাল কৃষি উৎপাদন খাদ্য মূল্যবৃদ্ধিকে কমিয়ে এনেছে। শিল্পবৃদ্ধির ক্ষেত্রেও কয়েকটি ক্ষেত্র ছাড়া সেরকম কোনও রদবদল হয়নি। এর মধ্যে ম্যানুফ্যাকচারিং ক্ষেত্রে যেটা সমগ্র সূচকের ৭৫ শতাংশ জুড়ে রয়েছে তার অবস্থা শোচনীয়। কিন্তু নভেম্বরের -১.২ শতাংশ থেকে একটা ইতিবাচক দিকেই শিল্পবৃদ্ধির হার যাওয়ার চেষ্টা করছে।

এর মধ্যে রয়েছে ভোট পর্ব। তাই সামগ্রিকভাবে এসবরেই প্রভাব পড়েছে বাজারে। বাজার কিন্তু এই নেতিবাচক অবস্থান থেকে ইতিবাচক দিকে এগিয়ে যাওয়াকে সাদরে গ্রহণ করেছে। তাই নিফটি বা সেনসেক্স তার সর্বকালীন উচ্চতা ছাপিয়ে নতুন পথে যাওয়ার চেষ্টা করছে। কিন্তু সামগ্রিকভাবে এই উত্থান কতটা স্থায়ী হবে তা নিয়ে আলোচনা চলছে। কেন্দ্রে যে সরকারই আসুক তাদের বিগত দিনের সমস্যা থেকে উতরে গিয়ে নতুন পথে দেশকে নিয়ে যেতে হবে। সেখানে ফেলে যাওয়া এই সমস্যাগুলোর মধ্যে ফিসকাল ঘাটতি বা আমদানি-রফতানি ঘাটতি এ সবেরই ওপর নজর রাখতে হবে। যেগুলি এতদিন ধরে সমস্যার সৃষ্টি করে আসছিল। এটা ভেবে নেওয়ার কোনও কারণ নেই যে, বাজারে যে রব চলছে বিজেপিকে নিয়ে অর্থাৎ বিজেপি নির্ভর সরকার এলে রাতারাতি সব সমস্যা উধাও হয়ে যাবে এটা কিন্তু একটু হলেও চিন্তার বিষয়। যেভাবে বাজারে বিদেশি বিনিয়োগ চলছে তা আর কতদিন স্থায়ী হবে সেটাও ভাবার বিষয়।

ফলস্বরূপ ভারতীয় বাজারও তার সর্বকালীন উচ্চতা ছুঁয়ে ফেলেছে। মনে রাখতে হবে, ২০০৮ সালে ক্রমাগত বিদেশি বিনিয়োগ ভারতীয় বাজারকে সেসময় সর্বকালীন উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছিল এবং দেশি বিনিয়োগকারীরাও কিছুদিনের জন্য তাদের বিনিয়োগের সুফল পেয়েছিল। কিন্তু শেষপর্যন্ত সেই লাভের টাকা কেউই ঘরে নিয়ে যেতে পারেনি। যার ফলে শেয়ার বাজার নির্ভর মিউচ্যুয়াল ফান্ডগুলিও মুখ থুবড়ে পড়েছিল। ২০১৩-'১৪ সালে যেভাবে বিনিয়োগের পরিমাণ ক্রমাগত বাড়ছে যার প্রভাবেই ভারতীয় বাজার ক্রমাগত সর্বকালীন উচ্চতা ছাপিয়ে নতুন উচ্চতা তৈরি করছে।

পূর্বের স্মৃতি যদি ঠিক পথের সন্ধান দেয় তবে বিদেশি বিনিয়োগকারীরা যদি কখনও তাদের কোনও একটি অংশের টাকা ভারতীয় বাজার থেকে তুলে নেয় তাহলে যে কোনও সময়ই পতনের মুখে পড়তে পারে ভারতীয় বাজার। দেখা গিয়েছে আমেরিকার ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যেভাবে তাদের ঋণনীতি প্রকাশ করছিল তা থেকে কিছুটা সরে এসেছে। অর্থাৎ নিজেদের দেশের অর্থনীতি যে ঘুরে দাঁড়াচ্ছে তাতে তারই ইঙ্গিত দিচ্ছে। তাই নিজেদের সুসময়ে অন্য বাজার থেকে টাকা তুলে নিজেদের বাজারেই বিনিয়োগ করার সম্ভাবনা কিন্তু রয়েই গিয়েছে। তাতে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে এশিয়ার বিভিন্ন বাজার। তাই ভোট পরবর্তীকালে মোদী এফেক্টের কথা যে বলা হচ্ছে তা কিন্তু যে কোনও মুহূর্তেই থমকে যেতে পারে। তাই বিনিয়োগ করার সময় অবশ্যই সাবধান থাকতে হবে।

জামায়াতে ইসলামী ও সহযোগীদের নিষিদ্ধের সুপারিশ

নিজস্ব সংবাদদাতা, ঢাকা: একাত্তরে বাংলাদেশের মুক্তি যুদ্ধে গণহত্যাসহ সাত ধরনের মানবতাবিরোধী অপরাধের জন্য জামায়াতে ইসলামী ও তাদের সহযোগী সংগঠন ও কর্মীদের দায়ী করে তাদের কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধের সুপারিশ করল আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের তদন্ত সংস্থা। সাত মাস তদন্তের পর এই তদন্তের প্রতিবেদন চূড়ান্ত করে তদন্ত সংস্থার জ্যেষ্ঠ সদস্য সানাউল হক জানান, ৩৭৩ পৃষ্ঠার প্রতিবেদনটি তাঁরা প্রসিকিউশনের কাছে হস্তান্তর করবেন। গত বছর এই দলে শীর্ষ পর্যায়ের কয়েকজন নেতার ফাঁসীর রায়ের পর সম্পূর্ণ দলটির বিরুদ্ধেই তদন্ত শুরু হয়। তদন্তকারীদের পক্ষে হান্নান খান গত মঙ্গলবার সাংবাদিকদের জানান মুক্তি যুদ্ধের সময় এইসব মুক্তি সংগঠনগুলি বাংলাদেশে মানবতাবিরোধী যেসব অপরাধ ঘটিয়ে ছিল তার প্রমাণ তারা পেয়েছেন। এর আগে চারবার নিষিদ্ধ হওয়া জামায়াত ইসলামীকে এবার চিরতরে নিষিদ্ধ ঘোষণা করতে চান তাঁরা। এই দলের সহযোগী ইসলামী ছাত্র সংঘ, পাকিস্তানীদের সহযোগিতায় গঠিত শান্তি কমিটি, রাজাকার, আলবদর, আল শামস বাহিনী এবং জামায়াতের মুখপত্র দৈনিক সংগ্রামকে আন্তর্জাতিক অপরাধ আইনের ৪-এর ১ এবং ৪-এর ২ ধারা অনুযায়ী অপরাধী বলে দায়ি করা হয়েছে।

এজেন্ট চাই

কলকাতায় ও জেলায় জেলায় যাঁরা আলিপুর বার্তার এজেন্ট হতে চান যোগাযোগ করুন আলিপুর বার্তা দপ্তরে।

ফোন করুন এই নাম্বারে ঃ

৯৮৭৪০১৭৭১৬

বাংলাদেশ

আড়াই লক্ষ মানুষ জাতীয় সঙ্গীত গেয়ে নাম তুলছেন গিনেজ বুকে

রফিকুল ইসলাম সবুজ

ঢাকা: ২ লক্ষ ৫৪ হাজার ৬৮১ জন বাংলাদেশি নাগরিক ২৬ মার্চ বেলা ১১টা ২০ মিনিটে ঢাকার জাতীয় প্যারেড ময়দানে বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি'- গানটিতে একসঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে গিনেজ বুক অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস-এ নাম তোলার দাবি জানালেন। এর আগে ২০১৩'র ৬ মে ভারতের সাহারা ইন্ডিয়া সংস্থার উদ্যোগে ১ লক্ষ ২১ হাজার ৬৫৩ জন মানুষ ভারতের জাতীয় সঙ্গীত গেয়ে গিনেজ বুকের রেকর্ডে নাম লিপিবদ্ধ করেছিলেন। তবে শুধু মাঠের আড়াই লক্ষ মানুষের মধ্যে এই উৎসব সীমাবদ্ধ ছিল না। দেশের সমস্ত প্রান্তে ওই মুহূর্তে সব মানুষ দাঁড়িয়ে সামিল হয়েছেন এই মহতী উদ্যোগে। এদিন সকাল সাড়ে ৬টায় কিশোর থেকে বৃদ্ধ বয়সী সব ধরনের সব পেশার মানুষ এসে উপস্থিত হতে থাকেন প্যারেড মাঠে। অধিকাংশ মানুষই এসেছিলেন গায়ে জাতীয় পতাকা জড়িয়ে, মাথায় পতাকা রঙের ব্যান্ডানা পরে। অংশগ্রহণকারী প্রত্যেককে একটি করে টুপি ও ব্যাগ দেওয়া হয়। যাতে ছিল জাতীয় পতাকা, জাতীয় সঙ্গীত, নিয়মাবলী লেখা একটি কার্ড, জল ফলের রস ও স্যালাইন। সকাল সাড়ে ১০ টায় সেক্টর ৯-এর উত্তরদিকের মঞ্চে লাল-সবুজ পাড়ের সাদা জামদানি শাড়ি পরে মঞ্চে উপস্থিত হন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। সঙ্গে ছিলেন দেশের আইনসভার স্পিকার প্রধান বিচারপতি, তিন সেনা প্রধান, বিশিষ্ট মন্ত্রীবর্গ, মুক্তি যুদ্ধের নায়কেরা। ১০টা ৫৫ মিনিটে প্রথমে মহড়ার পর চূড়ান্ত সঙ্গীত পরিবেশনে অংশ নেন সকলে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, যে জাতীয় সঙ্গীতে মধ্যে দিয়ে আমরা আমাদের ভালবাসা জানাই দেশের প্রতি,... যে জাতীয় সঙ্গীত আমাদের স্বাধীনতা চেতনায় উদ্বেলিত করে, সেই জাতীয় সঙ্গীতের লাখ কণ্ঠে আমরা গাইব যা বিশ্বে ইতিহাস হয়ে থাকবে। গিনেজ বুক অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস প্রতিনিধিরা পুরো অনুষ্ঠানটি পর্যবেক্ষণ করেন।

তবে মাঠে উপস্থিত নাগরিকদের মধ্যে অসুস্থ হয়ে পড়া ৩০ জনকে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে সেনা স্বাস্থ্য শিবিরে চিকিৎসা করা হয়।

তিনি বিষ্ণুপ্রিয়া, তিনিই রীণা ব্রাউন

বাঙালির হৃদয় খালি করে চলে গেলেন যুগনায়িকা। এই কিংবদন্তীর অনেক অজানা কাহিনী নিয়ে হিমাংশু চট্টোপাধ্যায়ের ধারাবাহিক প্রতিবেদন

গত সংখ্যার পর

অমিতাভ চৌধুরীর ভাষায়, সুচিত্রা সেনের মতো অত বড় মাপের অভিনেত্রীর বাড়ির বাথরুমগুলি ছিল একেবারেই সাধারণ। অনেকের হয়ত ধারণা হতে পরে, ওর বাড়ির বাথরুম হয়ত খুবই সাজানো গোছানো। কিন্তু আদৌ তা ছিল না। ওর অত্যন্ত বিশ্বস্ত ছিলেন ড্রাইভার সিংজি। এই সিংজি সুচিত্রার মাকেও নিয়ে যেতেন বিভিন্ন জায়গায়। তবে রোজই কোথাও না কোথাও সুচিত্রাকে যেতে হবে—এরকম ব্যাপার কিন্তু চোখে পড়েনি।

একটা ইন্টারেস্টিং ব্যাপার আমার চোখে ধরা পড়েছে। ওর গাড়িতে সবসময় দশ-বারো জোড়া নানান ধরনের জুতো থাকে। গাড়িতে উঠে শাড়ির সঙ্গে ম্যাচ করে জুতো পরে নেয়। কিছুক্ষণ পরে মনে হলে জুতো পাল্টে নিতেও দেখেছি। অন্য কারওক্ষেত্রে এরকম চোখে পড়েনি।

অনেকে ওকে ভুল বোঝে। ভাবে খুবই অহঙ্কারি। মনে রাখতে হবে, ওর রূপ যেমন ছিল অভিনয়ের ক্ষেত্রে তেমনই ট্যালেন্টেড। তবে ইগো ছিল প্রচণ্ড। 'রাজলক্ষ্মী শ্রীকান্ত' ছবির শ্যুটিং হচ্ছে। পরিচালনা করছেন কাননদেবীর স্বামী হরিদাস ভট্টাচার্য। শ্যুটিংয়ের সময় একদিন সুচিত্রা বললেন, আমি যদি দৃশ্যটা এইভাবে বলি তাহলে কেমন হয়। হরিদাসবাবু সে কথা ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়ে বললেন, না, না, আমি যেমনভাবে বলছি সেইভাবে অভিনয় করুন। কয়েক মুহূর্ত কথা কাটাকাটির পর ও শ্যুটিং জোন থেকে রাগ করে চলে গেল। পরিষ্কার জানিয়ে দিল, যেভাবে বলব সেইভবে না করা হলে আমি শ্যুটিং করব না। তিনমাস এইভাবে কাটল। হার মানলেন হরিদাস ভট্টাচার্য। বললেন, ম্যাডাম যা চাইছেন তাই হবে।

ছবির বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হওয়ার আগেও একই ধরনের ঘটনার প্রভাব লক্ষ্য করা যেত। উত্তম-সুচিত্রা নয়, ওর শর্ত থাকত, সুচিত্রা-উত্তম লিখতে হবে। বলেছিলাম, উত্তমের সঙ্গে তোমার সম্পর্ক কী ছিল? বলেছিল, এ সম্পর্কে অগণিত মানুষের ভুল ধারণা আছে। উত্তম ছিল আমার জীবনের বেস্ট ফ্রেন্ড। -বন্ধু বলতে যা বোঝায় সে তাই ছিল। আদ্যন্ত ভদ্রলোক। কোনদিন ভুলক্রমেও আমার সঙ্গে তার জন্য অন্য কোনও সম্পর্ক তৈরি হয়নি। হি ইজ মাই বেস্ট ফ্রেন্ড, গ্রেট ফ্রেন্ড। নাথিং মোর দ্যান দ্যাট।

আবারও কমও কিছু নয়। ছোটবেলায় ওরা থাকত পাটনায়। তখন ওর বয়স ছিল বছর দুয়েক। হঠাৎ সেখানে জনৈক নাগা সন্ন্যাসী এসে উপস্থিত। ও তখন খালি গায়ে জাঙিয়া পরে সেখানে দাঁড়িয়ে ছিল। সন্ন্যাসী সেদিন বলেছিলেন, এ বেটি বড় হলে অনেক নাম করবে। মানুষের মুখে মুখে ওর নাম শোনা যাবে। সুচিত্রার মতে ওর জীবনে অবশ্য অলৌকিক বলে কিছু নেই। সবাই লৌকিক। মানুষের ভালবাসা, শুভেচ্ছাই ওর প্রধান শক্তি। তবে আজও তিনি ভাবেন কীভাবে বাস্তবে সত্যি হলো সন্ন্যাসীর ভবিষ্যৎবাণী। এ প্রসঙ্গে বলেছেন, কী করে তাঁর ভবিষ্যৎবাণী সত্যি হলো জানি না। কারণ কোনওদিন স্বপ্নেও ভাবিনি সিনেমায় অভিনয় করব। এ ব্যাপারে শ্বশুরবাড়ি থেকেও প্রচণ্ড বাধা এসেছে। তা সত্ত্বেও সব বাধা অতিক্রম করে আমি অভিনয় করেছি সেলুলয়েডের পর্দায়।

স্বামীর সঙ্গে কোনোদিন বনিবনা হয়নি সুচিত্রার। এর কারণ নিয়ে অনেকেই অনুসন্ধান করেছেন। অমিতাভ চৌধুরীর মতে, সুচিত্রা এমন একটা হাইটে পৌঁছে যায় যে তার পাশে কোনও স্বামীর পক্ষে টিকে থাকা সম্ভব নয়। তাই শুধু তার স্বামীকে দোষ দেব কেন? তবে তার স্বামী একসময় যখন সুচিত্রা অনেক টাকা আয় করতে শুরু করে তখন চাকরি ছেড়ে দেয়, পুরো সংসারটাই চলত সুচিত্রার টাকায়। শুরু হয় অশান্তি। ওর কাছে শুনেছি, ঝোঁকের মাথায় ওদের বিয়ে হয়েছিল। ওর তখন খুবই কম বয়স।

আমরা ছোটবেলায় শান্তিনিকেতনে সুচিত্রাকে সাইকেলে চড়ে আসা-যাওয়া করতে দেখেছি। ওদের বাড়ি ছিল পুলিশ লজের কাছে। পিএম সেন ছিলেন ওর পিসেমশাই। গ্রামের নাম ভুবনডাঙ্গা। বাবা ছিলেন স্যানিটারি ইন্সপেক্টর। ওকে সবাই ডাকতেন 'পায়খানা বাবু'। ওর এক ভাইয়ের সঙ্গে আমার খুব ভাব ছিল। ছোট বোন রুণা, কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে গান শিখত। রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্পর্কে ওরও যথেষ্ট আগ্রহ ছিল। কথায় কথায় একদিন সুচিত্রার কাছে শুনেছি, ওর অন্যতম প্রিয় গান হলো, 'হিমের রাতে ওই গগনের দীপগুলিরে হেমন্তিকা।' বলেছিল, ছোটবেলায় প্রায়ই হারমোনিয়াম বাজিয়ে এই গানটা গাইতাম।

একসময় অধুনালুপ্ত 'সুকন্যা' পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্ব নেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হয় সুচিত্রা সেনকে। সেই সময় তাঁকে প্রতি মাসে পারিশ্রমিক বাবদ পাঁচ হাজার টাকার প্রস্তাব দেওয়া হয়। বলা হয়, কিছু করতে হবে না, শুধু সম্পাদক হিসেবে তাঁর নাম পত্রিকায় ব্যবহার করা হবে। কিন্তু সেই অনুরোধ তিনি বিনীতভাবে প্রত্যাখান করেন। আসলে তিনি না চাইতেই অনেক কিছু পেয়ে গিয়েছেন। বোধহয় সেই জন্যই আর কোনও কিছু পাওয়ার বিষয়টি তাঁকে কোনওভাবে আকর্ষণ করত না। তাঁর এই ভাব বারবার প্রকাশ পেয়েছে বিভিন্ন ক্ষেত্রে, নানা সময়।

এরপর আগামী সংখ্যায়

জুটির ধামাকা দিয়ে চমকের চেষ্টা

নিজস্ব প্রতিনিধি: বলিউডের পরিচালকরা হঠাৎ তারকা জুটি নিয়ে কাজ করার জন্য খেপে উঠেছেন। বিখ্যাত ফরাসী ঔপন্যাসিক 'ভিক্টর হুগোর দ্যা কাউন্ট অফ মন্টেক্রিস্টো'র অনুসরণে একটি কাহিনী নিয়ে ছবি করতে চলেছেন আব্বাস মস্তান। তাতে নায়ক এডমন্ডের সেই বিখ্যাত চরিত্র রূপায়িত করবেন সইফ খান।

সঙ্গে নাকি অমিতাভ বচ্চনও থাকছেন। মনে রাখতে হবে, এর আগে অমিতাভ-সইফ জুটির আরক্ষণ এবং একলব্য দুটি ছবি ব্যর্থ। তার ওপর অমিতাভ'র চরিত্রটি কিন্তু হুগোর উপন্যাসে নেই। তাই আব্বাস মস্তান এবার বিরিয়ানি না ঘ্যাঁট কি

জন, হৃত্বিক, আমিরের পর এবার নাকি সলমনকে ধুম সিরিজের পরবর্তী ছবিতে ভাবছেন আদিত্য চোপড়া। অনেকেই ভাবছিলেন শাহরুখ কোনোদিন ধুম সিরিজের সুযোগ পাবেন কিনা, এবার সল্লু মিঞা এই স্লটে ঢুকে যাওয়ায় কিং খানের মেজাজ আরও গরম হয়ে উঠবে তাতে আর সন্দেহ কি

বানাতে চলেছেন তাই দেখার। ওদিকে, শাহরুখ-সলমন দু'জনকে একসঙ্গে কাজ করানোর জন্য খেপে উঠেছেন রোহিত শেঠি। তিনি নাকি উইল স্মিথ ও মার্টিন লরেন্স অভিনীত সুপারহিট হলিউডি ছবি ব্যাড বয়েজের হিন্দী সংস্করণ করতে চান।

উল্লেখ্য, সেই করণ-অর্জুন'র পর আর তো ছবি তাঁরা একসঙ্গে করেননি উপরন্তু দুই মিঞা'র সম্পর্ক গত এক দশক ধরেই রীতিমতো খারাপ।

এই অবস্থায় রোহিত কীভাবে অসাধ্য সাধন করবেন তিনিই জানেন।

বইয়ের জগৎ

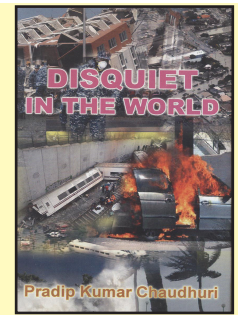

কবিতা যখন দেশকাল সমাজের ছবি

ড. জয়ন্ত চৌধুরী: পেশাদারী সাফল্য যাঁর হৃদয়কে ছুঁয়ে যেতে পারেনি, সারস্বত ভাবনার সাধক, সমাজ সংস্কারকদের দৃষ্টিতে গড়ে তুলেছেন এক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরের সংগঠন পোয়েটস ফাউন্ডেশন। সেই নিপাট আদর্শবাদী প্রদীপ কুমার চৌধুরীর দুটি কবিতার বই মনে করিয়েদিল বাঙালিরা বরাবরই আন্তর্জাতিক, তাঁদের যতই কূপমণ্ডুক বলা হোক। 'Disquiet in the World' ও 'অশান্ত পৃথিবীর বিপন্ন সময়' বই দুটিতে নানা ভাবের কবিতার পাশাপাশি সামজিক বার্তা উঠে এসেছে। 'প্রশ্নোত্তর', 'দুই ঠাকুর', 'আমার মুখ্যমন্ত্রী নেই!', কিংবা 'দশযদি' কবিতাগুলি বিশেষ মনযোগের দাবি রাখে। 'লুকিং বিহাইন্ড', 'ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট', 'দ্য ক্যানডেল লাইট', 'রিয়াল-ফেক' প্রভৃতি ইংরাজি কবিতাগুলি কবির মননশীল মনকে নতুনভাবে চিনিয়ে দেয়। বাংলা কবিতার বইটিতে 'শঙ্খ চিলেরা ডাকছে', 'আসুন ওদের পাশে দাঁড়াই', 'হরেক রং-এর মিথ্যা' প্রভৃতি কবিতাগুলি হৃদয় ছুঁয়ে যায়। আধুনিক গদ্য-কবিতা দুর্বোধ্য এই অপবাদ থেকে মুক্তি দিয়েছে গ্রন্থটি।

অশান্ত পৃথিবী বিপন্ন সময় - প্রদীপ কুমার চৌধুরী
মূল্য-১০০ টাকা
Disquiet in the World - Pradip Kumar Chaudhuri.
Rs.-200/-
প্রকাশনা - পোয়েটস ফাউন্ডেশন, কলকাতা।

সাপ্তাহিক রাশিফল

নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

আলিপুর বার্তা ২৯ মার্চ - ৪ এপ্রিল, ২০১৪

মেষ: মনের আস্থা কিছুটা বৃদ্ধি পাবে। এগিয়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হতে হবে। বহু দায়িত্বপূর্ণ কাজ ঘাড়ে এসে পড়বে। সমস্ত সমাধা করার জন্য এগিয়ে যাবেন। শিক্ষাক্ষেত্রে সামান্য বাধা আসবে। ব্যবসায় ক্রমান্বয়ে উন্নতির যোগ রয়েছে। বেকারত্বের অবসান হবে।

বৃষ: চঞ্চল মনকে এখনও শান্ত করা যাবে না। একাধিক ঘাত প্রতিঘাত এসে ক্ষতি করার চেষ্টা করবে। অর্থের স্থিতাবস্থা রক্ষা করা যাবে না। আত্মীয় সমাগমের যোগ রয়েছে। পাকাশয়ের গোলমাল ঘটতে পারে। শিক্ষায় সফল হতে পারবেন। ব্যবসার ইচ্ছা প্রবল হবে।

মিথুন: মনের ইচ্ছাগুলিকে পূরণের পথে এগিয়ে নিয়ে যাবেন। নেতৃত্ব করার ইচ্ছা প্রকট হবে। শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বেশ কিছুটা এগিয়ে যাবেন। ব্যবসায় বাধা এলেও লাভবান হবেন। নিম্নাঙ্গে পীড়া যোগ রয়েছে। আয় কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি পাবে।

কর্কট: হতাশার মধ্যেও আশার সঞ্চার হবে। মনকে শক্ত করে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করুন ভাল ফল পাবেন। ব্যবসার নতুন দ্বার খুলবে। স্নেহ প্রীতি লাভের যোগ আছে। কর্মক্ষেত্রে উর্ধ্বতন কর্মচারীদের সঙ্গে মতোবিরোধ ঘটতে পারে।

সিংহ: উৎসাহ ও উদ্দীপনা নিয়ে এগিয়ে যান ভাল হবে। অন্যে ক্ষতি করার চেষ্টা করলেও সেগুলি কার্যকরী হবে না। ভ্রমণের ক্ষেত্রে বাধা আসবে। নতুন কাজের যোগাযোগ ঘটবে। ব্যয় সামান্য বৃদ্ধি পাবে। ঠাণ্ডা জনিত পীড়ার সম্ভাবনা।

কন্যা: মিছিমিছি কলহের মধ্যে জড়িয়ে পড়তে চাইবেন না। নিজেকে শক্তিশালী মনে করলেও শত্রুরা আপনার অপেক্ষা শক্তিশালী। নতুন কাজের যোগাযোগ ঘটবে। শিক্ষায় শুভ হবে। রক্তের চাপ বৃদ্ধি হেতু ক্ষতির কারক হবে।

তুলা: হতাশার মধ্যেও কিছু আশার সঞ্চার হবে। মনের সংশয়গুলি সম্পূর্ণ রূপে নষ্ট হবে না। এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলেও ভাল ফল পাবেন না। সাংসারিক শান্তি ব্যহত হতে পারে। শিক্ষা সম্পর্কে সাফল্যের যোগ রয়েছে। শুভ কর্মে বাধা।

বৃশ্চিক: ভয় ও আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটাতে হবে। নিজের পরাধের জন্য নিজেই কষ্ট পাবেন। দায়িত্বপূর্ণ কোনও কাজে অংশ নেবেন না। জমি-জমা, গৃহ-ভূমি সম্পর্কে ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে। পরীক্ষায় শুভ ফল পাওয়া যাবে। ফুসফুসে পীড়া যোগ।

ধনু: শুচিবায়ুগ্রস্ত হবেন না। মনের সংশয় দূর করে এগিয়ে চলুন ফল শুভ হবে। অর্থনৈতিক অবস্থার বেশ কিছু পরিবর্তন হবে। লেখাপড়ায় সাফল্যের যোগ আছে। ব্যবসা-বাণিজ্যের ফল শুভ হবে। ক্রোধকে সম্বরণ করে চলার চেষ্টা করুন।

মকর: মনের উৎসাহ দ্বিগুণ বৃদ্ধি পাবে। স্নেহ-প্রীতি লাভের যোগ বিদ্যমান। নতুন নতুন ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করতে পারেন। নৃত্য বা সঙ্গীতের ক্ষেত্রে যথেষ্ঠ সুনামের যোগ রয়েছে।

কুম্ভ: সপ্তাহের মাঝামাঝি সময় থেকে উৎসাহ ও উদ্দীপনা বাড়বে। ভোট যুদ্ধে সাফল্যের যোগ রয়েছে। জমি-জমা বা গৃহ-ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে সাফল্যের ইঙ্গিত বহন করে। ঠাণ্ডা জনিত পীড়ায় সাময়িক কষ্ট পাবেন।

মীন: সুনামের ক্ষেত্র প্রসারিত হবে। আত্মীয়স্বজনেরা হিংসা বা ঈর্ষা করতে দ্বিধা করবে না। সাংসারিক ক্ষেত্রে কলহের যোগ রয়েছে। গৃহ-ভূমি সম্পর্কে শুভ ফল পাবেন। ব্যবসায় কিছুটা বাধা আসবে।

দৃষ্টিহীনদের নিয়ে ফুলের হোলি

নিজস্ব প্রতিনিধি: মালা, শেফালী, বিক্রম, রাজু'রা একসময় দু'চোখ ভরে এই সুন্দর পৃথিবীটা দেখতো। কিন্তু আজ আর তাঁদের সেই ক্ষমতা নেই। দোল খেলতে গিয়ে দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে আজ তাঁরা অন্ধ-অসহায় তরুণ-তরুণী। তাঁদের মনে আজও সেই পুরনো স্মৃতি বিরাজিত। তাই দোল শব্দটা আজ তাঁদের কাছে বিভীষিকার মতো শোনায়। অথচ তাঁরাই দোলের আগের দিন বিকালে বসন্ত উৎসবের খেলায় নতুন করে মাতলেন রং নয় ফুলের হোলি খেলায়। আর এই অভিনব ব্যাপারটা সম্ভব করে তুলেছিলেন 'শারদীয়া' নামে ফেসবুকের একটি কমিউনিটির একঝাঁক তরুণ-তরুণী।

শনিবার বিকালে দক্ষিণ কলকাতার রাসবিহারী অ্যাভিনিউয়ে 'লাইট হাউস ফর ব্লাইন্ড' স্কুলের এই অভিনব দোল খেলার আয়োজন করা হয়। প্রায় ১২০ জন দৃষ্টিহীন ছেলেমেয়ে এতে অংশ নিয়েছিল। শারদীয়ার পক্ষে সংস্থার সৌমেন কুমার সাহা জানালেন, 'দোল বেশ কিছু ছেলেমেয়ের চোখের দৃষ্টি সারা জীবনের জন্য ছিনিয়ে নিয়েছে। আজ এদের কাছে রং-এর কোনও মাহাত্ম নেই। তাই ফুল দিয়ে দোল খেলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।' ফুলের হোলি খেলার জন্য প্রায় ১০ কেজি গাঁদা, গোলাপ, চন্দ্রমল্লিকা এবং ডালিয়া ছিল। এইদিনই 'শারদীয়া'র তরফে ঘোষণা করা হয় তাঁদের ২৫ জন সদস্য চক্ষুদানের মতো মহৎ কাজে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েছেন।

মাঙ্গলিকী

ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকা: ত্রিকাল

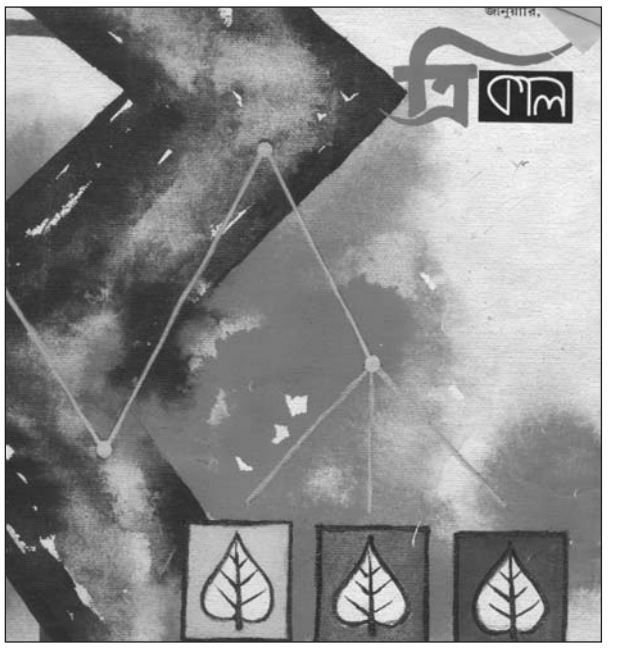

গ্রন্থসন্ধানী: পত্রিকার জানুয়ারি '১৪ সংখ্যা আমাদের দফতরে জমা পড়েছে। প্রচ্ছদে রয়েছে রঙিন বিমূর্ত অভিনব, রহস্যময় চিত্রাঙ্কন। শিল্পী সঞ্জীব সিং। পত্রিকার অলংকরণে রয়েছেন সঞ্জীত পাল ও অসীম দাস। ভারতবর্ষের আবহমান কালধরে বহতা কলঙ্কজনক রাজনীতির ধারা আজ আরও পঙ্কিল হয়ে উঠছে, সে কথাই এবারের সম্পাদকীয়তে সুন্দরভাবে ব্যক্ত হয়েছে। এই সংখ্যার ত্রিকাল সমৃদ্ধ হয়েছে সব কটি মুদ্রিত নিবন্ধের জন্য। যাঁরা লিখেছেন তাঁরা হলেন জ্যোতিবল্লভ সাহা (বৈদিক যুগের স্ত্রী শিক্ষা), ড. মনোরঞ্জন দাস (কামিনী রায়ের কবিতায় স্বদেশ প্রেম...), অমিত গঙ্গোপাধ্যায় (ফুটপাত), প্রদীপ গুহ (মানুষ ও পৃথিবী), পরিমল ত্রিপাঠী (শিশুর পেটে জ্বলছে আগুন), রত্নাকর (ভারতীয় রাজনীতির আঙিনায়)। ভ্রমণ বিভাগে সমীর কুমার পাঠক ঘোষালের নিবন্ধ 'মণি দর নগরী বিষ্ণুপুর...' শুধুই ভ্রমণ কাহিনী নয় - এ হল ইতিহাস সমৃদ্ধ ভ্রমণ কাহিনী।

লিটল ম্যাগাজিনের ধর্ম অনুযায়ী রয়েছে অজস্র কবিতা। যে কটি কবিতা মন ছোঁয় সেগুলি হল 'মা'-স্বপন শী, 'সব গেল কোথায়?'-সমীর সরকার, 'মজে যাওয়া নদী'-শিশির ঘোষ, 'আবার এসো'-দেবকুমার মুখোপাধ্যায়, 'লোশনের বাবার বাবা'-আশরফ আলি মলিলক, 'উত্তরা'-মহুয়া চৌধুরী শিকদার। উপভোগ্য সৌম্যেন্দু মুখোপাধ্যায়ের রমরচনা 'মিনি টক'। জাদুকর অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'প্রথম পরিচয়!' (স্মৃতির পাতায়) হল তাঁর সঙ্গে বিশ্ববন্দিত জাদুকর পি.সি. সরকার জুনিয়রের পুষ্যি সিংহ সম্রাট-এর প্রথম পরিচয়ের মজাদার কাহিনী। তবে লেখাটি ছোটদের পত্রিকার পক্ষে সবচেয়ে উপযুক্ত ছিল। মধুসূদন করের ধারাবাহিক উপন্যাস 'সেই সুধাদি'র এবারের কিস্তীও খুবই হৃদশস্পর্শী। মধূসূদনের 'কলম' সত্যিই ছবি আঁকতে পারে। চিকিৎসা বিভাগে প্রকাশিত মনোবিদ ডাঃ ত্রিপর্ণা চট্টোপাধ্যায়ের নিবন্ধ 'কিশোর মনে মানসিক অবসাদ'। সব অভিভাবক-অভিভাবিকার পড়া উচিৎ।

অনেকগুলি গল্পের মধ্যে স্বপন কুমার মজুমদারের গল্প 'ফাঁদ' পড়ার পর সব পাঠক-পাঠিকাই মনে একটা আতঙ্ক অনুভব করবেন। গল্পের বিষয়বস্তু আজ আমাদের সমাজের প্রেক্ষাপটে খুবই বাস্তব। তবে গল্পটি শ্রী মজুমদার আরও একটু ধৈর্য ধরে লিখলে তাঁর রচনাটি 'নিউজ পেপার রিপোর্টিং'-এর গন্ডী ছাড়িয়ে যেত। শ্রী মজুমদার গল্পটি আরও একবার লিখুন, সুনিশ্চিতভাবে তা আরও ভাল হবে। তখন 'ত্রিকাল' পত্রিকার সম্পাদকের অনুমতি নিয়ে তিনি সেটি অন্য কোনও পত্রিকায় প্রকাশের জন্যে পাঠাতে পারেন। রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়ের গল্প 'যুগলবন্দী' খুবই উপভোগ্য। এই সংখ্যার সেরা গল্প সুপর্ণা দাসের রচনা 'দীপ্তিদি'। গল্পটি মনে কান্নাহাসির দোলদোলানোর সুর তোলে। কিছু কিছু রচনায় গুরুচন্ডালির দোষ ঘটেছে। তবে সব মিলিয়ে ত্রিকাল সমৃদ্ধ পত্রিকা।

সম্পাদক: মধুসূদন কর
যোগাযোগ:
৯৩৩১২১০৯২৯

কাশীনাথ চন্দ্রের স্মরণে জাদু সম্মেলন

নিজস্ব প্রতিনিধি: জাদুকর কাশীনাথ চন্দ্র ছিলেন অতি প্রাণোচ্ছল মানুষ। সকলকে বন্ধু করে নিতে পারতেন তাঁর উষ্ণ ব্যবহারে। তাঁর জাদু ছিল অতি কৌতুকপূর্ণ। বস্তুত, 'কমেডিয়ান-ম্যাজিসিয়ান' হিসেবে কাশীনাথ চন্দ্রের নাম বাংলার জাদু জগৎ চিরকাল মনে রাখবে। অপরদিকে কাশীনাথ চন্দ্রের ব্যবসায়ী বুদ্ধি ছিল প্রখর। তিনি 'ব্ল্যাক আর্ট' নামক মঞ্চ ইলিউসানটি তৈরি করেন। '৬০, '৭০, '৮০-র দশকে বহু জাদুকর কখনও বিরাট মাপের মঞ্চ জাদু প্রদর্শনী দিলে কাশীনাথের কাছ থেকে উপরোক্ত ইলিউসানটি ভাড়া করতেন, তাঁদের প্রদর্শনীতে দেখাতেন। কাশীনাথ নিজে উপস্থিত থেকে প্রদর্শককে ইলিউসানটি দেখাতে সহকারীর কাজ করতেন। আবার অন্যান্য খেলাতেও প্রদর্শককে সহযোগিতা করতেন, যার জন্যে কোনও আলাদা পারিশ্রমিক নিতেন না। সম্প্রতি বড়িষার জাদু আড্ডায় কাশীনাথ চন্দ্রের স্মৃতিচারণ করলেন আর এক বরিষ্ঠ জাদুকর, লেখক বেদমোহন ঘোষ, বরিষ্ঠ সাংবাদিক জাদুকর অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। পরে আসরে উপস্থিত সকালে উঠে দাঁড়িয়ে প্রয়াত কাশীনাথ চন্দ্রের জ্যোতির্ময় আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জানালেন ১ মিনিট নীরবতা পালনের মাধ্যমে। কমেডিয়ান ম্যাজিসিয়ান কাশীনাথ চন্দ্র, আপনাকে বাংলার জাদু জগৎ চিরকাল মনে রাখবে। এদিন বেদমোহন ঘোষ প্রথমে পড়লেন তাঁর প্রকাশিত একটি নিবন্ধ। পরে উপহার দিলেন জাদু আড্ডার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক সমীর গুহঠাকুরতাকে ও আসরে উপস্থিত নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতির সহ-সভাপতি, জাদুপ্রেমী অরুণ ঠাকুরকে তাঁর নেতাজী সুভাষ চন্দ্রকে নিয়ে লেখা বইয়ের কপি। পরে শ্রী ঘোষ প্রদর্শন করলেন সুন্দর বাচনের সঙ্গে জ্যাক হিউজের বিখ্যাত 'কয়েন ট্রান্সপোসিশন' মুদ্রার খেলাটি। এই খেলাটি তৈরি করেছিলেন বাংলার জাদু জগতের আর এক শাশ্বত নাম, স্বর্গত জাদুকর অবনী ব্যানার্জি। এদিন বিবিধ তাসের জাদু দেখালেন জাদুকর জে.পি. ব্যানার্জি, অনুপ চক্রবর্তী, শুভায়ণ সিকদার প্রমুখ।

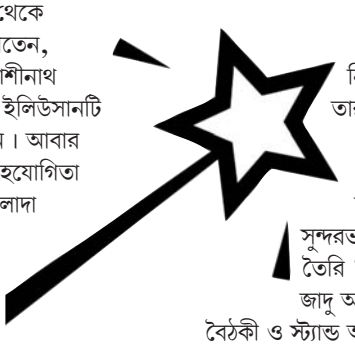

অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় দেখালেন আল কোরাণের বিখ্যাত মনের জাদু 'ফোর্থ ডাইমেনস্যানাল টেলিপ্যাথি' নামের বিবিধ ডিজাইন অঙ্কিত বড় তাস নিয়ে খেলাটি। তার আগে পড়লেন তারুণ্য সাহিত্য পত্রিকার শারদীয় সংখ্যায় প্রকাশিত তাঁর জাদু বিষয়ক নিবন্ধটি। বরিষ্ঠ জাদুকর তপন মিত্র সুন্দরভাবে দেখালেন তাঁর নিজের হাতের তৈরি 'ম্যাজিক লটারি' খেলাটি। তবে জাদু আসরকে সব চেয়ে বেশি জমালেন বৈঠকী ও স্ট্যান্ড আপ, তাস, মুদ্রা প্রভৃতি নিয়ে মৌলিক চিন্তা সমৃদ্ধ বিবিধ জাদু প্রদর্শনীর মাধ্যমে সফটওয়ার ইঞ্জিনিয়র, যুবা প্রতিভা অভীক দত্ত - তিনিই হলেন এই আড্ডার 'রেসিডেন্ট ম্যাজিসিয়ন'। আবার এই জাদু আড্ডাকে ভাল লাগার কথা বললেন আড্ডায় উপস্থিত, জাদুপ্রেমী আর এক ইঞ্জিনিয়র সমীর সেনগুপ্ত মহাশয়। ডড্ডায় উপস্থিত অরুণ ঠাকুর আন্তরিকতার সঙ্গে বললেন, একজন জাদুপ্রেমী হিসেবে এই জাদু আড্ডায় আজ প্রথম এসে খুবই ভাল লাগল, তাই ভবিষ্যতে আবার আসতে চাই – অবশ্যই আসবেন আপনি। এক কালের নামি সঙ্গীত শিল্পী অরুণ ঠাকুর - আপনার মতন মানুষের উপস্থিতি আমাদের জাদু আড্ডাকে সমৃদ্ধ করে সব সময়ে।

ঝামাপুকুর শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ সংঘের মহোৎসব

হীরালাল চন্দ্র: ২০ থেকে ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ পর্যন্ত সন্ধ্যায় ঠাকুর শ্রী রামকৃষ্ণের পদধূলিধন্য রাজা দিগম্বর মিত্রের বাসভবনে 'ঝামাপুকুর শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ সংঘের' ৩৫তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিক মহোৎসব সম্পাদক প্রতাপ মিত্রের পরিচালনায় ও কর্মসচিব সমর সরকারের ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মাধ্যমে মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হল।

ঠাকুর শ্রী রামকৃষ্ণ, মা সারদাদেবী ও স্বামী বিবেকানন্দের ঐতিহাসিক মহান জীবনী ও অমরবাণী সম্বন্ধে সারগর্ভ ভাষণ দান করেন শ্রীমৎ স্বামী পূর্ণাত্মানন্দজী মহারাজ, গতভয়ানন্দ জপপ্রাণা, হিতপ্রাণা মাতাজী, হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি শ্যামল সেন, সাহিত্যিক সঞ্জীব চ্যাটার্জি ও জগবন্ধু ভট্টাচার্য। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন কল্যাণেশানন্দ, দিব্যব্রতানন্দ ও মীণা দাস। এছাড়া কোচিং-এর ছাত্রছাত্রীদের 'ঠাকুরের নরেন' নাটক, পূজা, সন্ধ্যারতী, হোম, আরাত্রিক ভজন, ভোগ নিবেদন এবং অসংখ্য ভক্তবৃন্দকে ঠাকুরের প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

পুরোপুরি আরএসএস'র লোক

প্রথম পাতার পর

ইন্দিরাগান্ধী বিরোধী সংবাদ সম্বলিত সংবাদপত্র প্রকাশ করতেন। ওই সময় তাঁর কোড নাম ছিল 'ভাটুক'। উল্লেখ্য তিনি ও আরএসএস-এর বেশ কয়েকজন প্রথম সারির নেতাকে পুলিশ অনেক চেষ্টা করেও গ্রেফতার করতে পারেনি। এ বিষয়ে সাপ্তাহিক পত্রিকা সাধনা'র সম্পাদক শ্রী পান্ডিয়া বলেছেন, আমি ও শঙ্কর সিং বাঘেলা তখন ভবনগর জেলে বন্দিজীবন যাপন করছি। একদিন সেখানে মোদিজী এসে কি করে একটা জনসভা করা যায় তা নিয়ে আলোচনা করেন। আমরা জেল সুপারিনটেনডেটের সামনে প্রায় এক ঘণ্টা আলোচনা করেছিলাম। কিন্তু সেখানে উপস্থিত জেলের কোনও অফিসার মোদিজীকে চিনতে পারেননি। অথচ তাঁর বিরুদ্ধে তখন গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি ছিল। বলাবাহুল্য, আলোচনা হয়েছিল নানান রকম সাঙ্কেতিক ভাষায়। বলা হয়েছিল, একটি বিয়ের আয়োজন চলছে। সেখানে কতজন অতিথি আসতে পারে ইত্যাদি। জরুরী অবস্থার সময়ে নরেন্দ্র মোদি 'সংঘর্ষমা গুজরাত' নামে একটি বই লেখেন, যা নিয়ে ব্যাপক আলোড়ন শুরু হয়ে যায়।

আরেকজন রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ প্রকাশ শাহ বলেছেন, আয়োজক হিসেবে তাঁর কোনও জুড়ি মেলা ভার। তাঁর মানসিক জোর এত দৃঢ় ছিল যে, প্রয়োজনে তিনি আরএসএস-এরও সমালোচনা করেছেন।

যখনই মনে করেছেন, কাউকে তোয়াক্কা না করেই তিনি তাঁর সমান্তরাল ধারা তৈরি করেছেন। শ্রী শাহ আরও বলেছেন, অটলবিহারি বাজপেয়ী বা এল কে আডবাণীকে দিয়ে আর এসএস যা করাতে পারেনি, মোদিজীকে দিয়ে তারা অনেক কাজই করিয়ে নিতে পেরেছে।

পিপলস ইউনিয়ন ফর সিভিল লিবার্টিস-এর গৌতম ঠাকুরের সঙ্গে জরুরী অবস্থার সময় নরেন্দ্র মোদির দেখা হয়। তিনি বলেছেন, বন্ধু শঙ্কর সিং বাঘেলা মোদিজীকে আমার বাড়িতে তিনদিন আশ্রয় দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। মোদিজী আমার বাড়িতে আসার পর থেকেই গ্রেফতার হওয়ার আশঙ্কা প্রকাশ করতে থাকেন এবং একইসঙ্গে ইন্দিরা গান্ধীর উদ্দেশে তাঁর অগণতান্ত্রিক কার্যকলাপের জন্য চিৎকার করে দোষারাপ করতে থাকেন।

একসময় বিজেপি'র অনেকেরই মনে হয়েছিল, মোদিজী অকারণে আরএসএসকে গুরুত্ব দিচ্ছেন। নরেন্দ্র মোদি গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে আরএসএস-এর পতাকার তলায় শপথ নিয়েছিলেন, যা দেখে অনেকেই সমালোচনায় মুখর হয়েছিলেন। তাদের প্রশ্ন ছিল, কোনও মুখ্যমন্ত্রী শপথ নেওয়ার সময় কাকে প্রাধান্য দেবেন, সংবিধান না আরএসএস-এর পতাকা। এ-প্রশ্নে নরেন্দ্র মোদি কোনও উত্তর না দিয়ে সঙ্ঘের প্রতি তাঁর সার্বিক আনুগত্যকেই স্বীকার করে নেন।

সহমরণে যাবে কংগ্রেস

প্রথম পাতার পর

মতো মুখ সিপিএমের বর্তমান নেতারা উঠতেই দেননি নিজেদের অস্তিত্ব বাঁচাতে। ওদিকে কারাত, সীতারাম, বৃন্দা আর এদিকে বুদ্ধ-বিমান-সূর্য-গৌতম। এনিয়ে অন্তত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে লড়া যায় না। এসব মুখগুলো মানুষের কাছে এখন পচে গিয়েছে। মমতার পাশে সেই পচাগুলো আরো দগদগে মনে হয়। মুখ্যমন্ত্রী হয়েও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন ধারণ, সাবলীল ভঙ্গি, কাজের পদ্ধতি সিপিএমের দীর্ঘ ব্যর্থতাকে আরও প্রকট করে তুলেছে।

পরিবর্তনের তিন বছর হতে চলেছে। এই তিন বছরে সিপিএম সহ বাম এবং কংগ্রেস নেতাদের কার্যকলাপ দেখে এরা আসলে কি চায় বোঝা দায়। এরা কি মমতার উৎখাত চায় না কি মমতার অনুগ্রহে নিশ্চিন্ত বিরোধী জীবন কাটাতে চায় বাম আমলে যা এতদিন কাটিয়েছে কংগ্রেসের সব বাবু নেতারা। দ্বিতীয়টিতে সুবিধা অনেক। একদিকে নিশ্চিন্তে সরকার চালাবেন মমতা আর অন্যদিকে পুরনো দুর্নীতি নিয়ে নাড়াচাড়া হবে না, বিরোধী নেতাদের বিলাস ব্যাসনে কোনও ব্যাঘাত ঘটবে না, ক্ষমতাহীন নেতাদের আবদার-অনুরোধ-উপরোধ মর্যাদার সঙ্গে রক্ষা হবে।

তবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেমন দৃঢ়চেতা, সাহসী চরিত্রের মানুষ তাতে এমন আশা কম। এখন শুধু ভরসা একটা, চতুর্মুখী লড়াইয়ে ভোট কাটাকাটিতে যদি শিকে ছেঁড়ে, যদি বিজেপি কিছু ভোট কেটে মমতার বাড়া ভাতে ছাই দেয়, যদি কংগ্রেস ও সিপিএম গোপন বোঝাপড়া করে একে অপরের সমর্থনে নেমে পড়ে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের মানুষের স্মৃতি এখনও মুছে যায়নি। বামেদের শাসন ও কংগ্রেসের নিশ্চিন্ত ঘুম কি সর্বনাশ করতে পারে তা দেখেছে রাজ্যবাসী। তাই এমন আশা কম।

মানুষ এখন পুরোদস্তুর পরিবর্তনের পক্ষে। 'স্থিতিশীলতা' কি মারাত্মক হতে পারে তা মানুষ জানে। তাই সিপিএম-কংগ্রেসের সহমরণ আটকানো যাবে বলে মনে হচ্ছে না।

সাংবাদিক তৈরির কারখানায়

সম্প্রতি আলিপুর বার্তার উদ্যোগে ও গুরুসদয় সংগ্রহশালার সহযোগিতায় ঠাকুরপুকুরে সংগ্রহশালার ভবনে অনুষ্ঠিত হল দুদিন ব্যাপী সাংবাদিকতার প্রশিক্ষণ পাঠ্যক্রম। ৪২ জন সাংবাদিকতা শিক্ষার্থী ও তরুণ সাংবাদিককে প্রশিক্ষণ দিলেন এই পেশার বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বরা। মহানগরী, হাওড়া, দুই ২৪ পরগণা, হুগলি থেকে একাধিক শিক্ষার্থী এই কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন।

ক্রিকেট ইন্ডিয়া

ষোলো পাতার পর

অর্থাৎ ধোনি কিন্তু যথারীতি সব সমস্যা ও বিতর্কের বাইরেই থেকে গেলেন। অথচ এতদিন বাজারে গুজব রটেছিল মুদগল কমিটির রিপোর্টে কয়েকজন খেলোয়াড়ের নাম রয়েছে ক্রিকেট জুয়া সংক্রান্ত ব্যাপারে। স্বাভাবিকভাবেই সন্দেহ ঘনীভূত হয়েছিল ধোনীকে ঘিরে। অথচ আদালতের রায়ে কোনও খেলোয়াড় সম্বন্ধে কিছু বলা হল না।

ভারতীয় ক্রিকেট গত ২০ বছরে কখনই যে সুস্থ স্বাভাবিকভাবে চলছে না তা নিয়ে বারবারই সন্দেহের ধোঁয়া ঘনীভূত হয়েছে। একাধিকবার ক্রিকেট জুয়া সংক্রান্ত কেলেঙ্কারি ধরা পড়েছে। কয়েকজন খেলোয়াড়ের শাস্তি হয়েছে, কিন্তু মূল আসনে যাঁরা অধিষ্ঠিত তাঁদের গায়ে কোনওভাবে হাত পড়েনি। তাই আদৌ ভারতীয় ক্রিকেটে কোনও সততা আছে কিনা যে খেলাগুলি সেই খেলাগুলি কতটা মাঠে হয় আর কতটা টেবিলের তলায় হয় তা নিয়ে ক্রিকেট অনুরাগীদের মনে সন্দেহ থেকেই যাচ্ছে। এই পরিস্থিতি ভারতের একমাত্র জনপ্রিয় খেলা ক্রিকেট কি আদৌ সব ঝড় বিপত্তি সামলে নিজের আসেন অধিষ্ঠিত থাকতে পারবে! আদালত আপাতত যে রায় দিল তাতে কিছুটা ঝাড়ুর কাজ হবে ঠিকই কিন্তু ভারতীয় ক্রিকেটে যে আপাদমস্তক পরিবর্তন দরকার তা আদৌ হবে বলে বিশ্বাস করা খুব কঠিন।

যাদবপুরের মেসের মেয়েদের 'খাবার কাকু'

তিস্তা চক্রবর্তী

– কাকু দুপুরে তিনটে খাবার দিতে পারবে ? আমরা আজই বাড়ি থেকে এলাম।

– মা, তোদের কখন খাবার লাগবে রে ?

– ঘণ্টা খানেকের মধ্যে

– ঠিক আছে তোরা কাজ কর, আমি পৌঁছে দেবো।

এই কাকুর আসল নাম মেয়েদের বেশির ভাগের জানা নেই। এদের ফোনে 'খাবার কাকু' নামেই সেভ করা থাকে। যাদবপুর সহ কলকাতার বিভিন্ন জায়গায় যেখানে মেস বাড়ি গড়ে উঠেছে সেখানে এরকম অনেক খাবার কাকু বা কাকিমা আছে। এই খাবার কাকু বা কাকিমারা বাইরে থেকে পড়তে বা কর্ম সূত্রে বাইরে আসা ছেলেমেয়েদের কাছে অনেক মূল্যবান হয়ে পড়ে। বাড়ির বাইরে থেকেও কিছুটা ঘরোয়া স্বাদের জন্য এরাও বেছে নেয় হোম ডেলিভারি। কিন্তু অন্য ব্যবসাদারদের থেকে কিছুটা আলাদা রথীন দাস।

এই রথীনবাবু বাড়ি বাড়ি মেসে থাকা মেয়েদের খাবার দিচ্ছেন শুধুমাত্র আর্থিক সঙ্গতির কারণে, এটা কিন্তু একেবারেই নয়। তিনি দেখেছেন তাঁর অঞ্চলে পেইংগেস্ট বা মেস করে ঘর ভাড়া নিয়ে থাকা বাইরে থেকে পড়তে আসা ছেলেমেয়েরা ঠিকমতো খেতে পায় না। এই তরুণ-তরুণীদের অভিভাবকহীন বিশৃঙ্খল অবস্থায় থাকতে দেখে নিজের মেয়েটার কথা বড় মনে পড়ে রথীন দাসের। তাঁর কাছ থেকে নিজের শহর থেকে অনেক দূরে হায়দ্রাবাদে আছে মেয়েটা। প্রথম প্রথম বড় কষ্ট হত তার জন্য। অচেনা শহর, অচেনা ভাষার মানুষদের সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে চলার জন্য ক্রমাগত লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে সে। হায়দ্রাবাদ থেকে এতদূরে কলকাতাতে থেকে তিনিই কি করতে পারবেন। ভাল স্বামী, ভাল শ্বশুর বাড়ি আজকাল ক'টা মেয়ের ভাগ্যে জোটে। সব দিক থেকেই মেয়েটার ভাগ্যটা বেশ ভাল। শুধু বরের চাকরির জন্য মেয়েটাকেও হায়দ্রাবাদে থাকতে হবে। সবকিছু দেখে তবেই তো ছেড়েছেন মেয়েকে। কিন্তু যখনই মেয়ে ওখানে খাওয়ার অসুবিধার কথা বলত তখনই মনে হল রথীন দাসের কিছু একটা করতে হবে। এরপরই তিনি নামলেন হোম সার্ভিসে। তবে কোনও পরিবারকে তিনি সার্ভিস দেন না। কেবলমাত্র ছাত্রী বা চাকরিরত তরুণীদের দু'বেলা খাবার দেন তিনি।

মনের দিক থেকে কিছুটা শান্তি 'আমার মেয়েটার খাবার দাবারের অসুবিধা হয়। কিন্তু বেশ কয়েকজন বাবা-মা তো নিশ্চিন্ত দু'বেলা মেয়েটা ঠিকঠাক খাবার খাচ্ছে।' অনেকেই মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে কাজে নামলে আস্তে আস্তে তাদের উদ্দেশ্য গৌণ আর নিজের ভাগের লাভের মূল্যটা মূল হয়ে ওঠে। সে ক্ষেত্রেও কিছুটা ব্যতিক্রমী হয়ে উঠেছেন রথীন দাস। কেউ বা ব্যবসা করে নিজের মনে একটু শান্তি পাওয়ার আশায়। সে জিনিস বাইরে থেকে বোঝা না গেলেও যে সব মেয়েরা ওই খাবার কাকুর কাছ থেকে খাবার কেনে তারাই বুঝতে পারে। আর তাই তো রথীন দাস থুড়ি খাবার কাকুর আজ দেড়শোটা মেয়ে।

তাদের ভালবাসা, কপট রাগ আবার কখনও বা নতুন কিছু খাওয়ার আবদারে ভালই কাটে তাঁর দিন। অন্যদিকে বছরে একবার হায়দ্রাবাদ থেকে কলকাতায় আসা মেয়েকে শুনতে হয় নতুন হওয়া দেড়শো মেয়ের দেড়শো রকম গল্প। তার কোন মেয়ে কি খেতে ভালবাসে। কে একদম কম খায়। বাবার মনের শান্তি পেয়ে কিছুটা স্বস্তি খুঁজে পায় মেয়ে অতসীও।

সব পাওয়া, সর্বদা সুখে থাকার দলে কেউ নেই। সব থেকে বড় কথা সুখ বা স্বস্তি কখনও মানুষের কাছে ধরা দেয় না। ভিড়ের মাঝে তাকে খুঁজে নিতে হয়। কেউ মনের জ্বালা থেকে পালিয়ে স্বস্তি খুঁজে নেয়। কেউ বা আবার তার সঙ্গে লড়াই করে। খুব কম সংখ্যক মানুষ আছে অন্যের আনন্দ বা ভাল থাকার মধ্যে নিজের সুখ খুঁজে নেয়। এই ধরনের মানুষের সংখ্যা এতটাই কম যে ব্যতিক্রমী মানুষের খবর জানা গেলে বেশির ভাগ সময় তা উঠে আসে সংবাদের শিরোনামে। আবার অনেক সময় এ ধরনের অনেক কথাই পড়ে থাকে লোকচক্ষুর আড়ালে।

খাবার কাকুর এই কথার হয়ত সংবাদ মূল্য খুব কম বলেই। মানবতার দিক থেকেও হয়ত খাবার কাকু বিশাল দান ধ্যান করেন না। যা খাবার দেন, তার দামও নেন। কিন্তু বাইরে থেকে কলকাতায় পড়তে আসা যাদবপুরের বেশ কিছু ছেলেমেয়েদের কাছে খাবার কাকুর মূল্য সংবাদপত্রের একটা শিরোনামের থেকে অনেক বেশি। সকাল আটটাই হোক বা দুপুর তিনটে যখনই বলবে পাওয়া যাবে গরম খাবার। তার ওপর ছুটির দিন চাইলেই পাওয়া যায় বিরিয়ানী আবার কোনও দিন পোলাও। পরীক্ষার সময় শত অসুবিধা ঝড়, জল, বৃষ্টিতেও খাবার পৌঁছে যায় ঠিক সময়ে। খাবার দিয়ে একটা মানুষ শান্তি পান এই ভেবে, এই মেয়েগুলোকে এতো ভালবেসে আমি খাবার দিচ্ছি। আমার মেয়েও বিপদ-অসুবিধার সময় সাহায্যের জন্য কাউকে না কাউকে পেয়ে যাবে। অন্যদিকে, কলকাতা থেকে অনেক দূরে থাকা বাবা-মায়েরা কিছুটা নিশ্চিন্ত এই ভেবে 'মেয়েটা আমার থেকে দূরে থাকলেও খাবার-দাবারটা সময় মতো পায়।'

C M Y K

ধর্ম

ত্রিপুরার একমাত্র সতীপীঠ ত্রিপুরেশ্বরী

গত সংখ্যার পর

শ্রী শ্রী চৈতন্যমহাপ্রভুর নীলাচল যাত্রীর পথপ্রসঙ্গে শ্রীমৎ বৃন্দাবন দাস ঠাকুর ত্রিপুরেশ্বরীর বিগ্রহের বিবরণ দিয়ে বলেছেন, 'এইমত প্রভু জাহ্নবীর কুলে কুলে

আইলেন ছত্রভোগ মহাকূত হলে ।।
সেই ছত্রভোগে গঙ্গা হই শতমুখী ।
বহিতে আছেন সর্ব্বলোকে করি সুখী ।
জলময় শিবলিঙ্গ আছে সেই স্থানে ।
'অম্বুলিঙ্গঘাট' করি বোলে সর্ব্বজনে ।।

অন্যদিকে, কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম, ধনপতির সিংহল যাত্রাপথের যে ভৌগলিক বিবরণ দিয়েছেন, সেখানেও ত্রিপুরাসুন্দরী ও অম্বুলিঙ্গের বিবরণ পাওয়া যায়। সেখানে কবিকঙ্কন লিখেছেন,

'নাচনগাথা বৈষবঘাটা বামদিকে থুইয়া
দক্ষিণেতে বারাসাত গ্রাম এড়াইয়া ।।
ডাহিনে অনেক গ্রাম রাখে সাধুবালা ।
ছত্রভোগে উত্তরিলা অবসান বেলা ।
ত্রিপুরা পুজিয়া সাধু চলিলা সত্বর ।
অম্বুলিঙ্গে গিয়া উত্তরিলা সদাগর ।।

সতীশচন্দ্র মিত্র তাঁর রচিত 'যশোহর খুলনার ইতিহাস' এ ত্রিপুরাসুন্দরী কোনও বিবরণ দেন নি। কিন্তু সেখানে অম্বুলিঙ্গের উল্লেখ আছে, 'শশাঙ্কের রাজত্বকালে সমতটের নানাস্থানে শিবমূর্তি প্রতিষ্ঠিত হইতেছিল। হাতিয়াগড়ে সুপ্রসিদ্ধ অম্বুলিঙ্গ শিব, কালীঘাটে নকুলেশ্বর, দ্বিগঙ্গায় গঙ্গেশ্বর শিব, কুশদহে যমুনাতটে, লাউপালা নামকস্থানে জলেশ্বর শিব এইসময় বা তাহার অব্যবহিত পরবর্তীযুগে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়।'

ত্রিপুরাসুন্দরী পীঠদেবী এবং সতীর বক্ষঃস্থল গড়ায় এই পীঠের উদ্ভব হয়েছে, এটাই একাংশের বিশ্বাস ছিল। তন্ত্রচূড়ামণি, পীঠমালাতন্ত্র, দেবীভাগবত, কালিকাপুরাণ ও শিবচরিত প্রভৃতি বইতে কোথাও সুন্দরবনে পীঠ প্রতিষ্ঠার কোনও উল্লেখ নেই। একমাত্র কুব্জিকাতন্ত্রের সপ্তম পটলে, গঙ্গাসাগর সঙ্গমে সিদ্ধপীঠের উল্লেখ আছে, কিন্তু দেবীর কোনও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পড়ার সূত্রে পীঠসৃষ্টির সপক্ষে কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে শাস্ত্রানুসারে সিদ্ধপীঠ দেবীর অঙ্গ ব্যতীতও প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। তন্ত্রের বিধানে যে জায়গায় কোটি হোম বা কোটি মহাবিদ্যামন্ত্র জপ করা হয়েছে, সেই জায়গাকে সিদ্ধপীঠ বলা হয়। এই ধরনের কোনও কারণে সাগর কিনারে 'সিদ্ধপীঠ' প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই সিদ্ধপীঠের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর নাম কুব্জিকাতন্ত্রের মতে 'জ্যোতিস্ময়ী। প্রাচীনকালে এই

দেবী ত্রিপুরেশ্বরী

জায়গায় কোনও মূর্তি থাকবার সপক্ষে প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

পীঠদেবী ত্রিপুরাসুন্দরী একমাত্র ত্রিপুরাতেই রয়েছেন। এ বিষয়ে সব শাস্ত্রের বইতে একই তথ্যের প্রতিধ্বনি করা হয়েছে, 'ত্রিপুরায়াং দক্ষপদে দেবী ত্রিপুরাসুন্দরী'। এই দেবী মূর্তি দারুময়ী।

প্রত্নতাত্ত্বিক এবং তথ্যভিজ্ঞ মহলের মতে, ত্রিপুরেশ্বরীর দেবীমূর্তি চার হাজার বছরের পুরানো। ত্রিপুরায় আনার কতদিন আগে এই বিগ্রহ তৈরি করা হয়, মগেরা এই মূর্তি পুজো করার আগে, কোথায় কোন বংশ, কতদিন অর্চিত হয়েছেন, এই মূর্তি চট্টগ্রামে কতদিন রাখা হয়েছিল, তা জানার কোনও উপায় নেই।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, মন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে পশ্চিমদিক তাকালে এক বিশাল প্রান্তর চোখে পড়ে। এই প্রান্তরের নাম 'সুখ সাগর'। একসময় এটি একটি বড় হ্রদ ছিল। মন্দিরের পূর্ব দিকে একটা দীঘি আছে। এটি খুবই প্রাচীন। মহারাজ কল্যাণমাণিক্যের শাসনকালে এই দীঘি খোঁড়ার কাজ শুরু হয় বলে এর নাম হয়েছে 'কল্যাণ সাগর'।

প্রতিদিন অন্নব্যাঞ্জন, লুচি, মিষ্টি ইত্যাদি দিয়ে দেবীর ভোগ হয়। একটি করে পাঁঠা প্রতিদিন বলি হয়ে থাকে। অতীতে এখানে নরবলি হত বলে শোনা যায়। নগরের উপকণ্ঠে ভৈরব লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত। ভৈরবের নাম কোনও তন্ত্রে 'ত্রিপুরেশ' কোনও কোনও তন্ত্রে 'নল' বা 'অনল' নামে উল্লেখ করা হয়েছে। ভৈরবের বাড়িকে 'মহাদেব বাড়ি' বলা হয়ে থাকে। মহারাজ ধন্যমাণিক্য এই মন্দির তৈরি ও বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেছেন। এ বিষয়ে ত্রিপুর বংশাবলীতে উল্লেখ আছে।

'আর এক মঠ তবে অপূর্ব গঠিত। সেই মঠে মহাদেব স্থাপন করিল।

মন্দিরে ত্রিপুরেশ্বরীর সামনে পিতলের সিংহাসনে যে শালগ্রাম শিলা দেখা যায়, তাকে বলা হয় রাজ রাজেশ্বর চক্র।

মণিকর্ণিকার তীরে পিতৃবৎ অবস্থানরত ধন্যকে রাম নামে জনৈক যোগী মহারাজ দেখতে পান। যোগীপুরুষ শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত করে তাঁকে আরও অনেক তীর্থস্থান ভ্রমণ করান। এ বিষয়ে রাজমালায় উল্লেখ করা হয়েছে, 'নানাস্থানে ঘুরে এই যোগীবর নগরের উপকণ্ঠে আসে রাজেশ্বর'। অনেক জায়গা ঘুরে যোগী বর্তমানে ত্রিপুরার উদয়পুরে কচ্ছপের পিঠের মতো একটা উঁচু ঢিলা ভূমিতে জীর্ণ মন্দিরে ধন্যকে জপের জন্য বসার আদেশ দেন। বললেন, 'এই কুর্ম্মপৃষ্ঠকার স্থানে সরোবর তীরে নানা জাতি ফুলে প্রশান্ত নিবিড়ে প্রাচীন জীর্ণ মন্দিরে জপের জন্য কর পঞ্চমূর্তির আসন। যেদিন হবে অষ্টসিধি সাধন তারপর হবে জপ সমাপন। সেই

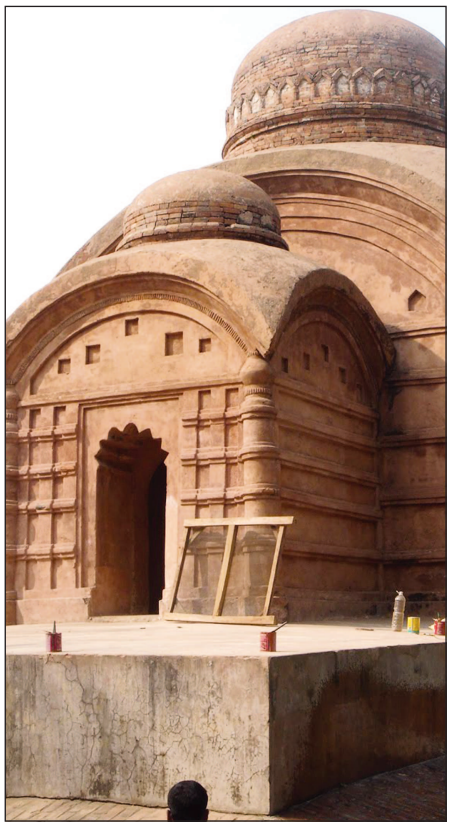

শুভক্ষণে আমি পুনঃ আগমন করব।' গুরুদেবের কৃপায় শ্রীধন্য কিছুদিনের মধ্যে অষ্টসিদ্ধি লাভ করেন।

এরপর পনেরো পাতায়

ম্যাজিক মোমেন্ট মনের খেয়াল

স্কুলের টিফিনের ফাঁকে কিংবা স্কুল বাস রাস্তার যানযটে আটকে যাবে তখন একঘেয়েমী কাটাতে ছোট্ট ছোট্ট ম্যাজিক দেখিয়ে তাক লাগিয়ে দিতে পার বন্ধুদের। জন্মদিন কিংবা বিয়ে বাড়িতে বাবা-মায়েরা যখন ব্যস্ত সামাজিকতা নিয়ে তখন তোমরা খুদে বন্ধুরা আসর জমিয়ে ফেলতে পার এইসব ম্যাজিক দেখিয়ে। এবারের পাতায় ম্যাজিক শেখালেন জাদুকর শৈলেশ্বর।

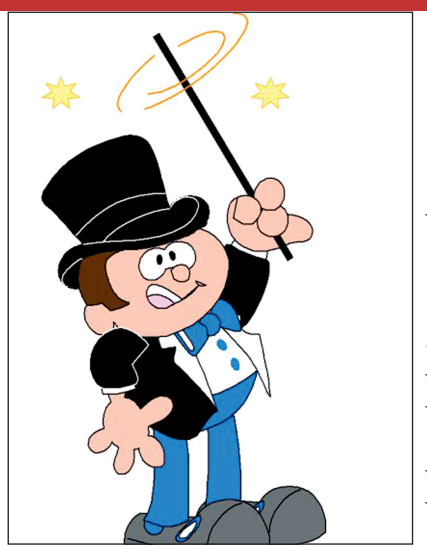

ম্যাজিক যে আসলে বুদ্ধির খেলা তা এই ম্যাজিকটি অভ্যাসের সময়ই বুঝতে পারবে। ধরো ১ থেকে ১০-এর মধ্যে যে কোনও একটা সংখ্যা ভাবো। এবার যা ভাবলে তার সঙ্গে দুই গুণ করো। এবার গুণফলের সঙ্গে ৩০ যোগ করো। মোট সংখ্যাকে দুই দিয়ে ভাগ করো। প্রথম সংখ্যাটি যা ভেবেছিলে সেটা বাদ দাও। এবার তোমার কাছে যে সংখ্যাটা রইল সেটা অবশ্যই ১৫।

উদাহরণ- ধরো দর্শক ভাবল ৮। এবার ৮কে ২ দিয়ে গুণ করো - ৮×২=১৬। পরে ১৬-র সঙ্গে ৩০ যোগ করো - ১৬+৩০=৪৬ হলো। এবার ৪৬কে দুই দিয়ে ভাগ করো - ৪৬ ÷২=২৩। এই ভাগফল থেকে প্রথমে যে সংখ্যাটি ভেবেছিলে সেই সংখ্যা ৮ বাদ দাও অর্থাৎ ২৩-৮=১৫।

এটি যখন বন্ধুদের সামনে দেখাবে তখন ১৫ সংখ্যাটি একটি কাগজে লিখে ভাঁজ করে পকেটে রাখবে। শেষে তোমার বন্ধুরা যখন দেখবে উত্তর ১৫ হল তখন তোমার পকেট থেকে কাগজের ভাঁজ খুলে বন্ধুদের দেখাবে যে তুমি সংখ্যাটি আগেই জেনে ফেলেছ।

শিল্পী: কোরক বিশ্বাস (মানসিক প্রতিবন্ধী শিশু শিক্ষাসংস্থা অণ্বেষা দ্য কোয়েস্ট-র শিক্ষার্থী)

ক্ষুদে বন্ধুরা তোমাদের আঁকা ছবি, ছড়া, ছোটগল্প ও মজার অভিজ্ঞতার কথা পাঠাও পত্রযোগে অথবা ই-মেলে পাঠাও বাংলা ওয়ার্ডে বা JPEG ফরম্যাটে

আর্টহ্যাবে প্রবীণ ও নবীনের মেলবন্ধন

ছবি: অভিমন্যু দাস

নিজস্ব প্রতিনিধি: সম্প্রতি দক্ষিণ কলকাতার গ্যালারি গোল্ডে আর্টহ্যাব-এর উদ্যোগে নবীন এবং প্রবীণ শিল্পীদের নিয়ে ১৫ দিন ব্যাপি এক অনবদ্য চিত্র প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। চিত্র প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন রাজ্যের তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়। এছাড়া উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের প্রাক্তন নগরপাল গৌতমমোহন চক্রবর্তী, অভিনেত্রী অঞ্জনা বসু বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী সুব্রত গাঙ্গুলী ও সেনকো গোল্ডের কর্ণধার শঙ্কর সেন।

২০০২ সাল থেকে হ্যালো হেরিটেজ সংস্থা বিভিন্ন সময় নতুন প্রতিভাবান শিল্পীদের নানাভাবে তুলে ধরছে। সেই হ্যালোহেরিটেজের নতুন অঙ্গ হল আর্টহ্যাব।

যাদের কাজ হল প্রতিষ্ঠিত শিল্পীদের পাশে নবীন শিল্পীদের তুলে ধরা। এই উদ্দেশ্যেই এই চিত্র প্রদর্শনী। সমীর আইচ, প্রকাশ কর্মকার, ওয়াসিম আর কাপুর, দেবব্রত চক্রবর্তী, প্রবীর সেন, কৃষ্ণেন্দু চাকী, নির্মলেন্দু বর্মন, সুব্রত চৌধুরী, শেখর কর প্রভৃতি বিখ্যাত শিল্পীদের পাশে অরিন্দম দেবনাথ, অসীত মণ্ডল, দেবাশিস সরকার, সমীর রায়, সঞ্জয় দাস, সৌমী নন্দী, তনিমা ভট্টাচার্য, সনাতন চক্রবর্তীসহ ২৮ জন তরুণ শিল্পীদের ছবি স্থান পেয়েছে। আর্টহ্যাব-এর উদ্দেশ্য প্রসঙ্গে কিউরেটর রেশমী চ্যাটার্জি জানালেন, 'অনেকসময় নবীন শিল্পীরা নানা কারণে তাঁদের ছবি প্রদর্শনী করতে পারেন না। ফলে তাঁদের প্রতিভা সেইভাবে বিকশিত হয় না। আর্টহ্যাব সেই সব প্রতিভাকে তুলে ধরতে চায়। পাশাপাশি প্রবীন শিল্পীদের পাশে নবীন শিল্পীদের ছবি থাকলে নবীন শিল্পীরা কাজে আরও উৎসাহ পাবেন। তাই এই আর্টহ্যাবে নবীন ও প্রবীণের এক চমৎকার মেলবন্ধন বলা যেতে পারে।'

জ্যোতিষ আলোকে জীবন জিজ্ঞাসা

বই আলোচনা

কুনাল মালিক: সম্প্রতি তপন শাস্ত্রীর লেখা জ্যোতিষ আলোকে ''জীবন জিজ্ঞাসা'' বইটি পড়লাম। সহজ সরল ভাষায় লেখা বইটিতে জ্যোতিষ, তন্ত্র, মন্ত্র, বাস্তুশাস্ত্রের নানা দিক আলোচনা করা হয়েছে। লেখক বইটির মুখ বন্ধে বলেছেন, জ্যোতিষ হল বেদের নির্মল স্বচ্ছ চক্ষু জ্যোতিষ হল সত্য, জ্যোতিষ আদি, জ্যোতিষ অনাদি। জ্যোতিষ কর্মজীবনের নিশানা বলে দিতে পারে। তন্ত্র সেই নিশানা সঠিকভাব সঠিক জায়গায় পৌঁছে দিতে পারে। মন্ত্র আমাদের মনের তৃষ্ণা মেটায়।

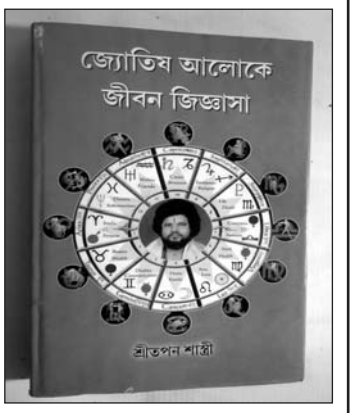

রাশি, জন্ম মাস, নক্ষত্র অনুযায়ী কার কি রকম বৈশিষ্ট্য এবং জীবনে বিভিন্ন সমস্যার প্রতিকার সহজভাবে তুলে ধরা হয়েছে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে পাথর ও তন্ত্রের থেকে কিছু মন্ত্র প্রতিদিন পাঠ করে যে ভালভাবে জীবন সংগ্রামে লড়াই করা যায় তাও শাস্ত্রীজী বইটিতে তুলে ধরেছেন। যেমন তিনি বলেছেন প্রতিটি মানুষের প্রতিদিন সূর্য প্রণাম সহ মন্ত্রোচ্চারণ করা অভ্যাস করলে জীবনে অনেক সমস্যা দূর হয়ে যায়। চাকরি ও পরীক্ষার নানা জ্যোতিষ ও তন্ত্রের টিপসও দিয়েছেন। ঘরোয়া সাংসারিক মানুষদের অবশ্য সংগ্রহযোগ্য এই বইটি।

'জ্যোতিষ আলোকে জীবন জিজ্ঞাসা'।- তপন শাস্ত্রী - ভাগ্যফল প্রকাশনী, মূল্য-৩০০ টাকা।

মহিলাদের হৃদরোগ

নয়ের পাতার পর

২। অ্যানজাইনা: হার্ট যথেষ্ট পরিমাণে অক্সিজেন না পেলে বুকে এক ধরনের ব্যথা ও চাপ ভাব লক্ষিত হয়। এই ধরনের অ্যানজাইনা বার বার অনুভব করলে বুঝবেন হার্টঅ্যাটাকের লক্ষণ।

৩। ইনঅ্যাপ্রোপিয়েট সাইনাস ট্র্যাকিকার্ডিয়া: এ ক্ষেত্রে হার্টের গতি স্বাভাবিকের চেয়েও দ্রুত হয়। সঙ্গে বুকে ব্যথা, হাফ ধরা, ক্লান্তি ও ঘাম হতে পারে।

কী কী লক্ষণে সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারের কাছে যাবেন?

১। বুক, পিঠ, হাত বা চোয়ালে ব্যথা, জ্বালা, চাপ ৫-১০ মিনিটের বেশিক্ষণ ধরে চললে।

২। প্রায় ১০ মিনিট মতো শ্বাসকষ্ট বা হাফ ধরলে।

৩। বুক ধড়ফড় করার সময় মাথা ঘোরার ভাব থাকলে।

৪। হঠাৎ করে গা-বমি কিংবা লুজ মোশন হলে।

৫। ক্লান্তি বোধের সঙ্গে অতিরিক্ত ঘাম হওয়া এবং ঝিমিয়ে পড়ার প্রবণতা দেখা দিলে।

নতুন লড়াই নিয়ে আগ্রহ তুঙ্গে

ষোলো পাতার পর

আপাতত ঠিক হয়েছে কলকাতা, গুয়াহাটি, দিল্লি, মুম্বাই, কোচি, গোয়া, চেন্নাই, বেঙ্গালুরু ও পুনে এই কটি দল কিনবেন ফ্র্যাঞ্চাইজি'রা। প্রত্যেকটি দলে ২২ জন করে ফুটবলারের মধ্যে ৮ জন বিদেশি থাকবেন। এর আগে শোনা যাচ্ছিল বেকহ্যাম-রিভাল্ডো'র মতো অবসর প্রাপ্ত কিংবদন্তীরা দলগুলির জার্সি পরবেন। এবার এখনও পর্যন্ত তা ফাইনাল না হলেও বিখ্যাত বিদেশিরা যোগ দেবেন বলেই শোনা যাচ্ছে। শাহরুখ তো কেকেআর নিয়ে অনেক বিতর্ক সামলেছেন। তাই এবার আইএসএল ঘিরে যেমনই শাহরুখ-সৌরভের নাম ছড়িয়েছে তখনই মিডিয়ার আগ্রহ তুঙ্গে উঠেছে। তার ওপর সৌরভ দুই শিল্পপতি সঞ্জীব গোয়েঙ্কা ও হর্ষ নেউটিয়াকে নিয়ে দল কেনার দরপত্র জমা দেওয়ার সময় জানা গেল বিশ্বখ্যাত রিয়্যাল মাদ্রিদ ক্লাবের চ্যালেঞ্জার অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদকে শেয়াল হোল্ডার হিসেবে নিচ্ছেন দলের সঙ্গে। এই দলে এখন রয়েছেন বিশ্বসেরা ফুটবল দিয়াগো সিমোনে, দাভিদ ভিয়া এবং কোস্তার মতো ফুটবলার। এই দলটি সৌরভকে সবরকম টেকনিক্যাল সাহায্য দেবে। সৌরভের এই দুরন্ত বাউন্সারে কিংখান একেবারে হতচকিত হয়ে পড়েছেন। অপরদিকে শচীন তেন্ডুলকর নিচ্ছেন চেন্নাই টিম, জন আব্রাহাম গোয়াহাটি টিম, রণবীর কাপুর দিল্লি টিম। শেষ মুহূর্তে তাই এই ক্রিকেট জুয়ার বাজারে শেষ অবধি যদি আইএসএল ভারতীয় ফুটবলের ত্রাণ কর্তা হয়ে দেখা দেয়, তাহলে মন্দ কি।

ত্রিপুরার একমাত্র সতীপীঠ ত্রিপুরেশ্বরী

চোদ্দো পাতার পর

যোগীবর তখন আবার সেই জায়গায় দেখা দিয়ে বললেন, 'এক দন্ত বন সিদ্ধালয়।' ১৪২৩ শকাব্দে প্রতাপমণিক্যের মৃত্যুর পর রাজা হন শ্রীধন্য। রাজত্বের দায়িত্ব নেবার পরই তিনি জীর্ণ মন্দিরটি সংস্কার করার পর রাজেশ্বর শালগ্রাম শীলা স্থাপন করেন। একদিন রাতে ত্রিপুরেশ্বরী মা রাজা শ্রীধন্যকে স্বপ্নে দেখা দেন। এ প্রসঙ্গে রাজমালায় বলা আছে,

'স্বপ্নযোগ কহে চণ্ডী শুন ধন্য রায়।
চট্টল হতে ফিরে আন আমায়।'

পার্বত্য চট্টগ্রামে তখন 'মগ' জাতির মানুষ পুজো করতেন ত্রিপুরেশ্বরীকে। যখন মহারাজ শ্রীধন্যের সেনারা চট্টলে গিয়ে পৌঁছাল, তখন মগেদের সঙ্গে তাদের ভয়ঙ্কর যুদ্ধ বাঁধে। ত্রিপুরেশ্বরীর কৃপায় অবশেষে মহারাজের সৈন্যরা প্রস্তরাময় মূর্তি উদ্ধার করে ত্রিপুরা অভিমুখে যাত্রা করে। এইসময় দৈববাণী হল, 'মহারাজ ভয় করিও না, পীঠস্থান যথায় তথা রাত্রি ভোর হবে নিশ্চয়।'

নগরের উপকণ্ঠে কুর্মপৃষ্ঠ স্থানে বর্তমানে মন্দিরের কাছে আসতেই সূর্যদেব উঠল গগনে। দেবী স্বপ্নে দেখা দিয়ে বললেন, এখানে আমার মন্দির স্থাপন করে। মহারাজ বললেন, মা মন্দিরে আমি বিষ্ণুকে স্থাপন করেছি, তোমায় অন্য স্থানে আর একটি মন্দিরে রেখে পুজিব। কারণ, তুমি মহাশক্তি, তান্ত্রিক পদ্ধতিতে তোমায় পুজো করতে হলে বলি দিতে হবে। কিন্তু এখানে বিষ্ণুর সামনে কিভাবে বলি দেওয়া সম্ভব? আমি তোমায় অন্যত্র প্রতিষ্ঠিত করব। কিন্তু মা ত্রিপুরেশ্বরীর অকাট্য যুক্তিকে উপেক্ষা করতে পারলেন না মহারাজ ধন্যমাণিক্য। একই মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হল, বিষ্ণু এবং শক্তির। সেই থেকে অর্থাৎ ১৪২৩ শকাব্দ থেকে আজ অবধি সেখানেই মা ত্রিপুরেশ্বরীর পুজো হয়ে আসছে। সেই সময় ত্রিপুরায় ব্রাহ্মণ না পাওয়ায় মহারাজ উত্তর প্রদেশের কান্যকুব্জ তথা কনৌজ নগর থেকে দুই ব্রাহ্মণ পাণ্ডাকে সেখানে এনে মায়ের সেবায় কাজে লাগানো হয়। সেইকাজের জন্য রাজা ব্রাহ্মণদের কিছু জমিও দান করেন। আজও সেই বংশের উত্তর পুরুষেরাই মায়ের পুজো করতেন। পুজোর কাজের জন্য মহারাজ টলুয়া বা মাণ্ডবী, বাজনাদার, মশলাধারীদের কিছু কিছু জমি দান করেন। মশলাধারী পাহাড়ীয়া শ্রেণীর মানুষরা আজও প্রতিটি অমাবস্যার দিনে মন্দির চত্বরে উপস্থিত হয়ে তাদের পূর্বসুরীদের মতো মশাল ধরে আলো দেখায়।

মূর্তির লাল জিভ না থাকায় তিনি কালী নন। তন্ত্রের ষোড়শীরূপে তিনি পুজিতা হয়ে থাকেন। জানা গেছে, মূর্তি প্রতিষ্ঠার আগে এখানে বেদীপীঠ ছিল। সেখানে কালীযন্ত্র দেখা যায়। যন্ত্রটি করবী ফুলের মতো। বেদীর চারপাশে অনেক দেবতারমূর্তি ও অস্পষ্টভাবে আরও কিছু দেখা যায়। মূর্তির আসনে যার মাথা থাকার কথা সেই মুণ্ডের মাপ অনুযায়ী চিহ্ন আজও দেখা যায়। মায়ের মূর্তির দক্ষিণদিকে একটি ছোট মূর্তি দেখা যায়। তাঁকে ছোট মা নামে পুজো করা হয়। কথিত আছে, ওই ছোট মূর্তিটি মা ত্রিপুরেশ্বরীর মন্দিরের কাছে কোনও এক জলাশয়ের মধ্যে ছিল। অতীতে রাজারা যুদ্ধে যাবার আগে এই ছোট মূর্তিটিকে পুজো করতেন।

জানা যায়, ত্রিপুরার রাজা বংশানুক্রমে নিত্যদিন মন্দিরে এসে ত্রিপুরাশ্বেরী মা'কে দর্শন করতেন ও সকল কুলাচার মেনে চলতেন এবং তা তাতে বজায় থাকে তার জন্য নির্দেশ দিতেন। কিন্তু মহারাজ কল্যাণমাণিক্যের ছেলে গোবিন্দমাণিক্য কুলাচার ভেঙে নরবলি বন্ধ করে দেন। দেবী তখন স্বপ্ন দেখা দিয়ে বলেন, কুলাচার মতে যদি না পুজ আমায় গ্রাম ছাড়া হবে তুমি জানিও নিশ্চয়। একদিন সত্যি সত্যিই রাজা গোবিন্দমাণিক্য রাজ্য থেকে বিতাড়িত হন।

মা ত্রিপুরেশ্বরীর পুজোয় আজও কোনও ছেদ পড়েনি। জনৈক সত্যসাধনের বন্দনায় উল্লিখিত আছে,

শুনহে মায়ের অপূর্ব প্রতিভা, নানা দেশ হতে আসে ভক্ত অগনন মায়ের সেই দক্ষিণ চরণ পুজিতে নিত্য চলে ভোগবাদ্য আরতি উৎসব, দেবতা গন্ধর্বগণ করে মায়ের স্তব।...

সমাপ্ত

হিমাংশু চট্টোপাধ্যায়

উত্তর কলকাতা জেলা দেহসৌষ্ঠব প্রতিযোগিতা

সুজয় চট্টোপাধ্যায়: দ্য ফ্রেন্ডস ইউনাইটেড ক্লাবের উদ্যোগে সম্প্রতি গিরিশপার্কে উত্তর কলকাতা জেলা দেহসৌষ্ঠব প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হল। সকাল ৬টায় কৃষ্ণচন্দ্রের গানের মাধ্যমে উদ্বোধন হওয়া প্রতিযোগিতা চলল সকাল ৯টা অবধি। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দুই বিধায়ক সাধন পাণ্ডে ও স্মিতা বক্সী, প্রাক্তন বিধায়ক সঞ্জয় বক্সী, কানু মজুমদারসহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। অনুষ্ঠানকে সফল করে তুললেন সংস্থার সম্পাদক শিবনাথ সাধু, কোষাধ্যক্ষ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, সহ-কোষাধ্যক্ষ অমরনাথ দে, সহ-সম্পাদক স্বপন দাস, জিম প্রশিক্ষক অরিত রায়, ক্যারাটে প্রশিক্ষক নীলোৎপল দত্ত, বিজয় বসাক, গৃহাগারিক সুজয় চ্যাটার্জি প্রমুখ। সঞ্জয় বক্সী উত্তর কলকাতার প্রাচীন জাতীয়তাবাদী ঐতিহ্যকে ধরে রাখার জন্য এই ক্লাবের প্রশংসা করে আগামী প্রজন্মকে এই কাজে এগিয়ে আসতে বললেন।

আলোকিত পাতিপুকুর

সুজিত চৌধুরী: সম্প্রতি দমদম পাতিপুকুর কলোনির এসকে দেব রোড ও নতুন পল্লীর সংযোগস্থলে উচ্চবাতিস্তম্ভ উদ্বোধন করলেন বিধায়ক সুজিত বোস। এছাড়া ১নং পল্লীশ্রী কলোনির শিশু উদ্যানেও একটি অনুষ্ঠানে যোগদান করে দরিদ্রদের মধ্যে বস্ত্রবিতরণ করেন। এই আলোকস্তম্ভ ছাড়াও বিধায়কের উদ্যোগে এই অঞ্চলে বহু আলোকস্তম্ভ স্থাপিত হওয়ায় অঞ্চলটি আলোয় ঝলমলে হয়ে উঠেছে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সাংসদ কাকলি ঘোষ দস্তিদার, পৌরপিতা প্রবীর পাল, যুব তৃণমূল কংগ্রেস নেতা কালি শংকর, সমীর চ্যাটার্জি, কল্যাণ বোস প্রমুখ।

একক অনুষ্ঠানে কাজল সুর

নিজস্ব প্রতিনিধি: সম্প্রতি রবীন্দ্রসদনে কাজল সুরের একক আবৃত্তির অনুষ্ঠান 'আমি তোমাদেরই লোক'- এ রবীন্দ্রনাথের কবিতার সঙ্গে বিভিন্ন আঙ্গিকে রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশন করলেন সুছন্দা ঘোষ, অজন্তা সিনহা, স্বাতী পাল। কাজল সুরের অনবদ্য কণ্ঠে অনুষ্ঠানটি জমে উঠেছিল। কবি স্বপ্নময় চক্রবর্তীর লেখা পারিবারিক চলচিত্র, বুদ্ধদেব গুহর লেখা সবিনয় নিবেদন, কবিতার সঙ্গে সুরেলা কণ্ঠের গান কবিতা দুটিকে অন্যমাত্রায় নিয়ে যায়। এছাড়া 'আবার কুড়ি বছর পরে', প্রেমের পদাবলি, রবিঠাকুর পেন্নাম হই ছাড়াও মনিভূষণ ভট্টাচার্যের দুটি কবিতা কাজলের কণ্ঠে অপূর্ব শুনিয়েছে। মঞ্চে আলোর ব্যবহার এবং সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের কি-বোর্ড অনুষ্ঠানটিকে সার্থক রূপ দিল।

ক্রিকেট ইন্ডিয়া: যদি, কিন্তু'র ধোঁয়াশা থেকেই গেল

নিজস্ব প্রতিনিধি: বিহার ক্রিকেট প্রধান আদিত্য শ্রীবাস্তবের লড়াই এখনও কিন্তু শেষ হল না। শ্রীনিবাসনকে সরতে হলেও ক্রিকেট দেবতার ন্যায় বিচারের দণ্ড কিন্তু এখনও অবধি পুরোপুরি শ্রীনিবাসনের ঘাড়ে নেমে এল না। আপাতত শ্রীনিবাসনকে ক্ষমতা থেকে সরতে হলেও ভবিষ্যতে তিনি যে ক্ষমতাচ্যুত হবেন তার পরিষ্কার ইঙ্গিত পাওয়া গেল না। অবশ্য ক্রিকেট অনুরাগীরা কেউ কেউ বলছেন, যেটুকু পাওয়া গিয়েছে মন্দ কি। গাভাস্কার বোর্ড কর্তা হয়ে অনৈতিক কাজকর্মকে প্রশ্রয় দিতে পারবেন না। অপরদিকে আইপিএলের পরবর্তী সময়ে ক্ষমতায় আসছেন শিবলাল যাদব। যিনি শ্রীনিবাসনের তীব্র বৈরী। হাজার হাজার টাকা ছড়িয়ে ভারতের ৯০ শতাংশ ক্রীড়া কর্তাকে শ্রীনিবাসন যখন কিনে নিয়েছেন তখনও শিবলাল যাদব তাঁর বিরুদ্ধেই থেকেছেন। যদিও আদিত্য শ্রীবাস্তবের মতো খড়্গ হাতে চেন্নাই রাজের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারেননি। যার ফলে শ্রীনিবাসনের এটা একটা বড় পরাজয় হল যে শিবলাল যাদব তাঁর চেয়ারে কিছুদিনের জন্য হলেও তিনি বসবেন। বোর্ডের আগামী নির্বাচনের আগে ক্ষমতায় থাকবেন শিবলাল। যেটা দারুণভাবেই শ্রীনিবাসনের পক্ষে অসুবিধাজনক হয়ে পড়তে পারে। এর আগে শ্রীনিবাসনকে কিছুদিনের জন্য সরতে হলেও সেই সময় চেয়ারে বসেছিলেন জগমোহন ডালমিয়া। যিনি পুরোপুরি শ্রীনিবাসনের পক্ষে না হলেও এবং নিজে

আদালত আপাতত যে রায় দিল তাতে কিছুটা ঝাড়ুর কাজ হবে ঠিকই কিন্তু ভারতীয় ক্রিকেটে যে আপাদমস্তক পরিবর্তন দরকার তা আদৌ হবে বলে বিশ্বাস করা খুব কঠিন।

ক্ষমতায় আসতে চাইলেও শশাঙ্ক মনোহর গোষ্ঠী তীব্র বিরোধী। আর ডালমিয়া এই মুহূর্তে যে পরিস্থিতিতে রয়েছেন তাতে তাঁর পক্ষে শ্রীনিবাসনকে সিংহাসনচ্যুত করার মতো পৃষ্ঠবল নেই। এই বল একমাত্র শশাঙ্ক লবি'রই রয়েছে। যদিও যুদ্ধে শত্রু-মিত্র বলে কিছু হয় না। তবু ডালমিয়া কোনওভাবেই শশাঙ্ক মনোহরকে সর্বোচ্চ পদে বসিয়ে তাঁর অধীনে থাকতে চাইবেন না। এই সুবিধাটা শ্রীনিবাসনের পক্ষে একটা বড় ইতিবাচক দিক। একটা কথা বার বার উঠছিল যেটা হল, কয়েকজন খেলোয়াড় হয়ত অনৈতিক কাজের সঙ্গে যুক্ত। চেন্নাই টিমের মালিক শ্রীনিবাসনের ইন্ডিয়া সিমেন্টস গোষ্ঠীর বিরুদ্ধেও অজস্র অবৈধ কাজকর্মের অভিযোগ। রাজস্থান দলে দুই প্রধান কর্তা শিল্পা শেঠি ও রাজ কুন্দ্রা জুয়া ও ম্যাচ ফিক্সিংয়ের সঙ্গে জড়িত বলে অভিযোগ উঠেছে। কিন্তু তার জন্য চেন্নাই ও রাজস্থান দলের সব ক্রিকেটাররা কেন আইপিএল খেলা থেকে বঞ্চিত হবেন? সেই দিকে লক্ষ্য রেখে আদালতের রায় এসেছে যে আইপিএল-এ চেন্নাই ও রাজস্থান দলদুটি খেলতে পারবে। তবে একটি রায় খুবই ভাল হয়েছে। তা হল, চেন্নাই দলের মালিক ও শ্রীনিবাসনের বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান ইন্ডিয়া সিমেন্টস-এর সঙ্গে যুক্ত কোনও ব্যক্তি আপাতত ভারতীয় ক্রিকেটের সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারবে না। তবে এই তালিকা থেকে খেলোয়াড় ও ধারাভাষ্যকাররা ছাড় পাচ্ছেন।

এরপর তেরোয় পাতায়

থোড়-বড়ি-খাড়া নিয়েই সন্তুষ্ট দুই প্রধান

গত সংখ্যার পর

বিরাট কিছু অঘটন না ঘটলে তারা এবারের সম্ভাব্য চ্যাম্পিয়ন দল। দল গঠনের সময় তাদের দলের কোচ হওয়ার ব্যাপারে কোলাসো-করিমের নাম উঠেছিল। কিন্তু ক্লাব প্রশাসন কোচ করেন ভারতে একেবারে নতুন মুখ ওয়েস্টউডকে। ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের গ্র্যাজুয়েট এবং ব্ল্যাকবার্ণ রোভার্সের প্রাক্তন সহকারি ওয়েস্টউড সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন স্বদেশিয় ডিফেন্ডার জনসনকে। নতুন বিদেশি মেনইয়ঙ্গার, পুরনো শন রুনি, সুনীল ছেত্রী, রবিন সিংহদের নিয়ে গড়া নবীন দল আজ আইলিগ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার দোরগোড়ায়।

পুণে এফসি দলটি বেঙ্গালুরুর ঘাড়ে নিঃশ্বাস ফেলছে। সেখানে এবার নতুন কোচ হল্যাণ্ডের মাইক স্লোয়ি। সাফল্য না পাওয়া চার বছরের পুরনো কোচ ডেরেক পেরিরার বদলে এবার তাঁকে আনেন। জেমস মোগার পরিবর্তে ইপিএল, লা লিগায় খেলা মুস্তাফা রিগার মতো বিদেশি নিয়েছেন।

ব্যক্তি মালিকানা ভিত্তিক স্পোর্টিং ক্লাব অফ গোয়াও কিন্তু এবার পুরনো কোচের বদলে নতুন আনকোরা কোচ অস্কার ব্রুজোর ওপর আস্থা রেখেছে। পুরনো বিদেশি কালু ওগবা, বৈমা কারপের সঙ্গে স্থানীয় ভূমিপুত্রদের নিয়ে তৈরি দল এখন লিগ টেবিলের চার নম্বরে রয়েছে। তিন নম্বরে আছে সালগাঁওকার।

বাংলার দলগুলির কোচ নির্বাচন এবং বিদেশি নির্বাচনের ক্ষেত্রে ঝুঁকি নেওয়ার ব্যাপারে যে বিষয়টি উঠে আসছে তাহল 'ক্লাব নির্বাচন'। নিয়ম অনুযায়ী এবছরের দুটি ক্লাবের প্রশাসনিক নির্বাচন হওয়ার কথা। কর্তারা নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকতে পুরনো কোচকে নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষার পক্ষপাতি। তাই কোনওরকম ঝুঁকি নেওয়ার পক্ষপাতি না বর্তমান কর্তারা। নতুন অপরিচিত কাউকে আনলে তিনি যদি স্টিভ ডার্বি অথবা ফালোপার মতো অসফল হন তাহলে কর্তারা সমর্থকদের তীব্র জনরোষের মুখে পড়বেন। ফলে পুরনো চেনা

ব্যক্তি যার হয়ত সেরকম সাফল্য নেই তাঁর প্রতি আপাতত নির্ভর করতে চান কর্তারা। যদিও দুই ক্লাবের কর্তারা নির্বাচনের সঙ্গে দল গঠনের সম্পর্ক অছে এই তথ্য মানতে নারাজ।

এ প্রসঙ্গে বাগানের এক শীর্ষ কর্তার বক্তব্য হল, আমাদের সমর্থক ভিত্তিক ক্লাব। একটা ম্যাচ হারলে অনেক প্রশ্নের মুখে পড়তে হয়। দেশের অন্য ক্লাবগুলিকে যার সম্মুখীন হতে হয় না। তাই তারা যেটা সহজে করতে পারে আমরা তা ইচ্ছা থাকলেও করতে পারি না। অমরা তো গত বছর এদেশে অনভিজ্ঞ কোচ ডার্বিকে নিয়ে এসেছিলাম। লাভ তো কিছু হয়নি। আর এই বিষয়ে লাল-হলুদ শিবিরের এক শীর্ষ কর্তা অবশ্য নির্বাচনের প্রভাব দল গঠনে পড়বে তা মানতে নারাজ। তাঁর বক্তব্য, 'আমরা এখনও দলগঠন নিয়ে বা কোচ পরিবর্তন নিয়ে খুব একটা ভাবিনি। এখনও আইলিগের অনেকগুলি ম্যাচ বাকি আছে। নতুন কোচ ফালোপাকে মর্গ্যানের বদলী রূপে আনা হয়েছিল।

তাতে কোনও লাভ হয়নি। অবার সফল কোচ কোলাসোর হাতে দায়িত্ব দেওয়া হল। কিন্তু দুঃখের কথা এবারও আইলিগ জেতা হল না। দুর্ভাগ্য ছাড়া আর কিছু নয়। সমর্থকদের চাপে দলগঠন করি না। যেটা করলে দলের ভাল হবে সেটাই করার চেষ্টা করে থাকি।' একটা কথা আবারও বলতে হবে কলকাতার দুই প্রধানের পুরনো বোতলে নতুন মদই পছন্দ। চিন্তাভাবনার কোনও পরিবর্তন আসবে না। মুখে অনেক বড় বড় কথা বললেও কার্যক্ষেত্রে তা কখনই হবে না।

আধুনিক ভাবনা চিন্তাকে বাস্তবায়িত করে দুরন্ত গতিতে এগিয়ে যাবে বেঙ্গালুরু, পুণে, এমনকী উত্তরপূর্ব ভারতের লাজং, রাংদাজিয়েদের মতো দলগুলি। অপরদিকে সর্বাধিক সমর্থনপুষ্ট ভারতের দুই সেরা ঐতিহ্যশালী ক্লাব ভুল সিদ্ধান্তের জন্য ক্রমশই পিছিয়ে পড়বে।

অভিমন্যু দাস

সৌরভের বাউন্সারে হতবাক শাহরুখ

নিজস্ব প্রতিনিধি: কিং খানের সঙ্গে বাংলার দাদার আবার লড়াই শুরু হয়ে গেল। কয়েকবছর আগের ক্রিকেট আইপিএলে কেকেআর-কে ঘিরে সৌরভ-শাহরুখ বিতর্ক এখন অতীত। কিন্তু এবার লড়াই শুরু হতে চলেছে ব্যাডবল নয় ফুটবলকে ঘিরে। নানা বিতর্ক শেষ করে শেষ অবধি ভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন ও আইএমজি'র প্রস্তাবিত আইপিএল ধাঁচের ফুটবল প্রতিযোগিতা ইন্ডিয় সুপার লিগ হতে চলেছে রিল্যায়েন্সের সহযোগিতায়। সৌরভ গাঙ্গুলী ও শাহরুখ খান দু'জনেই দলের মালিক হওয়ার জন্য দরপত্র তুলেছেন। সৌরভতো স্বাভাবিকভাবেই কলকাতা দলের মালিক হতে চাইবেন। আর নাইট রাইডার্স দলের মালিক ও বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর পছন্দের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডার হওয়ার ফলে শাহরুখও কলকাতার দল কিনতে চান। তাই নিলামের টেবিলে আবার যদি দাদা ভার্সেস কিংখান শুরু হয়ে যায় তাহলে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। আইলিগের ক্ষতি হবে বলে ক্লাব জোট ২০১৪'র শুরুতে এই লিগ কিছুতেই হতে দেয়নি। কিন্তু এবার ঠিক হয়েছে সেপ্টেম্বর থেকে নভেম্বর

এই খেলা হবে। তাই ক্লাবগুলিরও কোনও আপত্তি নেই।

এরপর পনেরো পাতায়

Owener: Nikhil Banga Kalyan Samiti. Printer & Publisher Sudhir Nandi. Published from 57/1A, Chetla Road,Kolkata- 27 and printed from Nikhil Banga Prakasani, Bibek Niketan, Samali, Bisnupur, South 24 Parganas. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri. Fax No. 033-2479-8591, Email: alipur_barta@yahoo.co.in, alipurbarta1966@gmail.com

সত্বাধিকারী ঃ নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি। **প্রকাশক ও মুদ্রক**ঃ সুধীর নন্দী। নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতন, সামালি, বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন - ২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। **সম্পাদক** ঃ ড. জয়ন্ত চৌধুরী। যোগাযোগের ঠিকানা ঃ ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা - ৭০০ ০২৭, ফ্যাক্স নং ঃ ০৩৩-২৪৭৯-৮৫৯১, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in, **সহ সম্পাদক** ঃ কুণাল মালিক।